ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৭০ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ : www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 3 April, 2024 ■ আগরতলা ৩ এপ্রিল ২০২৪ ইং ■ ২০ চৈত্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কল্যানপুরে বিজেপি প্রার্থী কৃতির সভায়

ভয় দেখিয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকাই কমিউনিস্টদের কাজ ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যানপুর, ২ এপ্রিল ।। গোটা ত্রিপুরা রাজ্যে এই সময়ের মধ্যে শাসক বিজেপি দল আসন্ন নির্বাচনে নিজেদের বিজয়কে সুনিশ্চিত করার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহার নেতৃত্বে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে। পূর্ব থেকে পশ্চিম কিংবা রামনগরের উপনির্বাচন সব ক্ষেত্রেই বিজেপি এই সময়ের মধ্যে রকমারি প্রচার কর্মসূচিতে ব্যাপক সাড়া তৈরি করে চলেছে। এরই অঙ্গ হিসাবে আজ পূর্ব ত্রিপুরা আসনে বিজেপি প্রার্থী কৃতি সিং দেববর্মার সমর্থনে বিশিষ্ট নাগরিকদের সাথে মতবিনিময় সভায় মিলিত হন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা। ছিলেন রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য অনিমেষ দেববর্মা ,টিংকু রায় সহ পূর্ব ত্রিপুরা আসনের বিজেপি মনোনীত প্রার্থী কৃতি সিঙ্গ দেববর্মা নিজে।

নিজের আলোচনায় অংশগ্রহণ করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা প্রথমেই যেভাবে ধৈর্যের সাথে কল্যাণপুরের মানুষ আজকের এই সভায় উপস্থিত থেকেছেন, নিজেদের ধৈর্যের প্রমাণ দিয়েছেন তার জন্য সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। আগামি নির্বাচনে পূর্ব ত্রিপুরা আসনে বিজেপি মনোনীত প্রার্থীকে জয়ী করার আহ্বান জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য হচ্ছে ৭০ এর দশক থেকে শুরু করে

৩৫ বছর বামেরা এবং একটা সময়ে কংগ্রেস রাজ্যটাকে শেষ করে দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য হচ্ছে একটা সময় ত্রিপুরা রাজ্য মানেই ছিল আতঙ্ক, একটা সময় ত্রিপুরা রাজ্য মানেই ছিল হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করে সংখ্যার জুড়ে ক্ষমতায় টিকে থাকা। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট ভাষায় দাবি করেন ২০১৮ সালে এ রাজ্যে সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর মানুষের ইচ্ছার প্রতি সম্মান জানিয়ে বর্তমান সরকার ক্রমান্বয়ে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ অব্যাহত রেখে চলেছে। মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, এই সময়ের মধ্যে মথা বিজেপির সাথে যুক্ত হয়ে যাওয়ায় উন্নয়নের গতিকে আরো বেশি ত্বরান্বিত করা যাবে। পাশাপাশি কল্যানপুরের আজকের এই আয়োজন থেকে মুখ্যমন্ত্রীর দৃঢ় আত্মবিশ্বাস আগামী নির্বাচনে পূর্ব এবং পশ্চিম উভয় আসনেই বিজেপি দলের জয় শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা। পাশাপাশি এদিন কল্যাণপুরে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন প্রতিশ্রুতি মতো বিগত বিধানসভা নির্বাচনে শান্তিপূর্ণভাবে এবং নির্ভীগ্নে তথা সাইন্টিফিক রেগিং বাদে নির্বাচন করে দেখিয়ে দিয়েছে বিজেপি দল।

নিজের আলোচনায় অংশগ্রহণ করে রাজ্যের মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা দাবী করেন কল্যাণপুরের মানুষ কখনোই ১৯৯৭ বা সমসাময়িক সময়ের সন্ত্রাসবাদের ঘটনাগুলো কখনোই ভুলতে পারবে না। অনিমেষ দেববর্মার স্পষ্ট বক্তব্য হচ্ছে বিভাজনের রাজনীতি করতে করতে কমিউনিস্টরা গোটা রাজ্যটাকে ধ্বংস করে দিয়েছে, তবে আগামী দিনে বিজেপির নেতৃত্বেই উন্নয়ন সুনিশ্চিত এমন দাবি করলেন সদ্য বিজেপিতে যোগ দেওয়া বা যুক্ত হওয়া অনিমেষ বাবু।

নিজের আলোচনার মধ্য দিয়ে রাজ্যের সমাজ কল্যাণ এবং সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী টিঙ্কু রায় আগামী নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীকে জয়ী করার আহ্বান জানানোর পাশাপাশি দাবি করেন এক সময়ে যারা কমিউনিস্ট করত তারাও কমিউনিস্টদের ঘৃণ্য রাজনীতির কারণে ভাতা সহ বিভিন্ন প্রকারের সামাজিক সুযোগ থেকে বঞ্চিত হত। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সন্তোষের উপস্থিতিতে বিজেপি'র নির্বাচনী বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ এপ্রিল।। লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্যে নির্বাচনী যাবতীয় প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে মঙ্গলবার রাজ্যে এসেছেন বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব বি এল সন্তোষ। এদিন রাজ্যে এসেই মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের নির্বাচনী কার্যালয়ে এক বৈঠকে মিলিত হয়েছেন তিনি।

এ দিনের এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা, পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব, প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, মন্ত্রী রতন লাল নাথ, মন্ত্রী প্রনজিত সিংহ রায় সহ অন্যান্য মন্ত্রী বিধায়ক সহ বিভিন্ন মন্ডল সভাপতি এবং দলীয় পদাধিকারীগণ।

এদিনের বৈঠকে নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তের বিভিন্ন প্রস্তুতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রদেশ সভাপতি। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের দিক নির্দেশনায় দুটি কেন্দ্রেই নির্বাচনী যাবতীয় প্রস্তুতি চূড়ান্ত করা হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি আগামী চার দিন বিভিন্ন এলাকায় বিস্তারকদের পাঠানোর মধ্য দিয়েও এই নির্বাচনী কর্মসূচি আরও তেজি করা হবে বলে জানিয়েছেন প্রদেশ সভাপতি।

আমবাসায় ইন্ডিয়া জোটের সভা

বাম-কং রাজত্বে খুনের ঘটনায় নেতাদের আড়াল করার চেষ্টা সুদীপের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ এপ্রিল ।। সিপিএম ও কংগ্রেসের রাজত্বে খুনের ঘটনায় নেতারা দায়ী নয়। ঘুরিয়ে কর্মীদের দায়ী করলেন কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। আজ আমবাসায় পূর্ব ত্রিপুরা আসনে ইন্ডি জোটের প্রার্থী রাজেন্দ্র রিয়াংয়ের মনোনয়ন পত্র দাখিলকে ঘিরে আয়োজিত সভায় সিপিএম ও কংগ্রেস জমানায় খুনের ঘটনা স্বীকার করে সুদীপ বাবু বলেন, নেতারা কখনোই কাউকে খুন করতে বলে দেননি। এদিকে, ওই জনসভায় বোন ও ভগ্নিপতিকে বাঁচানোর জন্য আনারসে পদ্ম ফুল ফুটিয়েছে বলে তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মনকে বিঁধলেন কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন।

এদিন নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রেখেছেন কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। এদিন তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নিশানা করে বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার দেশের ৮০ কোটি গরীব জনগণকে বিনামূল্যে ৫ কেজি করে চাল প্রদান করছেন। নির্বাচনী বৈতরণী পার করার জন্য নরেন্দ্র মোদী গরিবের মধ্যে ৫ কেজি চাল প্রদান করছেন।

তাঁর কথায়,আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে যাতে কংগ্রেস লড়াই করতে না পারে তার জন্য ষড়যন্ত্র করে কংগ্রেসের ব্যাঙ্ক একাউন্ট ফ্রিজ করে দেওয়া হয়েছে। যাঁরা প্রতিবাদ করবেন তাঁদের পেছনে ইডি, সিবিআই লেলিয়ে দেবে নরেন্দ্র মোদীর নেত্বতাধীন বিজেপি সরকার। তাই গণতন্ত্র বাঁচাতে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ইন্ডি জোটকে বিপুল ভোটে জয়ী করতে হবে।

তাঁর দাবি, বিজেপি সরকার এসটি এবং এসসি বিরোধী। তফশিলী জাতি এবং তফশিলী উপজাতিরা যে সংরক্ষণের আওয়তায় রয়েছে তাঁদের সেই অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে।

এদিন তিনি বলেন, বিজেপির কাছে কোনো প্রার্থী নেই। তাই তারা বহিঃ রাজ্য থেকে একজনকে ভাড়া করে লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে। এদিন তিনি তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মনকে একহাত নিয়েছেন। তিনি তীব্র কটাক্ষ করে বলেন, বোন ও ভগ্নিপতিকে বাঁচানোর জন্য আনারসে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পূর্ব আসনে ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থী রাজেন্দ্রের মনোনয়ন পেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আমবাসা, ২ এপ্রিল।। লোকসভা নির্বাচনের পূর্ব ত্রিপুরা আসনের ইন্ডি জোটের সিপিএমের মনোনীত প্রার্থী রাজেন্দ্র রিয়াং মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। এদিন আমবাসায় সুবিশাল রেলীর মাধ্যমে ধলাই জেলাশাসক কার্যালয়ে মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন।

এদিনের মিছিলে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন,বিরোধী দলনেতা জীতেন্দ্র চৌধুরী, বামফ্রন্টের আহবায়ক নারায়ণ কর, বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা, সহ সিপিএম -কংগ্রেসের কর্মীরা।

এদিন নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রেখেছেন পূর্ব ত্রিপুরা আসনের ইন্ডি জোটের মনোনীত প্রার্থী রাজেন্দ্র রিয়াং। এদিন তিনি বলেন,সংবিধান রক্ষার জন্য আসন্ন লোকসভা নির্বাচন খুবই গুরুতূর্ণ। ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষতাকে বজায় রাখার জন্যও এই নির্বাচন গুরত্বপূর্ন।

মানব পাচার

আটক এক মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ এপ্রিল।। মঙ্গলবার ভোরে মানব পাচারের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছে এক মহিলা। জিআরপি থানায় তাকে তুলে দেওয়া হয়েছে।

তাকে গ্রেফতার করার জন্য আজ ভোর রাত থেকেই ওৎ পেতে বসেছিল জিআরপি থানা, আমতলী থানা এবং শ্রীমন্তপুর বিওপির বিএসএফ জওয়ানরা। অনেকদিন ধরে সে পলাতক ছিল বলে জানিয়েছে পুলিশ। ধৃত মহিলার নাম পারুল আক্তার(৪২) স্বামীর নাম রঙ্গ মিয়া, বাড়ি- মতিনগর, ইন্দো - বাংলা কাঁটাতারের বেড়া সংলগ্ন এলাকায়। অনেকদিন যাবত বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশী এবং রোহিঙ্গাদের অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে সহায়তা করত আটক এই মহিলা। তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করা হয়েছে।

রেল পুলিশ তাপস দাস জানিয়েছেন, গত ২৩ মার্চ জিআরপি থানার হাতে ৬ জন বাংলাদেশী নাগরিক আটক হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে থানায় মামলা হয়েছিল। তাঁদের পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হয়েছিল। তাঁদের থেকে পাচার কাজে জড়িত মতিনগরের বাসিন্দা পারুল আক্তারের নাম উঠে আসে। সে সুবাদে ওই এলাকায় অভিযান চালানো হয়েছিল। তিনি ঘটনাটি আঁচ করতে পেরে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

উল্লেখ্য এর আগেও মানবপাচারে জড়িত বেশ কয়েকজনকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। মানব পাচারকারীরা সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে বেশ কয়েকবছর ধরে সক্রিয় রয়েছে। তাদের হাত ধরেই বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশী নাগরিকসহ রোহিঙ্গারা ত্রিপুরার আন্তর্জাতিক সীমান্তপথে রাজ্যে অনুপ্রবেশ করে অনেকেই বহি:রাজ্যে কাজের উদ্দেশ্যে যাচ্ছে।

রোহিঙ্গাদের একাংশকে সন্ত্রাসবাদি কার্যকলাপে শামিল করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। স্পর্শকাতর এই বিষয়ে পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগের কর্মকর্তারা তৎপরতা অব্যাহত রেখেছেন। চক্রটির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে ত্রিপুরা সীমান্ত দিয়ে মানব পাচারের ঘটনা আরও ব্যাপক আকার ধারণ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে অবৈধ অনুপ্রবেশ বাড়ছে!

অভিযানে আটক দালাল সহ ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ এপ্রিল ।। মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট লাগু রয়েছে। তবু থেমে নেই অবৈধ অনুপ্রবেশ। মানবপ্রচার চক্র বিরোধী অভিযানে দালাল সহ গ্রেপ্তার করা হয়েছে ২ বাংলাদেশী নাগরিককে। বামুটিয়া ফাঁড়ি ও লেফুঙ্গা থানার পুলিশ তাদের আটক করা হয়েছে।

বামুটিয়া এলাকার মানব পাচার চক্রের অন্যতম এক দালাল তালতলার বিমান কিশোর গুপ্তা ওরফে ভুট্টু, তাদের বিরুদ্ধে মামলা নিয়ে আদালতে প্রেরণ করা হবে বলে জানায় পুলিশ।

ঘটনার বিবরনে প্রকাশ, সোমবার গভীর রাতে বামুটিয়া পুলিশ ফাঁড়ির অন্তর্গত তালতলা বাজার সংলগ্ন এলাকা থেকে বিমান কিশোর গুপ্তা(ভুট্টোর) বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে দালাল ভুট্টু সহ ২ অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশী নাগরিককে। এই অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন বিশাল পুলিশ বাহিনী ও টি এস আর বাহিনীর জওয়ানরা।

মঙ্গলবার লেফুঙ্গা থানার ওসি সহদেব দাস সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানিয়েছেন, আজকেই তাদের আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।মামলা নম্বর ১৮ /২০২৪। প্রথম বারের মতো কোনো মানব প্রচার চক্রের এক অন্যতম দালাল বিমান কিশোর গুপ্তা উফরে ভুট্টুকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। এই চক্রের মূল পান্ডাদের জালে তুলতে তদন্ত চলছে বলে জানায় পুলিশ।

সীমানা নিয়ে মারপিট আহত ৬

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২ এপ্রিল।। জমির সীমানায় বেড়া দেওয়াকে কেন্দ্র করে দুই সৎ ভাইয়ের মধ্যে মারপিট এর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। ঘটনা উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর ঢুপিরবন্ধ এলাকায়। দায়ের কোপে রক্তাক্ত ছোট ভাইয়ের বৌ সহ ছোট ভাই ও তার তিন সন্তান। রক্তাক্ত হয়েছেন বড় ভাইও।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ঢুপিরবন্ধ গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁচ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা ছাঁদ উদ্দিন (পিতা মানিক মিয়া) প্রায় চার বছর পূর্বে বাড়ির পাশে দশ শতক জায়গা ক্রয় করে। তারপর সেখানে একটি আগর গাছের বাগান লাগায়। কিন্তু তার আগর বাগানের পাশের জমির মালিক তার সৎ বড় ভাই ছমস উদ্দিন তার জায়গার উপর অযথা বেড়া দিয়ে দখল নিতে চায় বলে অভিযোগ।

এ মর্মে পঞ্চায়েতের তরফে অনেক সালিশি সভার মাধ্যমে মিটমাট করতে চাইলেও সমস্যা নিস্পত্তি হয়নি। এদিকে সোমবার দুপুর আনুমানিক সাড়ে বারোটা নাগাদ সৎ বড় ভাই ছমস ছোট ভাইয়ের আগর বাগানের উপর জোরজবরদস্তি বাঁশের বেড়া দিয়ে দেয় বলে অভিযোগ। তখন ছোট ভাই বাঁধা দিলে তার উপর দা নিয়ে তেড়ে আসে বড় ভাইয়ের স্ত্রী সহ বড় ভাই ও তার পরিবারের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুলিশ ঘুমে!

আটক অবস্থায় পালাল চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ এপ্রিল।। বন্ধ দরজার ফাঁক দিয়ে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে গেল চোর। এমনই ঘটনা লক্ষ্য করা গেছে মঙ্গলবার জিবি হাসপাতালে। সেই চিত্র দাঁড়িয়ে দেখছিল এনসিসি থানার পুলিশ।

জানা যায়, চুরির অপরাধে গোর্খাবস্তি এলাকার মানুষ ওই যুবককে আটক করে উত্তম মধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছিল। নাম পরিচয় জানা যায়নি। বয়স আনুমানিক ৩০। তাকে চিকিৎসার জন্য জিবি হাসপাতালে নিয়ে আসে পুলিশ। এমন সময় তার হাত পা বাঁধা অবস্থায় তালাবন্ধ একটি দরজার ফাঁক দিয়ে ধীরে ধীরে বেড়িয়ে যায় সে। পুলিশ সেখানে উপস্থিত থেকেও ওই চোরকে আটক করতে পারেনি।

উৎসবের মেজাজে এখন ভোট হয় রাজ্যে ঃ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা,২ এপ্রিল।। কমিউনিস্টের শাসনকালে জনগণ উৎসবের মেজাজে ভোট দিত পারতেন না। কিন্তু বিজেপি সরকারের শাসনকালে মানুষ উৎসবের মেজাজে ভোট দিচ্ছেন। আজ নোয়াগাঁও-এ যোগদান সভায় একথা বলেন পশ্চিম ত্রিপুরার লোকসভা আসনের প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব।

তাঁর কটাক্ষ, কমিউনিস্টের রাজত্বকালে নির্বাচন মানে সন্ত্রাস, মারপিট, বিরোধী দল সর্মথিতদের বাড়ি জ্বালানো।কিন্তু বিজেপি সরকারের রাজত্বকালে জনগণ উৎসবের মেজাজে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন।

এদিন তিনি জোর গলায় বলেন, গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড়দিন হল নির্বাচনের দিন। কমিউনিস্টের শাসনকালে মানুষ কখনো তা মনে করতে পারেননি। কারণ, কমিউনিস্টরা ক্ষমতার লোভ, ক্যাডার পালনের লোভে কারণে ভোটকে উৎসবের মেজাজে করতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাইক দুর্ঘটনায় যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২ এপ্রিল।। বাইক দূর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে এক যুবকের। মৃত যুবকের নাম প্রসেনজিৎ মুহুরী(৩২),বাড়ি গজারিয়া এলাকায়।

সোমবার রাতে, বাইক নিয়ে বাড়িতে ফেরার পথে ঋষ্যমুখ ডোবাখলা এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার মধ্যে থাকা পিচের ড্রামের সাথে সজোরে ধাক্কা খেয়ে প্রসেনজিৎ ছিটকে পড়ে রাস্তার কালভার্টে। দুর্ঘটনার শব্দ শুনে এলাকার লোকজনেরা বেরিয়ে আসে। সাথে সাথে এলাকাবাসীরা খবর দেয় বিলোনিয়া দমকল বাহিনীর কর্মীদের।

খবর পেয়ে দমকল বাহিনী কর্মীরা প্রসেনজিৎ মহুরিকে বিলোনিয়া হাসপাতালে নিয়ে আসার পর কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃতঃ বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে ছুটে আসো বিলোনিয়া থানার পুলিশ।

আজ দুপুর দুইটা নাগাদ প্রসেনজিৎ মুহুরীর মৃত দেহময়না তদন্তের পর তুলে দেওয়া হয় পরিবারের লোকের হাতে। তার মৃত্যুতে কান্নায় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

একজিট পোলের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি কমিশনের

করিমগঞ্জ (অসম) ২ এপ্রিল (হি.স.) ।। একজিট পোলের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করল কমিশন।

সম্প্রতি ভারতীয় নির্বাচন কমিশন আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে একজিট পোলের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। তাতে কমিশন জানিয়েছে সপ্তম তথা শেষ দফার ভোট সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত কোনও ধরনের একজিট পোল করা যাবে না।

তাই ভোটের ফল সম্পর্কিত কোনও একজিট পোলের প্রোগ্রাম বা নিবন্ধ সম্প্রচার বা প্রকাশ করতে সব ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াকে নিষেধ করেছে কমিশন। এই নিষেধাজ্ঞা আগামী ১৯ এপ্রিল, ২০২৪ সকাল ৭টা থেকে ১ জুন, ২০২৪ সন্ধ্যা ৬ টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কোন দল সরকার গঠন করতে পারে তার পূর্বাভাস পাওয়ার জন্য ভোটারদের দিয়ে বিভিন্ন সংস্থা যে একজিট পোল করে তা ওই সময় সীমায় নিষিদ্ধ করা হয়েছে

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ১৭৪ ▫ ৩ এপ্রিল ২০২৪ ইং ▫ ২০ চৈত্র ▫ বুধবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

প্রতি বুথে ওয়েব কাস্টিং!

ভোট গ্রহণ পদ্ধতি নিয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের তরফ হইতে নানা অভিযোগ ও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে। এইসব ব্যবস্থা পর্যালোচনা করিয়া নির্বাচন কমিশন নড়িয়া চড়িয়ায়া বসিয়াছে। কোথাও যাহাতে ভোট গ্রহনকে কেন্দ্র করিয়া কোন ধরনের কারচুপি করিতে না পারে সেজন্য এ যাত্রায় কঠোর মনোভাব গ্রহণ করিয়াছে কমিশন। এই ক্ষেত্রে অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন কমিশনের কর্মকর্তারা। কমিশনের এই কঠোর মনোভাবের ফলে নির্বাচন করব শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়ায়াছে। আসন্ন লোকসভা ভোট শান্তিপূর্ণ ভাবে সম্পন্ন করিতে রাজ্যের সমস্ত বুথে ওয়েব কাস্টিং হইবে বলিয়া জানাইল নির্বাচন কমিশন। মঙ্গলবার তাহাদের এই সিদ্ধান্তের কথা জানায় কমিশন। জানা যায়, এক্ষেত্রে কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তিরও সাহায্য নেওয়া হইবে।

২০২১ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের সময়েও বুথে বুথে ওয়েব কাস্টিংয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছিল। পঞ্জাবের ক্ষেত্রেও একই সিদ্ধান্ত নেওয়া

হইয়াছে।মূলত ভোটগ্রহন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনিতেই বুথে বুথে ওয়েব কাস্টিং করিবার সিদ্ধান্ত নিয়াছিল কমিশন। বুথে কী হইতেছে কারা কারা ভোট দিতে আসিতেছেন, কোনও অশান্তি ঘটিতেছে কি না সেই সব কিছুর উপর নজর রাখিতেই কমিশন এই ওয়েব কাস্টিং প্রক্রিয়া শুরু করে। মূলত অনলাইনেই চলে এই প্রক্রিয়া। লোকসভা নির্বাচন ঘোষণার সময়ই দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার এ বারের ভোটে কোনও ধরনের অশান্তি বা গন্ডগোল ঠেকাইতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহনের কথা জানাইয়াছিলেন। যে সমস্ত বুথগুলি স্পর্শকাতর শুধুমাত্র সেখানেই ওয়েব কাস্টিংয়ের ব্যবস্থা করা হইবে। তবে মঙ্গলবার কমিশন জানিয়ে দিল, রাজ্যের ১০০ শতাংশ বুথেই হবে ওয়েব কাস্টিং।

দক্ষিণবঙ্গে তাপপ্রবাহের মতো পরিস্থিতির শঙ্কা! তাপমাত্রার পারদ ক্রমেই ঊর্ধ্বমুখী

কলকাতা, ২ এপ্রিল (হি.স.): দক্ষিণবঙ্গের জন্য অতি খারাপ খবর! আগামী শুক্রবার পর্যন্ত গরমের দহনজ্বালায় জ্বলতে হবে দক্ষিণবঙ্গকে, তাপপ্রবাহের মতো পরিস্থিতিও হতে পারে। আগামী কয়েকদিন ক্রমেই ঊর্ধ্বমুখী থাকবে তাপমাত্রার পারদ। মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি বেশি।

চলতি সপ্তাহে শুক্রবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। মাত্রাতিরিক্ত গরমে জ্বলবে তিলোত্তমা কলকাতাও। আবহবিদরা জানিয়েছেন, আগামী কয়েক দিনে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় তাপমাত্রা বেশ কিছুটা বৃদ্ধি পেতে পারে। ৩ এপ্রিল থেকে ৫ এপ্রিল পর্যন্ত সময়ে পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমানে তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হবে। ওই জেলাগুলিতে তাপমাত্রা ছাড়িয়ে যাবে ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের গণ্ডি। দক্ষিণবঙ্গের কোথাও আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।

দেওয়াল লিখনকে ঘিরে উত্তেজনা-অশান্তি, তৃণমূল ও বিজেপি সংঘর্ষ কুলতলিতে

কুলতলি, ২ এপ্রিল (হি.স): দেওয়াল লিখনকে কেন্দ্র করে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি সংঘর্ষে উত্তেজনা ছড়াল দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলিতে। কুলতলির গোপালগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের শানকিজাহান এলাকার ঘটনা। অভিযোগ, সোমবার রাতে বিজেপির দেওয়াল লেখার সময় তৃণমূল কর্মীরা তাদের ওপরে হামলা চালায়। বিজেপি কর্মী নিরঞ্জন দাসকে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। নিরঞ্জনের চিৎকারে আশেপাশের মানুষজন ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করে। সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হয় জামতলা গ্রামীণ হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসাধীন ওই বিজেপি কর্মী।

এই ঘটনায় সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। পাল্টা তৃণমূল কর্মী নিত্য দাস অভিযোগ করেন, তাকে বেধড়ক মারধর করে বিজেপি কর্মী- সমর্থকরা। অভিযোগ, তিনি দোকানে যাওয়ার পথে শোনেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে কুকথা বলছেন বিজেপি কর্মীরা। তিনি এ বিষয়ে প্রতিবাদ করেন, তখনই বিজেপি কর্মী সমর্থকরা তার ওপরে হামলা চালায়। ঘটনায় আহত তৃণমূল কর্মী নিত্য দাস জামতলা গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। দু’’টি ঘটনায় মঙ্গলবার সকালে অভিযোগ দায়ের হয়েছে কুলতলি থানায়। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মধ্যপ্রদেশে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল বাস, ২৫ জন পুণ্যার্থী কমবেশি আহত

মোরেনা, ২ এপ্রিল (হি.স.): মধ্যপ্রদেশে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল পুণ্যার্থীবোঝাই একটি বাস। সোমবার গভীর রাতে ৪৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায় বাসটি। এই দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ২৫ জন পুণ্যার্থী কমবেশি আহত হয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনার সময় বাসে প্রায় ৩০ জন যাত্রী ছিলেন। তাঁরা গোয়ালিয়র থেকে রাজস্থানে যাচ্ছিলেন, মেহেন্দিপুর বালাজির দর্শনে।

মোরেনা জেলা হাসপাতালের আরএমও ডাঃ সুরেন্দ্র গুর্জর বলেছেন, ’২৫-৩০ জনকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের চিকিৎসা শুরু হয়েছে। পুলিশ ইন্সপেক্টর অলোক পারিহার বলেছেন, ’বাসটিতে পুণ্যার্থীরা ছিলেন, মেহেন্দিপুর বালাজির দর্শনের জন্য যাচ্ছিলেন তাঁরা এবং গোয়ালিয়র থেকে বাসটি ছেড়েছিল। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তারা সম্ভাব্য সর্বোত্তম চিকিৎসা পাচ্ছেন। তাঁদের ওয়ার্ডে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।’

উত্তর প্রদেশের চিত্রকূটে অটোতে ধাক্কা ডাম্পারের; মৃত ৫, ৩ জন গুরুতর আহত

চিত্রকূট, ২ এপ্রিল (হি.স.): উত্তর প্রদেশের চিত্রকূট জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অটোরিক্সায় ধাক্কা মারল বেপরোয়া একটি ডাম্পার। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের, এছাড়াও ৩ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এএসপি চক্রপাণি ত্রিপাঠী বলেছেন, ’আহতদের তাৎক্ষণিকভাবে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু তাঁদের মধ্যে ৫ জন মারা যান এবং ৩ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। তাঁদের প্রয়াগরাজে রেফার করা হয়েছে। মৃত ৫ জনের মধ্যে তিনজনের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে।’পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ঝাঁসি-মির্জাপুর জাতীয় সড়কের কাছে। একটি দ্রুতগামী ডাম্পার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অটোরিক্সায় ধাক্কা মারে, এই দুর্ঘটনায় অটোয় থাকা ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে ও আহত ৩ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁদের চিকিৎসার জন্য প্রয়াগরাজের একটি হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

স্মরণে কিংবদন্তি অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

রাজু পারাল

একটা গাছের মতোই দীর্ঘকাল ধরে ছায়া দিয়ে গেছেন বাংলার সংস্কৃতিকে। মহানায়ক উত্তমকুমারের পাশাপাশি উচ্চারিত হত তাঁরও নাম। তিনি কিংবদন্তি অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। শুধু অভিনেতা হিসাবে নন, তিনি ছিলেন নাট্যকার, নাট্য পরিচালক, আবৃত্তিকার, বাচিক শিল্পী, সম্পাদক, কবি, গদ্যকার ও চিত্রশিল্পী।

বহুমাত্রিক চরিত্রের অধিকারী এই মানুষটির নাম উচ্চারণ করলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে বিশাল রুপোলি পর্দা কাঁপানো এক অসাধারণ অভিনেতার মুখ, যিনি উপমহাদেশের বিখ্যাত অভিনেতাদের নামের তালিকায় যুক্ত করে বিশ্বদরবারে নিজেকে তুলে ধরেছেন দাপটের সঙ্গে। তবে বাংলার প্রতি অসীম ভালোবাসা থাকায় একাধিকবার আমন্ত্রণ পেয়েও মুম্বই যাননি।

অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯৩৫ সালের ১৯ জানুয়ারি কৃষ্ণনগরের সোনাপটি এলাকায়। বহুমুখী সৃজনকুশলী বিশ্ববরেণ্য এই মানুষটি সকলের কাছে “পুলু” নামেই পরিচিত। প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক ও গবেষক সুধীর চক্রবর্তী বন্ধু সৌমিত্রের স্মৃতিচারণায় বলেছেন- ’অন্য সকলের কাছে সে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, আমার কাছে সে “পুলু”।... পুলু সৌমিত্রর ডাকনাম। সে আমার প্রায় সমবয়সী, পাড়ার বন্ধু ও সহপাঠী। তার ছোটবেলা, তার যৌবনের দিনগুলো আমার চোখের সামনেই ফুটে উঠেছে বলা যায়। তাঁর অভিনেতা জীবন আর আমার অধ্যাপনার জীবন বলতে গেলে প্রায় গায়ে গায়েই শুরু।’

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের বাবা মোহিত চট্টোপাধ্যায় ছিলেন আইনজীবী। বাবার বদলির চাকরি হওয়ায় জীবনের প্রথম দশ বছর কৃষ্ণনগরে কাটলেও পরে কখনও বারাসত, কখনও হাওড়া, দার্জিলিঙে তাঁর শিক্ষাজীবন কাটে। তবে গোড়ার দিকে কৃষ্ণনগরের সিএমএস সেন্ট জনস স্কুলে (খ্রিস্টান মিশনারি স্কুল) পড়তেন। পরে বাবা বদলি হয়ে হাওড়ায় এলে সৌমিত্র ভর্তি হন হাওড়া জেলা স্কুলে। বাড়িতে বই পড়া, আবৃত্তি চর্চার রেওয়াজ ছিল। যা তাঁর শৈশব ও কৈশোর মনকে বেড়ে উঠতে সাহায্য করে। সাহিত্যের প্রতি সৌমিত্রের অনুরাগ তৈরি হয় তখন থেকেই। নিজেই সে কথা স্বীকার করে বলেছেন- ‘আমি যখন খুব দুরন্তপনা বা বেয়াড়াপনা করতাম তখন শাসনের চেয়ে যাতে বেশি কাজ হত তা হল একখানা বই দিয়ে আমাকে বসিয়ে দেওয়া।’ বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বইপড়ার অভ্যাসও বেড়ে যায় সৌমিত্রের কেশোর থেকেই রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল খুব বেশি। মা আশালতা রবীন্দ্রনাথের কবিতা শুনিয়ে ঘুম পাড়াতেন বালক সৌমিত্রকে। সঙ্গে বাবাও শোনাতেন রবীন্দ্র কবিতার আবৃত্তি। এ সমস্ত সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে পরবর্তী সময়ে অন্যতম শ্রেষ্ঠ উচ্চারণের অধিকারী বা “বাচিক” শিল্পে অদ্বিতীয় করে তুলেছিল। হাওড়ার পঞ্চাননতলার ভাড়া বাড়িতে বসত সাহিত্যের আসর। খুদে সাহিত্যিক হিসেবে নিয়মিত সেই আসরে যোগ দিতেন সৌমিত্র। স্বরচিত কবিতাগুলি তিনি পাঠ করতেন সেখানে। সৌমিত্র কবিতা লেখা শুরু করেন কৈশোর থেকেই। তখন তাঁর ফ্রেন্ড, ফিলোসফার অ্যান্ড গাইড এবং আইডল ছিলেন গৌরমোহন মুখোপাধ্যায়। গৌরমোহনের পর যাঁর উৎসাহ ও উদ্দীপনায় সৌমিত্রের কবিতা লেখা চলেছিল পূর্ণমাত্রায়, তিনি শক্তি চট্টোপাধ্যায়। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের প্রেরণাতেই সৌমিত্রের প্রথম কবিতার বই বেরোয় ১৯৭৫ সালে। পরে সৌমিত্রের লেখা কাব্যগ্রন্থগুলি- “জলপ্রপাতের ধারে দাঁড়াব বলে”, “ব্যক্তিগত নক্ষত্রমালা”, “শব্দরা আমার বাগানে”, “যা বাকি রইল”, “হলুদ রোদ্দুর”, “মধ্যরাতের সংকেত”, “হে সায়ংকাল”, “পদ্মবীজের মালা”, “পড়ে আছে চন্দনের চিতা”, “দ্রষ্টা”- একের পর এক পাঠককে সমৃদ্ধ করে সহ গেছে।

শুধু কবিতা নয়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় যুক্ত হয়েছিলেন একটি পত্রিকা সম্পাদনার কাজেও। নির্মাল্য আচার্য সম্পাদিত সেই পত্রিকার নাম “এক্ষণ”, যা তৎকালীন অন্যান্য পত্রিকাগুলো থেকে ছিল আলাদা পর্যায়ের। “এক্ষণ” পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে ১৯৬১ সালে, দ্বিমাসিক পত্রিকা হিসাবে। প্রথম দিকে সৌমিত্র চ্যাটার্জি নির্মাল্য আচার্যের সঙ্গে পত্রিকার কাজ করলেও ১৯৯৫ সালে নির্মাল্য আচার্য মারা গেলে সৌমিত্র একাই পত্রিকাটির সম্পাদনা করেছিলেন। “এক্ষণ” পত্রিকার প্রচ্ছদ আঁকতেন তখন সত্যজিৎ রায়। বলা বাহুল্য, সত্যজিৎ রায়ের অনেকগুলি সিনেমার স্ক্রিপ্ট তখন “এক্ষণ” পত্রিকায় ছাপা হত। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এ সম্পর্কে বলতেন, “সিনেমার ভাষা স্বতন্ত্র এবং সাহিত্যে তার স্থান সংকুলান হওয়া উচিত।” পরবর্তীকালে “এক্ষণ” সৃজনশীল লেখালেখি থেকে সরে গিয়ে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের পত্রিকা এবং প্রতিষ্ঠিত লেখক ও প্রবন্ধকারদের পত্রিকা হয়ে উঠেছিল।

ম্যাট্রিক পাশ করার পর কলকাতার সিটি কলেজে পড়তে এসে সৌমিত্র দেখতে শুরু করলেন পেশাদারি থিয়েটার। হাওড়ার ম্যাট্রিক পাশ করার পর কলকাতার সিটি কলেজে পড়তে এসে সৌমিত্র হাওড়ার দু’একটা “নাট্যকারের কথা” ইত্যাদি।

নাট্যগোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর যোগ তৈরি হয়েছিল আগেই। পরে গৌরমোহন মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ির সান্নিধ্যে আসেন সৌমিত্র। তিনি (শিশিরকুমার) সৌমিত্রকে প্রথম কলকাতা থিয়েটারের সঙ্গে পরিচিত করান। সদ্য কলেজে পড়া যুবকটির সুদূরপ্রসারী স্বপ্ন, প্রতিজ্ঞা ও জেদ দেখতে পেয়েছিলেন শিশিরকুমার। সে সময় শিশিরকুমারের সঙ্গে অভিনয় করার দুর্লভ সুযোগও ঘটেছিল সৌমিত্রর। শিশিরকুমারের থিয়েটার দেখতে দেখতে অভিনেতা হওয়ার সুপ্ত বাসনা জেগে ওঠে সৌমিত্রের মনে। তখন থেকেই নাটক, নাট্যতত্ত্ব, নাট্যশালা, অভিনয় ইত্যাদি নিয়ে পড়াশোনার দিকে ঝোঁকেন সৌমিত্র। পব. বত ীকালে চলচ্চিত্রাভিনয়ে প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যে থাকলেও সমান গুরুত্বে অভিনয় করে গেছেন অর্ধশতাধিক নাটকে। “রাজা লিয়ারে”র নাম ভূমিকায় তাঁর অসাধারণ অভিনয় বাঙালির মনে আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। প্রায় ছয় শতক ধরে বিভিন্ন সময়ে বাংলা থিয়েটারের উপর অসংখ্য প্রবন্ধ লিখেছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগুলি- “ভারতশ্রেষ্ঠ নাট্যশিল্প”, “স্বপ্নের থিয়েটার”, “সময়কে খোঁজা”, “শম্ভু মিত্র: নতুন থিয়েটারের অগ্রগণ্য সৈনিক”, “মনোজ মিত্র”, “গ্রুপ থিয়েটার ও সাধারণ রঙ্গালয়”, “আজ কলকাতার থিয়েটার কোথায়”, “সাধারণ রঙ্গালয় মাঝে মাঝেই ফিরে যেতেন থিয়েটারের মঞ্চে। নিজের প্রযোজনায় করেছেন- “ঘটক বিদায়”, “রাজকুমার”, “ফেরা”, “নীলকণ্ঠ”, “ন্যায়মূর্তি”, “টিকটিকি”, “দর্পণে শরৎশশী”, “হোমাপাখি”, “বিল্বমঙ্গল”, “আরোহন”, “প্রাণতপস্যা” ইত্যাদি জনপ্রিয় কাজগুলি। ১৯৭৮ সাল থেকে মঞ্চের সঙ্গে যে নিবিড় যোগসূত্র সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় তৈরি করেছিলেন তা থেকে বিচ্যুত হননি কখনও। বাংলা সিনেমার একজন ব্যস্ত অভিনেতা হয়েও থিয়েটারের কাজ এভাবে করে যাওয়ার দৃষ্টান্ত অত্যন্ত বিরল। থিয়েটারে তিনিই ছিলেন সর্বেসর্বা। একাধারে নাট্যকার, পরিচালক আবার মুখ্য অভিনেতাও। “সিটি কলেজ” থেকে স্নাতক হবার পর এম.এ-তে ভর্তি হলেও পড়ার দিকে বড় একটা আগ্রহ ছিল না সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের। বরং নাটকের মঞ্চ আর মহড়া তাঁকে আকর্ষণ করত। সে সময় আকাশবাণীতে (অল ইন্ডিয়া রেডিও) একটা “ঘোষক”-এর চাকরি পেলেও পরে তিনি তা ছেড়ে দেন। পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের এক সহকারী নিতাই দত্ত সামান্য চিনতেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে। তিনি সৌমিত্রকে নিয়ে গেলেন সত্যজিৎ রায়ের কাছে। তখন থেকেই সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার শুরু সৌমিত্রের। তাঁর চলচ্চিত্রের হাতেখড়ি হল সত্যজিৎ রায়ের কাছেই। ১৯৫৯ সালে মুক্তি পেল প্রথম ছবি “অপুর সংসার”। পরিচালনায় সত্যজিৎ রায়। পরেও সত্যজিৎ রায়ের একাধিক ছবিতে (যেমন “চারুলতা”, “ঘরে বাইরে”, “অভিযান”, “গণশত্রু”, “অশনি সংকেত”, “দেবী”, “শাখা প্রশাখা”, “অরণ্যের দিনরাত্রি” ইত্যাদি) অভিনয় করেছিলেন সৌমিত্র। পরের দিকে সত্যজিৎ রায় তাঁর “ফেলুদা” সিরিজের গল্পগুলিতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কেই পছন্দ করেন। কারণ চলচ্চিত্রের সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় আর নিজের হাতে আঁকা ফেলুদার শারীরিক গঠন হুবহু মিলে গিয়েছিল। সৌমিত্রও সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনায় তখন “সোনার কেল্লা”, “জয় বাবা ফেলুনাথ” ছবিগুলিতে অভিনয় করে যথেষ্ট প্রশংসা পান। এই ব্যাপারে সৌমিত্রকে অতিক্রম করতে পারেননি পরবর্তী অভিনেতাদের কেউ। ফেলুদার ভূমিকায় তাই প্রত্যেক প্রজন্মের কাছেই শ্রেষ্ঠ এবং প্রিয় অভিনেতা হয়ে থেকে গিয়েছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। সত্যজিৎ রায় পরে লিখেছিলেন- “আমার তরফ থেকে সৌমিত্রকে সার্টিফিকেট দেবার কোনও প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।... তার প্রতি আমার নির্ভরশীলতা আমার শিল্পী জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বজায় থাকবে এটা আমি জানি।”

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় পরে একটি বই লেখেন “মানিকদার সঙ্গে”। সেখানে বিশ্ববন্দিত এক পরিচালকের সঙ্গে (সত্যজিৎ রায়) তাঁর আত্মিক ও বৌদ্ধিক সম্পর্কের অনেক কথার উল্লেখ আছে, যা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকবে। সত্যজিৎ রায়ের পাশাপাশি মৃণাল সেন, তরুণ মজুমদার, অসিত সেন, অজয় কর, তপন সিংহ, গৌতম ঘোষ, শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বাংলা চলচ্চিত্রের দিকপাল পরিচালকদের ছবিতেও একের পর এক সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করে গেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। অভিনয় জীবনে সৌমিত্রের উল্লেখযোগ্য ছবিগুলি- “অতল জলের আহ্বান” (১৯৬২), “কিনু গোয়ালার গলি” (১৯৬৪), “মহাশ্বেতা” (১৯৬৭), “প্রথম কদম ফুল” (১৯৬৯), “আলেয়ার আলো” (১৯৭০), “স্ত্রী” (১৯৭২), “বসন্তবিলাপ” (১৯৭৩), “ছুটির ফাঁদে” (১৯৭৫), “গণদেবতা” (১৯৭৮), “প্রতিশোধ” (১৯৮১), “আতঙ্ক” (১৯৮৬), “কাকাবাবু হেরে গেলেন” (১৯৯৫), “লাঠি” (১৯৯৬), “বাবা কেন চাকর” (১৯৯৮), “অসুখ” (১৯৯৯), “হেমলক সোসাইটি” (২০১২), “বেলাশেষে” (২০১৫), “পোস্ত” “সমান্তরাল” (২০১৭), “সাঁঝবাতি” (২০১৯), “বরুণবাবুর বন্ধু” (২০২০) ইত্যাদি। মহানায়ক উত্তমকুমারের সঙ্গে সৌমিত্রের ছবিগুলিও একসময় পাল্লা দিয়ে উঠতে থাকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে। তৈরি হতে থাকে উত্তম যুগের সমান্তরাল সৌমিত্র যুগও। উল্লেখ্য, “দেবদাস” (১৯৭৯), “ঝিন্দের বন্দি” (১৯৬১) ছবিতে সৌমিত্রের অভিনয় সমান পাল্লা দিয়েছে উত্তমকুমারের অভিনয়ের সঙ্গে। তবে সত্যজিৎ রায়ের সৃষ্টি “ফেলুদা”র চরিত্রে আমবাঙালির কাছে আজও তিনি জনপ্রিয়তার শীর্ষে।

যাট বছরের অভিনয় জীবনে তিনি বহু সম্মান ও পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন বটে, তবে সে সব পুরস্কারকে বেশি গুরুত্ব দেননি কখনও বর্ষীয়ান এই অভিনেতা। মানুষের কাছ থেকে পাওয়া ভালোবাসাকেই অভিনেতা হিসাবে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার বলে মনে করতেন তিনি। অভিনয়ের পাশাপাশি চিত্রশিল্পেও দক্ষ ছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। শিল্পীবন্ধু যোগেন চৌধুরীর তাগিদে নিজের করা কিছু শিল্পকর্ম নিয়ে একটা ছবির প্রদর্শনীও করেন সৌমিত্র। এভাবেই নিজের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছিলেন সিনেমা, থিয়েটার, কবিতা ও ছবিকে। শিল্পকলা, অভিনয়, কবিতা এসব তাঁর বেঁচে থাকার ইন্ধন হলেও নিজের সংসারকে প্রাণের চাইতেও বেশি ভালোবাসতেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। অনেকেরই প্রশ্ন ছিল, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় কি “মার্কসবাদী” ছিলেন? তাঁকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দল নানা কৌশলে তাদের দলে আহ্বান জানালেও, তিনি নিজের আত্মসম্মান বাঁচিয়ে “মধ্যপন্থা” অবলম্বন করেছেন। রাজ্যনৈতিক চাপে নিজের মূল্যবোধ, আদর্শ সম্মানকে বিসর্জন দেননি কোনও সময়। নিজের শিল্পীসত্তাকে বাঁচিয়ে জীবনব্যাপী চালিয়ে গেছেন যুদ্ধ ও অনুশীলন। গত ১৯ জানুয়ারি (২০২৪) অতিক্রান্ত হল বর্ষীয়ান এই অভিনেতার ৮৯তম জন্মবার্ষিকী। অথচ তাঁকে নিয়ে কোনও আলোচনা দেখা গেল না কোনও পত্রপত্রিকা ও সংবাদমাধ্যমে। একজন কিংবদন্তি অভিনেতাকে মনে রাখা উচিত বর্তমান ও পরবর্তী প্রজন্মের।

(সৌজন্যে-দৈ: স্টেটসম্যান)

যে দেশ স্বপ্নে আকাঙ্ক্ষায় বেঁচে থাকে

নাকবা এবং নাকসা-র বিপুল উচ্ছেদ এবং ইজরায়েল ও তার পোষক পশ্চিমি সাম্রাজ্যবাদী ব্লকের বিশাল আর্থিক এবং সামরিক ক্ষমতায় পর্যুদস্ত ঢাল-তলোয়ারহীন ফিলিস্তিনিদের এক গভীর উপলব্ধি হয়। তারা বুঝতে পারে, আরব রাষ্ট্রগুলির সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে শুধুই উচ্ছেদ আর নির্যাতন সহ্য করে কোনও সুফল ফলবে না এবং বিচ্ছিন্ন গেরিলা আক্রমণ দিয়েও গণজাগরণ সম্ভব হবে না। জন্ম নেয় এক প্রতিরোধী লোকসংস্কৃতি এবং রাজনৈতিক স্ট্র্যাটেজি: সুমুদ অর্থাৎ অবিচলিত বা আত্মসংরক্ষণে অটল থাকা। সাত্ত্বিক শঙ্খ

ফিলিস্তিন কোথায়? ২০১৬ সালে গাজার একটি সাংবাদিক গ্রুপ হঠাৎ আবিষ্কার করে গুগ্ল ম্যাপে প্যালেস্তাইন বলে কোনও জায়গাই নেই। এমনকী, ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক আর গাজা স্ট্রিপের ওপর দুটো নামের লেবেলও মিসিং। সোশাল মিডিয়ায় এই নিয়ে ঝড় ওঠে হ্যাশট্যাগ ‘প্যালেস্তাইন ইজ হিয়ার’ স্লোগানে। বিতর্ক গড়াতে গুগ্ল ম্যাপ কর্তৃপক্ষ জানায়, ঘটনাটি একটি বাগ এর সমস্যাজনিত। পরবর্তীতে তাদের তদারকিতে গাজা স্ট্রিপ ও ওয়েস্ট ব্যাঙ্কের নামের লেবেল ফিরে আসে। কিন্তু আজও ‘প্যালেস্তাইন’ নামের কোনও দেশ গুগল ম্যাপে অথবা অ্যাপেল ম্যাপে খুঁজে পাওয়া যাবে না, কারণ তা নেই। তাহলে ‘প্যালেস্তাইন’ বা ফিলিস্তিন আসলে কোথায়?

প্রতিযোগিতার বিশ্বব্যবস্থায় ‘প্রথম বিশ্ব’, ‘তৃতীয় বিশ্ব’ নামের আড়ালে লোকানো হয়েছে রক্তচোষার বাস্তব ইতিহাস। সত্যি বললে, প্রথম বিশ্ব হল সাম্রাজ্যবাদী দেশ আর তৃতীয় বিশ্ব হল তাদের কলোনি। কলোনির রক্তচুষেই তকমা পাওয়া যায় ‘উন্নত দেশ’-এর। আর কলোনি হল ‘উন্নয়নশীল’। এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা হল এই সাম্রাজ্যবাদী দেশের কাঁচামাল— কলোনি, হালে যাদের একত্রে বলা হয় ‘গ্লোবাল সাউথ’। তাই কলোনির ইতিহাস, তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব- সংঘর্ষ আলোচনায় যদি সাম্রাজ্যের উপস্থিতি ছাড়া হয়, তাহলে তা হবে অন্ধের হস্তীস্পর্শ। ইজরায়েল-আরবের প্রায় শতাব্দীব্যাপী লড়াইকে যদি আমরা বিচ্ছিন্ন করে দেখি, তবে অবশ্যই তা হবে অসম্ভব জটিল, ধোঁয়াশাময়, অবোধ্য। সুতোর টান, হাতের নাচন ঢাকা থাকলে যেমন পুতুল নাচকেও আমাদের মনে হবে ম্যাজিক। তাই আরব- ইজরায়েল দ্বন্দ্ব আলোচনা সম্পূর্ণ নয়, যদি পশ্চিমি সাম্রাজ্যের স্বার্থ অনুল্লেখিত থাকে। ফলে সহজেই অনুমেয় পশ্চিমা সাম্রাজ্যের বোড়ে ইজরায়েল এবং কলোনির প্রতিনিধি ফিলিস্তিনের লড়াই সমানে-সমানে নয়, বরঞ্চ অসম— একচোখো দানব গোলিয়াথের বিরুদ্ধে গুলতি হাতে দাভিদ। দুই ‘বিশ্বযুদ্ধ’ ছিল পশ্চিমা দেশের নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারার লড়াই, যা ঘটেছিল মূলত তাদের নিজেদের ভূখণ্ডে, ইউরোপ শ্মশানে পরিণত হয়েছিল। ঠান্ডাযুদ্ধ থেকে সেই লড়াই এক্সপোর্ট করা হল গ্লোবাল সাউথে, যার রক্তক্ষরণ আজও বিদ্যমান।

বিশ শতকের আগে ‘ফিলিস্তিন’ নামে জায়গা ছিল বটে, কিন্তু দেশ ছিল না। যেমন ছিল না ওই ভূখণ্ডের অন্যান্য দেশগুলি, তথা ইয়ামেন, সিরিয়া, জর্ডন বা ইরাক। এই পুরো ভূখণ্ডটাকেই বলা হত আরব দুনিয়ার অংশ। যা ছিল তুর্কির অটোমান সাম্রাজ্যের অধীনে। বিশ শতক শুরু হতেই কলোনির মালিকানা কার হাতে যাবে, অর্থাৎ এশিয়া-আফ্রিকার কাঁচামাল লুটবে কে— এই নিয়ে ইউরোপিয়ান সাম্রাজ্যগুলির নিজেদের মধ্যে লেগে গেল যুদ্ধ, আমরা যাকে ডাকি ‘প্রথম বিশ্বযুদ্ধ’ নামে। অতএব অটোমানের পতন না হলে আরব ভূখণ্ডের মালিকানা পাওয়া যাবে না। তাই, ১৯১৬ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আরবের হাশেমাইট রাজার সঙ্গে গোপন চুক্তি করে: যদি তারা অটোমানের বিরুদ্ধে লড়াই করে, তবে যুদ্ধশেষে সিরিয়া থেকে ইয়ামেন পর্যন্ত হবে স্বাধীন আরব দেশ। সেই হেতু মিশরের এইচ. ম্যাকমোহন বিপুল অর্থ-অস্ত্র দিয়ে টি. ই. লরেন্স-কে আরবে পাঠায় হাশেমাইট সম্রাট হুসেইন বিন আলি-কে অটোমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে (বিখ্যাত ‘লরেন্স অফ আরবিয়া’ সিনেমাটি স্মরণ করুন)। আর তার পরের বছর, ১৯১৭ সালে, ইউরোপের ইহুদি-জায়ন -দের সঙ্গেও গোপন চুক্তি করে ‘বালফোর ঘোষণা’, যাতে ফিলিস্তিন অধিবাসী ইহুদিরাও অটোমানের বিরুদ্ধে ব্রিটিশের পক্ষ নেয় এবং আমেরিকা ও রাশিয়ায় অবস্থিত ইহুদিরা অটোমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকে। ‘বালফোর ঘোষণা’য় বলা হয়, ফিলিস্তিনের জমিতে স্বাধীন ইহুদি রাষ্ট্র ইজরায়েল তৈরি করে দেওয়া হবে। কিন্তু রাশিয়ার জাঁরের পতনের পর মহাফেজখানা দখল পেলেই বলশেভিক নেতা লেনিন এই পরস্পর বিরোধী গোপন চুক্তি সর্বসমক্ষে প্রকাশ করে দেয়। আরব ও ইহুদিদের কাছে ব্রিটিশ ধূর্তামি ফাঁস হয়। অতঃপর, আরব পক্ষকে খুশি রাখতে ১৯২১ সালে হুসেইন আলির দুই ছেলেকে সদ্য দখল নেওয়া অটোমান আরব সাম্রাজ্য ভেঙে নতুন দু’টি দেশ তৈরি করে দেয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য— ইরাক এবং ট্রান্স-জর্ডন। অপরদিকে, ইহুদিদের তুষ্ট করতে ফিলিস্তিনে ম্যান্ডেট জারি করে ইউরোপীয় ইহুদিদের পুনর্বাসন বন্দোবস্ত করে। ফিলিস্তিন হয় ব্রিটিশের নতুন কলোনি, তা আর ভূমিপুত্রদের অধীনে আসে না।

তিনের দশকে ইউরোপের ফ্যাসিবাদের উত্থানে ভীত ইউরোপীয় ইহুদিরা হাজারে হাজারে ফিলিস্তিনে মাইগ্রেট করতে শুরু করে। যেহেতু ব্রিটিশ ম্যান্ডেট থাকায় ইহুদিদের পুনর্বাসন সেখানে সুরক্ষিত। যদিও প্রথম যুগের জায়নবাদীরা অনুন্নত এশিয়ার বদলে পশ্চিমি উন্নত দেশেই যেতে আগ্রহী ছিল। কিন্তু তিনের দশক পরবর্তী সমগ্র ইউরোপে অ্যান্টি-সেমিটিক জাতিবিদ্বেষের ব্যাপক উত্থানে শঙ্কিত হয়ে ইউরোপ ত্যাগ সমীচীন বলে মনে করে। ফিলিস্তিনে ইহুদি জনসংখ্যা ১৭ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ৩১ শতাংশ। তারা ফিলিস্তিনের জমি কিনে, দখল করে নতুন আবাস তৈরি করে। যার ফলে ১৯৩১ সালে প্রায় ২০ হাজার ফিলিস্তিনি পরিবার ভূমিহীন হয়ে পরে। ৩০ু ফিলিস্তিনি চাষি হয় জমিহারা। এখান থেকেই ফিলিস্তিনের ভূমিপুত্রদের জমি হারানোর ইতিহাসের শুরু। ১৯৪৮ সালের মে মাসে ব্রিটিশ ফিলিস্তিন ছাড়তেই ইহুদিরা স্বাধীন ইজরায়েল রাষ্ট্র ঘোষণা করে, এর প্রতিবাদে মিশর ও অনান্য আরব রাষ্ট্র যুদ্ধ ঘোষণা করে ইজরায়েলের পরিবর্তে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের জন্যে। শুরু হয় প্রথম আরব-ইজরায়েল যুদ্ধ। তার পরের মাসেই ‘দেইর ইয়াসিন’ গ্রামে হাগানা ইরগুন ও লেহি নামক জায়নবাদী জঙ্গিবাহিনী সংগঠিত করে নৃশংসতম গণহত্যা। গোটা গ্রামের সাধারণ মানুষকে কচুকাটা করা হয়, জ্বালিয়ে দেওয়া হয় বাড়িঘর। এই ঘটনা ফিলিস্তিনি জনমানসে ত্রাস তৈরি করে, সেটাই ছিল জঙ্গিবাহিনীর মূল উদ্দেশ্য। তাদের বলা হয়— অবস্থা খুব খারাপ, এখন এখান থেকে পালাও, পরে পরিবেশ শান্ত হলে ফিরে আসবে। ঘরে তালা ঝুলিয়ে প্রায় ৭.৫ লক্ষ ফিলিস্তিনি পাশের দেশগুলোতে পালিয়ে যায়। এবং সেই যে তারা পালালো আর কোনও দিনও তারা জন্মভূমিতে ফিরতে পারল না, তারা চিরতরে হয়ে গেল উদ্বাস্তু। তাদের জমি বাড়ি সব দখল নিল ইজরায়েল। এই বিপুল উদ্বাস্তুকরণের ঘটনাকে ইতিহাসে বলে ‘নাকবা’ অর্থাৎ ‘বিপর্যয়’! যুদ্ধ শেষে একফালি গাজা দখল করে মিশর, আর ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক দখল করে জর্ডন। বাকিটা ইজরায়েলের করায়ত্তে যায়। তাহলে ফিলিস্তিন কোথায়? ফিলিস্তিনিদের স্বপ্নে-আকাঙ্ক্ষায় শুধু সেই দেশ তৈরি হয়।

ফিলিস্তিনের ‘প্রতিরোধ শিল্প’ কী? প্রতিরোধের পূর্বশর্ত হল আগ্রাসন। ‘প্রতি’পক্ষের আগ্রাসন রোধ করা থেকেই ‘প্রতিরোধ’-এর জন্ম। নাকবা-তে বিতাড়িত প্রায় লক্ষাধিক ফিলিস্তিনি যুদ্ধশেষে নিজের গ্রামে, বাড়িতে ফেরত আসার চেষ্টা চালায়। কিন্তু ইজরায়েল অথরিটি তা হতে দিতে রাজি নয়, তারা কোনওভাবেই চায় না সদ্য অধিকৃত রাষ্ট্রের ডেমোগ্রাফি পাল্টে যাক, বহিরাগত ইহুদিরা আবার সংখ্যালঘু হয়ে পড়ুক। ইজরায়েলের সামরিক প্রতিরোধে স্বভূমিতে ফেরত আসা কাঁটাতার পেরনো প্রায় তিন-চার হাজার ফিলিস্তিনি খুন হয় প্রথম চার- পাঁচ বছরেই। শুধু বাইরে থেকে আসা নয়, ইজরায়েলের দখলে যাওয়া ফিলিস্তিনি গ্রামে চলতে থাকে নির্যাতন, ধরপাকড়, উচ্ছেদ এবং জবরদখল। সমস্যা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছয় ১৯৬৭ সালের তৃতীয় আরব-ইজরায়েল যুদ্ধে, যখন দখলদার ইজরায়েল গাজা, পূর্ব জেরুজালেম এবং ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক দখল করে। এর ফলে আরও লক্ষাধিক ফিলিস্তিনি উচ্ছেদ হয়, যার নাম দেওয়া হয় ‘নাকসা’ অর্থাৎ ‘অবনতি’।

নাকবা এবং নাকসা-র বিপুল উচ্ছেদ এবং ইজরায়েল ও তার পোষক পশ্চিমি সাম্রাজ্যবাদী ব্লকের বিশাল আর্থিক এবং সামরিক ক্ষমতায় পর্যুদস্ত ঢাল-তলোয়ারহীন ফিলিস্তিনিদের এক গভীর উপলব্ধি হয়। তারা বুঝতে পারে, আরব রাষ্ট্রগুলির সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে শুধুই উচ্ছেদ আর নির্যাতন সহ্য করে কোনও সুফল ফলবে না এবং বিচ্ছিন্ন গেরিলা আক্রমণ দিয়েও গণজাগরণ সম্ভব হবে না। এই উপলব্ধি থেকেই জন্ম নেয় এক প্রতিরোধী লোকসংস্কৃতি এবং রাজনৈতিক স্ট্র্যাটেজি: সুমুদ অর্থাৎ অবিচলিত বা আত্মসংরক্ষণে অটল থাকা। সুমুদ হল ফিলিস্তিনের একটি প্রতিরোধের গণসংস্কৃতি, একটি রাজনৈতিক অ্যাটিটিউড, একটি সংকল্প। গেরিলা যুদ্ধের পাশাপশি আপামর জনগণকেও একটি রাজনৈতিক-সংস্কৃতিক স্ট্র্যাটেজি গ্রহণ করতে হয় দৈনন্দিন আগ্রাসনকে প্রতিরোধ করতে, এখান থেকেই সুমুদের প্রয়োজনীয়তা। পূর্ব-অভিজ্ঞতায় তারা দেখে, যদি নিজভূমি ছেড়ে প্রাণ বাঁচাতে পালায়, তবে সেই জমিতে তারা আর কখনওই ফিরে আসতে পারে না, সেই জমি জবরদখল হয়ে যায়। তাই সংকল্প নেওয়া হয়— প্রাণ গেলে যাবে কিন্তু জমি ছেড়ে পালানো যাবে না। সাময়িকভাবে সরে গেলেও অতিদ্রুত সেই জায়গায় ফিরে আসতে হবে। সুমুদ-কে দু’টি যুগে ভাগ করা যায়: প্রথম যুগ হল নিষ্ক্রিয় সুমুদ এবং পরবর্তী যুগ হল সক্রিয় সুমুদ।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

স্পেশাল ট্রেনের পরিষেবার মেয়াদ বৃদ্ধি একটি তিরুপতি-গুয়াহাটি একমুখী স্পেশাল

মালিগাঁও, ২ এপ্রিল, ২০২৪: যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় হ্রাস করার জন্য, উভয় দিক থেকে মোট ১৩টি ট্রিপের জন্য ট্রেন নং. ০২৫২৫/০২৫২৬ (কামাখ্যা — আনন্দ বিহার টার্মিনাল — কামাখ্যা) স্পেশাল-এর পরিষেবা জুন, ২০২৪ পর্যন্ত অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
সেই অনুযায়ী, ট্রেন নং. ০২৫২৫ (কামাখ্যা-আনন্দ বিহার টার্মিনাল) স্পেশাল ৫ এপ্রিল থেকে ২৮ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক শুক্রবারে কামাখ্যা থেকে রাত্রি ১০:৪৫ টায় রওনা দিয়ে রবিবার সকাল ৮:৫০ টায় আনন্দ বিহার টার্মিনাল পৌঁছবে।
ফেরৎ যাত্রার সময়, ট্রেন নং. ০২৫২৬ (আনন্দ বিহার টার্মিনাল-কামাখ্যা) স্পেশাল ৭ এপ্রিল থেকে ৩০ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক রবিবারে আনন্দ বিহার টার্মিনাল থেকে বিকেল ৫:২০ টায় রওনা দিয়ে মঙ্গলবার ভোর ৩:৪০ টায় কামাখ্যা পৌঁছবে। এই ট্রেনগুলি বিদম্যান গঠন এবং স্টপেজ-এর সাথে চলাচল করবে।
এছাড়াও, তিরুপতি তীর্থযাত্রীদের সুবিধার্থে, তিরুপতি থেকে গুয়াহাটির জন্য একমুখী স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ট্রেন নং. ০৭০৪২ (তিরুপতি-গুয়াহাটি) স্পেশাল ৩ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে তিরুপতি থেকে রাত্রি ১২:০০ টায় রওনা দিয়ে ৫ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখে সকাল ৯:১৫ টায় গুয়াহাটি পৌঁছবে। ট্রেনটি ভায়া বিজয়ওয়াড়া জং, রাজামুন্ড্রি, সামলকোট, বিশাখাপত্তনম, শ্রীকাকুলাম রোড, খুর্দা রোড জং, কটক, বালাসোর, খড়গপুর জং., ডানকুনি, রামপুর হাট, মালদা টাউন, কিষাণগঞ্জ, নিউ জলপাইগুড়ি, নিউ কোচবিহার, নিউ আলিপুরদুয়ার, কোকরাঝাড়, নিউ বঙাইগাঁও ও গোয়ালপাড়া হয়ে চলবে। ট্রেনটি এসি ৩-টিয়ার এবং স্লিপার ক্লাস কোচের দ্বারা গঠিত ২৩টি কোচের সাথে চলবে।
এই ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রার শুরু করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

সঞ্জয়ের জামিনে খুশি ডি রাজা, সিপিআই নেতা বললেন সত্যের ও ন্যায়েরই জয় হবে

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল (হি.স.): আম আদমি পার্টির সাংসদ সঞ্জয় সিং জামিন পাওয়ায় খুশি ব্যক্ত করলেন সিপিআই-এর সাধারণ সম্পাদক ডি রাজা। সুপ্রিম কোর্টের ওপর আশা রেখে তিনি বলেছেন, সত্যের ও ন্যায়েরই জয় হবে। আবগারি দুর্নীতির অনিয়ম সংক্রান্ত মামলায় বিচার চলাকালীনই মঙ্গলবার এএপি সাংসদ সঞ্জয় সিংকে জামিনে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।
এ প্রসঙ্গে ডি রাজা বলেছেন, 'এটি কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা প্ররোচিত প্রতিহিংসার রাজনীতির উপর একটি আঘাত। এই রায় আশা জাগিয়ে তুলবে যে অন্যরাও জামিন পাবে এবং মুক্তি পাবে। সত্যের জয় হবে এবং ন্যায়ের জয় হবে।'

সত্যের পথ কঠিন হতে পারে কিন্তু সত্য কখনও পরাজিত হয় না : প্রমোদ তিওয়ারি

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল (হি.স.) : সত্যের পথ কঠিন হতে পারে কিন্তু সত্য কখনও পরাজিত হয় না, এএপি নেতা সঞ্জয় সিং-এর জামিন প্রসঙ্গে একথা বলেন কংগ্রেস সাংসদ প্রমোদ তিওয়ারি। তিনি মঙ্গলবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা বলেন। আবগারি নীতি মামলায় এএপি নেতা সঞ্জয় সিংকে সুপ্রিম কোর্ট জামিন দিয়েছে, এনিয়ে কংগ্রেস সাংসদ প্রমোদ তিওয়ারি এদিন আরও বলেন, "সত্যমেব জয়তে।" সঞ্জয় সিং-এর জামিন নিয়ে আদালত যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমি সেই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাচ্ছি। তিনি বলেন, সঞ্জয় সিংয়ের জামিন সংক্রান্ত আইনের পরিপ্রেক্ষিতে আমার একটি প্রশ্ন আছে, যে প্রমাণের অভাবে সঞ্জয় সিংকে জামিন দেওয়া হয়েছে, সেই একই প্রমাণের অভাব অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং মনীশ সিসোদিয়ার বিরুদ্ধে আনা আবগারি মামলার ক্ষেত্রেও রয়েছে। তাই হাইকোর্টের উচিত অবিলম্বে ওঁনাদের জামিন মঞ্জুর করা।

বিনয়ের আপত্তি মান্যতা পেল না, দার্জিলিং আসনে কংগ্রেস প্রার্থী মুনিশ তামাং

দার্জিলিং, ২ এপ্রিল (হি.স.): দার্জিলিং সংসদীয় আসনে মঙ্গলবার প্রার্থী ঘোষণা করল কংগ্রেস। এই আসনে কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে ভোটে লড়বেন অধ্যাপক মুনিশ তামাং। দার্জিলিং আসনে বিজেপি প্রার্থী হয়েছেন রাজু বিস্তা। অন্যদিকে, তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে ভোটে দাঁড়িয়েছেন গোপাল লামা। তাঁদের বিরুদ্ধে লড়বেন মুনিশ। ভারতীয় গোর্খা পরিসংঘের নেতা মুনিশ তামাং দার্জিলিংয়ের ভূমিপুত্র। দীর্ঘদিন ধরে গোর্খাল্যান্ড গঠনের স্বপক্ষে দেশজুড়ে জনমত সংগঠিত করার কাজে সক্রিয় ছিলেন তিনি। দিনকয়েক আগে কংগ্রেসে যোগ দেন তিনি।
দার্জিলিং আসন নিয়ে কংগ্রেসে কিছুদিন ধরেই টানাপোড়েন চলছিল। গত ২৬ নভেম্বর কংগ্রেসে যোগ দিয়ে এই আসনে প্রার্থীপদের বড় দাবিদার হয়ে উঠেছিলেন প্রাক্তন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা ও তৃণমূল নেতা বিনয় তামাং। প্রার্থী ঘোষণায় দেরি হওয়ায় দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভও প্রকাশ করেন বিনয়। তারপর মুনিশ তামাং কংগ্রেসে যোগ দেওয়াতে আরও ক্ষিপ্ত হন বিনয়। সরাসরি বিবৃতি প্রকাশ করে বিনয় জানিয়ে দেন, এই আসনে তিনি মুনিশ তামাংকে প্রার্থী হিসেবে মানতে পারবেন না। এমনটা হলে দল ছাড়ারও ইঙ্গিত দিয়েছিলেন এই গোর্খা নেতা। যদিও দল তাঁর আপত্তির কথা না শুনে মুনিশ তামাংকেই প্রার্থী করেছে। এই পরিস্থিতিতে বিনয় আদৌ দলে থাকবেন কিনা, সেই প্রশ্নই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

মোদীজির নেতৃত্বে ভারতের কণ্ঠস্বর এখন বিশ্বের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছে : জে পি নাড্ডা

জব্বলপুর, ২ এপ্রিল (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতের কণ্ঠস্বর এখন বিশ্বের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছে। বললেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। তিনি বলেছেন, 'আমাদের দেশে জি-২০ আয়োজিত হয়েছিল, ১০০টিরও বেশি শহরে ২০০টিরও বেশি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
আফ্রিকান ইউনিয়নও এখানে স্থায়ী সদস্যের মর্যাদা পেয়েছে। ইউরোপীয় ও মধ্যপ্রাচ্য অর্থনৈতিক করিডোর নিয়েও ঐকমত্য হয়েছে এখানে।'
বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা মঙ্গলবার মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরে পৌঁছলে দলীয় কর্মকর্তা ও কর্মীরা তাঁকে স্বাগত জানান।
নাড্ডা এদিন বলেছেন, 'গ্রাম, দরিদ্র, বঞ্চিত, নিপীড়িত, শোষিত, দলিত, মহিলা, যুবক এবং কৃষকদের নিয়ে যদি কেউ চিন্তিত থাকেন, তবে তিনি প্রধানমন্ত্রী মোদীজি।'
নাড্ডা আরও বলেছেন, 'একদিকে প্রধানমন্ত্রী মোদীজি, যিনি বলছেন আমরা দুর্নীতি দূর করব এবং দুর্নীতির সঙ্গে আপস করব না। অন্যদিকে, আইএনডিআই জোট দুর্নীতিতে জড়িত মানুষজনের সমাবেশে পরিণত হয়েছে।'

শিলিগুড়িতে ১৯ বছরের তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, মৃত্যু ঘিরে রহস্য

শিলিগুড়ি, ২ এপ্রিল (হি.স.): বছর ১৯-এর এক তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল শিলিগুড়িতে। মঙ্গলবার সূর্যনগরের বাড়ি থেকে অংশুমান দাস (১৯) নামে ওই তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শিলিগুড়িতে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে হোটেল ম্যানেজমেন্ট নিয়ে পড়াশোনা করছিল অংশুমান। গত কয়েকদিন আগে কলেজের কিছু বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরতে যায় সে।
বাড়িতে ফেরার পর অংশুমানের মা বুঝতে পারেন যে, ছেলে মদ্যপ অবস্থায় ঘরে এসেছে। তাই বকাবকি করেন তিনি।
পরিবার সূত্রের খবর, মা বকাবকি করায় কথাবার্তা বন্ধ করে দেয় অংশুমান। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে খাওয়া দাওয়ার পর নিজের ঘরে ঘুমোতে যায় অংশুমান।
সকাল সাতটা নাগাদ ঘর থেকে অংশুমানের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। পরে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জেপি নাড্ডার সঙ্গে সাক্ষাৎ পশুপতি পারসের

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল (হি.স.) : ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডার সঙ্গে মঙ্গলবার সাক্ষাৎ করেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পশুপতি পারস। জানা গিয়েছে, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পশুপতি পারসের নেতৃত্বে রাষ্ট্রীয় লোক জনশক্তি পার্টি আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বিহারের ৪০টি আসনে জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট (এনডিএ) প্রার্থীদের সমর্থন করবে।
মঙ্গলবার দিল্লিতে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার সঙ্গে দেখা করেন পশুপতি পারস। বৈঠকের পর জেপি নাড্ডা তাঁর "এক্স"- হ্যাণ্ডেলে এই তথ্য শেয়ার করেছেন। নাড্ডা এক্স-এ লিখেছেন, ‘‘পশুপতি পারস এনডিএ-তে আমাদের সহকর্মী। আরএলজেপি প্রধান পশুপতি পারসের সঙ্গে তাঁর নয়াদিল্লির বাসভবনে দেখা হয়েছে। পশুপতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভালো কাজ করেছেন। আমাদের জোট আসন্ন নির্বাচনেও শক্তিশালী থাকবে এবং তার দল বিহারের ৪০ এনডিএ প্রার্থীকে সম্পূর্ণ সমর্থন করবে। তাদের জয় নিশ্চিত করতে সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তাও দেবে।"

বীরভূমে বিজেপির প্রার্থী নিয়ে ক্ষোভ দলের অন্দরে

বীরভূম, ২ এপ্রিল (হি. স.): বীরভূমের মতো হেভিওয়েট কেন্দ্র থেকে কোচবিহারের প্রাক্তন পুলিশ সুপার দেবাশিস ধরকে প্রার্থী করেছে বিজেপি। ইস্তফা দেওয়ার ৯ দিনের মাথায় সরাসরি ভোটযুদ্ধে নেমেছেন দেবাশিস ধর। আর তাঁকে নিয়েই এবার ক্ষোভের সুর বীরভূমের প্রাক্তন বিজেপি জেলা সভাপতির গলায়। ২০১৯-র লোকসভা ভোটে বীরভূম কেন্দ্রে বিজেপির টিকিটে লড়ে হেরে যান দুধকুমার। তাঁর দাবি, এবার স্থানীয় কাউকে প্রার্থী করলে অ্যাডভান্টেজ পেত বিজেপি। সাধারণ মানুষ এবং বিজেপি কর্মীদের কথা না শোনার খেসারত দিতে হবে দলকে। বিজেপির জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা বলেন, 'দুধকুমার প্রার্থী হতে চেয়েছিলেন। তিনি প্রার্থী হলে যেভাবে ঝাঁপাতেন, আশা করব সেভাবেই দেবাশিস ধরের সমর্থনে প্রচার করবেন।""
বীরভূমে ৩ বারের তৃণমূল সাংসদ শতাব্দী রায়ের বিরুদ্ধে দেবাশিস ধরকেই প্রার্থী করেছে বিজেপি। কোন্দল-অস্বস্তি ঢাকতে বিজেপি প্রার্থী দেবাশিস ধরের দাবি, তিনি বহিরাগত নন, পুলিশে থাকাকালীন দীর্ঘদিন কাজ করেছেন বীরভূম জেলায়। ২০২১-এর বিধানসভা ভোটের মুখে দেবাশিস ধরকে কোচবিহারের পুলিশ সুপার করে নির্বাচন কমিশন। বিধানসভা ভোটের দিন, কোচবিহারের শীতলকুচিতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর গুলিতে ৪ জনের মৃত্যু হয়। ভোট মিটে যাওয়ার পর, কোচবিহারের তৎকালীন পুলিশ সুপার, দেবাশিস ধরকে সাসপেন্ড করে রাজ সরকার। শীতলকুচিকাণ্ডের পর থেকে কম্পালসরি ওয়েটিংয়ে রাখা হয়েছিল তাঁকে। তার মধ্যেই ২০২২ সালে সেপ্টেম্বরে, আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন সম্পত্তি মামলায়, দেবাশিস ধরের বাড়ি-সহ একাধিক ঠিকানায় হানা দেয় সিআইডি। মাস খানেক আগে, দেবাশিস ধরের সাসপেনশন তুলে নেওয়া হলেও, তাঁকে কম্পালসরি ওয়েটিংয়েই রাখা হয়েছিল। লোকসভা ভোটের মুখে পদত্যাগ করেন তিনি। এরপর বিজেপি প্রার্থী হিসেবে ভোটের ময়দানে নেমেছেন তিনি। কিন্তু তাঁকে প্রার্থী করা নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে দলের অন্দরেই.

রেশন দুর্নীতি : শেখ শাহজাহানকে সিজিও কমপ্লেক্সে জেরা ইডি-র

কলকাতা, ২ এপ্রিল (হি.স.): রেশন দুর্নীতি মামলায় ধৃত শেখ শাহজাহানকে ইডি মঙ্গলবার সকাল থেকে সিজিও কমপ্লেক্সে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। শেখ শাজাহানকে নিজেদের হেফাজতে পাওয়ার পর ইডি আধিকারিকরা গতরাতেই তাকে সিজিও কমপ্লেক্সে নিয়ে আসে। ইডি-র বিশেষ আদালতের বিচারক শুভেন্দু সাহা তাকে ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত ইডি হেফাজতের নির্দেশ দেন।
ভেড়ির ব্যবসার আড়ালে কালো টাকা সাদা করা হত বলে আদালতে অভিযোগ করেছে ইডি। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দাবি, এখনও পর্যন্ত শাহজাহানের ৩১ কোটি টাকার বেশি বেআইনি লেনদেনের হদিশ মিলেছে। ইতিমধ্যেই ওই মূল্যের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি অন্যান্য বিষয়ে জানতে চলছে জিজ্ঞাসাবাদ।

সত্যের জয় হয়েছে, সঞ্জয় সিংয়ের জামিন প্রসঙ্গে বললেন প্রিয়াঙ্কা কক্কর

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল (হি.স.) : এএপি সাংসদ সঞ্জয় সিং-য়ের জামিন প্রসঙ্গে এএপি দলের জাতীয় মুখপাত্র প্রিয়াঙ্কা কক্কর নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। তিনি মঙ্গলবার দিল্লিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেছেন, ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে রয়েছেন এবং বজরং বালি আমাদের সঙ্গে আছেন বলেই আজ সত্যের জয় হয়েছে। সেজন্যই এএপি সাংসদ সঞ্জয় সিংকে সুপ্রিমকোর্ট জামিন দিয়েছে। তিনি আরও বলেন, আমরা শুরু থেকেই বলে আসছিলাম যে এই পুরো মামলাটি ভুয়ো এবং বিজেপি এই মামলাটি নিজের কার্যালয়ে বসে সাজিয়েছে। এই কাণ্ডটি নিয়ে ৫০০-র বেশি অভিযান চালিয়েও একটি পয়সাও উদ্ধার হয়নি। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টও জানিয়েছে, যখন কোনও টাকার চিহ্নই পাওয়া যাচ্ছে না তখন সঞ্জয় সিং-কে হেফাজতে রাখার কী আছে।

এইমসে চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণা, গ্রেফতার অভিযুক্ত

হরিপাল, ২ এপ্রিল (হি. স.): কল্যাণী এইমসে চাকরি দেওয়ার নাম করে ৭২ লক্ষ টাকার প্রতারণার পর্দা ফাঁস করলো হরিপাল থানার পুলিশ। প্রতারণার অভিযোগে চার জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। প্রতারণার সঙ্গে যুক্ত আরও বেশ কিছু প্রতারকের খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ। মঙ্গলবার হরিপাল থানায় সাংবাদিক বৈঠক করেন হুগলি গ্রামীণ পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কৃষাণু রায়। পুলিশ সুপার জানান, বেশ কিছুদিন আগেই চাকরি দেওয়ার নাম করে টাকা নেওয়ার অভিযোগ জমা পড়ে হরিপাল থানায়। এরপরেই তদন্ত শুরু করে পুলিশ তদন্তে উঠে আসে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। প্রতারণার সঙ্গে যুক্ত প্রথমে বাপ্পা রাউৎ নামে এক ব্যক্তিকে নদিয়ার কল্যাণী থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। গত মাসের ১৯ তারিখ বাপ্পা রাউতকে আদালতে পাঠায় পুলিশ। বাপ্পা রাউতকে পুলিশি হেফাজতে নিয়ে পুলিশ তদন্ত শুরু করে এবং এই চক্রের সঙ্গে জড়িত দীপক দাস নামে আরও এক ব্যক্তিকে দুর্গাপুর থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও দুই প্রতারকের খোঁজ পায় পুলিশ। এমডি বাসার ও সুপ্রিয় বিশ্বাস নামে দুজনকে তমলুক ও রানাঘাট থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ।
বর্তমানে জেল হেফাজতে আছে বাপ্পা রাউত এবং বাকি তিনজনকে পুলিশি হেফাজতে নিয়ে তদন্ত গতি আনতে বা এই চক্রের সঙ্গে আরও কারা কারা জড়িত তাদের খোঁজ পেতে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে পুলিশ।
অভিযুক্তদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত হয়েছে নিয়োগপত্র সম্পর্কিত বেশ কিছু জাল নথি, ভুয়া নিয়োগপত্র , দুটি মোবাইল সহ একটি চার চাকার গাড়ি। অভিযুক্তরা নিজেদের কল্যাণী এমসের কর্মচারী এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে বলে পরিচয় দিয়ে গোটা রাজ্যেই জাল বিছিয়ে ছিল বলে দাবি পুলিশের।
সাংবাদিক বৈঠক করে হুগলি গ্রামীণ পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কৃষাণু রায় আরও জানান, শুধু হুগলি জেলায় নয়, পুরো রাজ্যেই এই প্রতারণার জাল ছড়িয়ে রয়েছে প্রতারকদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুরো ঘটনা তদন্ত শুরু করা হয়েছে। অভিযোগকারী হরিপালের বাসিন্দা শিবনাথ দে। তাঁর দাবি, ২০২১ সালে দীপক দাসের সঙ্গে পরিচয় হয়। ওই ব্যক্তির বক্তব্য, দীপক নিজেকে রাজ্য সরকারের বড় অফিসার বলে পরিচয় দেন। এরপরই শিবনাথ দে চাকরির টোপ দেন দীপক দাস।

উত্তরবঙ্গের ইসলামপুরে ডাম্পারের ধাক্কায় প্রাণ হারালেন তরুণী

ইসলামপুর, ২ এপ্রিল (হি.স.) : উত্তরবঙ্গের ইসলামপুরে ডাম্পারের ধাক্কায় এক তরুণীর মৃত্যু হয়েছে। মৃতার নাম, সূচনা সরকার (১৯)। এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ৪ জন। তাঁদের মধ্যে ২ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। পুলিশ আহতদের ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেছে। ঘটনাটি ঘটেছে ইসলামপুরের রামগঞ্জে।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাস্তা পার হওয়ার সময় একটি ডাম্পার এসে মৃতা সহ ৪ জনকে ধাক্কা মারলে দুর্ঘটনাটি ঘটে। জানা গিয়েছে, সকলেই একই পরিবারের সদস্য। তরুণী তাঁর পরিবারের সঙ্গে বাংলাদেশ থেকে রামগঞ্জে তাঁদের আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন। দুর্ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় রামগঞ্জ থানার পুলিশ। ডাম্পারের চালককে আটক করা হয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সুপ্রিম কোর্টে বড় স্বস্তি পেলেন সঞ্জয় সিং, জামিন প্রদান করল সর্বোচ্চ আদালত

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল (হি.স.): সুপ্রিম কোর্টে বড়সড় স্বস্তি পেলেন আম আদমি পার্টির সাংসদ সঞ্জয় সিং। মঙ্গলবার সঞ্জয় সিংকে জামিন প্রদান করেছে সর্বোচ্চ আদালত। আবগারি দুর্নীতির অনিয়ম সংক্রান্ত মামলায় বিচার চলাকালীনই এএপি সাংসদ সঞ্জয় সিংকে জামিনে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এ বিষয়ে সঞ্জয় সিংয়ের আইনজীবী ঋষিকেশ কুমার বলেছেন, 'সঞ্জয় সিংকে জামিন দেওয়া হয়েছে। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় হল, সঞ্জয় সিংকে জামিন দেওয়া হয়েছে, কারণ ইডি তাঁদের মামলার কোনও যুক্তি-তর্ক করেনি। বিচারকরা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, সঞ্জয় সিংয়ের বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য কোনও বিশ্বাসযোগ্য উপাদান নেই। ইডি আদালতে স্বীকার করেছে।'
সঞ্জয় সিংয়ের জামিন পাওয়া প্রসঙ্গে তাঁর মা রাধিকা সিং বলেছেন, 'আমরা ভীষণ খুশি, আমরা এ জন্য অপেক্ষা করছিলাম, সুপ্রিম কোর্টকে অনেক ধন্যবাদ। আমার ছেলে নির্দোষ। তাঁকে গ্রেফতার করা উচিত হয়নি, যাইহোক জামিন পাওয়ায় আমরা খুশি।' এদিকে, সঞ্জয়ের জামিন পাওয়া প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মহেন্দ্র নাথ পান্ডে বলেছেন, 'সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি কোনও মন্তব্য করব না। আমরা আদালতের রায়কে স্বাগত জানাচ্ছি।'

লাটাগুড়ি-চালসামুখী জাতীয় সড়কে দাঁড়িয়ে গজরাজ, স্তব্ধ যান চলাচল

চালসা, ২ এপ্রিল (হি.স.): জাতীয় সড়কে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে গজরাজ। যার জেরে বেশ কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল যান চলাচল। মঙ্গলবার দুপুরে লাটাগুড়ি ও গরুমারা জঙ্গলের মাঝে মহাকাল ধাম সংলগ্ন এলাকায় লাটাগুড়ি-চালসামুখী ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের একটি দাঁতাল রাস্তা অবরুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকে। এতে রাস্তার দুই ধারে বহু যানবাহন আটকে পড়ে। বহু বাইক, স্কুটি, ছোট ও বড় গাড়ি সহ সকলকেই ব্যাপক দুর্ভোগ পোহাতে হয়।
এদিকে, জাতীয় সড়কে রাস্তার উভয় পাশের যাত্রীরা মোবাইল ফোনে হাতির ছবি তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে ওই দাঁতালটি রাস্তা অবরোধ করে দাঁড়িয়ে থাকার পর ফের জঙ্গলের ভিতরে চলে যায়। এরপরেই যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

প্যারিস অলিম্পিকের প্রস্তুতি: ভারতীয় পুরুষ হকি দল পাঁচ টেস্টের সিরিজ খেলবে অস্ট্রেলিয়ায়

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল (হি.স.) : আগামী জুলাই-আগস্ট প্যারিসে বসছে অলিম্পিকের আসর। তার আগে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিরিজ খেলতে ভারত যাচ্ছে অস্ট্রেলিয়ায়। ৫ ম্যাচের সিরিজ শুরু হবে ৬ এপ্রিল থেকে। ভারতীয় পুরুষ হকি দল অস্ট্রেলিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে সোমবার রাতে হরমনপ্রীত সিংয়ের নেতৃত্বে। ৬ এপ্রিল উদ্বোধনী ম্যাচ। তারপর ভারত খেলবে ৭, ১০, ১২ ও ১৩ এপ্রিল।

হাওড়ার তৃণমূল প্রার্থীকে কুম্ভকর্ণ কটাক্ষ বিজেপি প্রার্থীর

হাওড়া, ২ এপ্রিল (হি. স.): লোকসভা ভোট যত এগিয়ে আসছে ততই প্রার্থীদের একে অপরকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করা শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার হাওড়া সদর লোকসভা কেন্দ্রে ভোট প্রচারে নেমে বিদায়ী সাংসদ ও তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়কে "কুম্ভকর্ণ" বলে কটাক্ষ করলেন হাওড়ার বিজেপি প্রার্থী তথা হাওড়া পুরসভার প্রাক্তন মেয়র রথীন চক্রবর্তী।
মঙ্গলবার সকালে তিনি অভিযোগ করেন, বিদায়ী সাংসদ পাঁচ বছরের মধ্যে পৌনে পাঁচ বছর ঘুমিয়ে কাটান। আর বাকি তিন মাস জেগে উঠে বলেন, 'আমাকে ভোট দিন। তিনবার সাংসদ থাকাকালীন তিনি যতটা সময় ঘুমিয়েছেন তা কুম্ভকর্ণকেও ছাপিয়ে যায়।' তাঁর আরও অভিযোগ প্রসূনবাবু গত ৫ বছরে একবারও সংসদে হাওড়ার নাম করেননি। এমনকী তাঁকে শহরেও দেখা যায় না। হাওড়ার রাস্তাঘাট থেকে পুর পরিষেবা সবকিছুই মুখ থুবড়ে পড়েছে। শহর জঞ্জাল নগরীতে পরিণত হয়েছে। এবার এই লোকসভা কেন্দ্রের মানুষ যদি তাঁকে সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত করেন তাহলে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে হাওড়া শহরে পরিবর্তন আনবেন।
রথীন চক্রবর্তীর এই মন্তব্যের পাল্টা জবাব দিয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী ও বিদায়ী সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ও। বিজেপি প্রার্থীকে তীব্র আক্রমণ করে তিনি বলেন, 'আমি কী কাজ করেছি তা পার্লামেন্টের ওয়েব পোর্টালে পাওয়া যাবে।' প্রসূনের পাল্টা অভিযোগ, মেয়র থাকাকালীন রথীনবাবু হাওড়া পুরসভার সর্বনাশ করে গেছেন।

১৩ বছর আগে আজকের দিনে ক্রিকেট বিশ্বকাপ জিতেছিল ভারত

কলকাতা, ২ এপ্রিল (হি.স.) : ২০১১ সালের আজকের এই দিনে ২৮ বছরের আক্ষেপ ঘুচিয়েছিল মহেন্দ্র সিং ধোনি ও শচীন টেন্ডুলকারের ভারত ।কারণ এই দিনটাতে ঘরের মাটিতে ভারত দ্বিতীয় বিশ্বকাপ জেতে। ক্রিকেট বিশ্বকাপের দশম এই আসরটিতে মহেন্দ্র সিং ধোনির নেতৃত্বে ভারত ফাইনালে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়েছিল। এই ফাইনাল বিশ্বকাপের ইতিহাসে দুটি রেকর্ড হয়েছিল। যেমন স্বাগতিক দেশ হিসেবে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ জেতার রেকর্ড করে ভারত। এছাড়া বিশ্বকাপ ফাইনালে এই ম্যাচের আগে সেঞ্চুরি পাওয়া দল কখনও হারেনি। কিন্তু ভারত-শ্রীলঙ্কার সেই ফাইনালে মাহেলা জয়াবর্ধনে অপরাজিত থেকে সেঞ্চুরি করেও দলের হার দেখেছিলেন। ভারতের জয়ের কান্ডারী ছিলেন গৌতম গাম্ভীর (৯৭) ও অধিনায়ক ধোনি (৯১)। মহেন্দ্র সিং ধোনি ম্যান অব দ্য ম্যাচ হয়েছিলেন। আর যুবরাজ সিং হয়েছিলেন টুর্নামেন্টের সেরা। বিশ্বকাপের সেই আসরে মাত্র ১৮ রান করেছিলেন শচীন। তবে তাঁর হাতে বিশ্বকাপ দেখে আনন্দে ভেসেছিল ভারত।

হরেকরকম

পোড়া অংশে জ্বালা কমাতে পাঁচ ভুল এড়িয়ে চলুন

রান্না করতে গিয়ে গরম কড়াইয়ে ছেঁকা খাননি, এমন মানুষের সংখ্যা খুবই কম। হেঁশেলে কাজ করলে হাত পুড়ে যাওয়ার ঘটনাও হামেশাই ঘটে থাকে। তাড়াহুড়োয় জামাকাপড় ইস্তিরি করতে গিয়ে কত বার ছেঁকা লাগে। সেই সময় জ্বালা কমাতে অনেকেই ঘরোয়া কিছু টোটকা ব্যবহার করে থাকেন। নিজের মতো চিকিৎসা করতে গিয়ে মাঝেমাঝেই কিছু ভুল হয়ে যায়। তার থেকে জন্ম নেয় বড় কোনও সমস্যা। জেনে নিন, পুড়ে গেলে কোন ভুলগুলি একেবারেই করা চলবে না।

১) পুড়ে গেলে ক্ষতস্থানে অনেক সময়ে ফোস্কা পড়ে যায়। ব্যথা কমাতেই অনেকেই সেই ফোস্কা ফাটিয়ে ফেলেন। এতে সংক্রমণ আরও বাড়তে পারে। ফোস্কা নিজে থেকে না ফাটলে জোর করে ফাটানোর দরকার নেই। বরং চিকিতকের সঙ্গে পরামর্শ করে নিতে পারেন। ২) পুড়ে গেলেই জ্বালা কমাতে ক্ষতস্থানে টুথপেস্ট ব্যবহার করে থাকেন অনেকেই। এতে সংক্রমণের আশঙ্কা আরও বেশি থাকে। টুথপেস্ট নয়, বরং অ্যান্টিমাইক্রোবায়াল কোনও মলম লাগাতে পারেন। ক্ষত কমাতে মাখন লাগালেও উপকার পাবেন। ৩) পোড়া স্থানে বরফ ঘষে নিলে সাময়িক ভাবে জ্বালা কমে। কিন্তু এতে ওই স্থানের কোষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পোড়া স্থানে ঠান্ডা জল ব্যবহার করাও ঠিক নয়। সাধারণ জল ব্যবহার করলেই ঠিক আছে। ৪) রান্না করতে গিয়ে আকছারই হাত পুড়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটে। সেই সময়ে ভাল করে দু’হাত ধুয়ে নেওয়া জরুরি। রান্না করার সময়ে হাতে নুন, তেল, হলুদ লেগেই যায়। সেই হাতে ক্ষতস্থান স্পর্শ করবেন না। এতে ক্ষত আরও গভীর হতে পারে। ৫) হাতের কোনও অংশ পুড়ে গেলে জ্বালা কমাতে বেশি ক্ষণ জলে ডুবিয়ে না রাখাই ভাল। চিকিতকেরা বলছেন, খুব বেশি হলে ১০ মিনিট ক্ষতস্থান জলের নীচে রাখতে পারেন। তার বেশি ক্ষণ জলের নীচে না রাখাই ভাল।

পটলের তেলঝোল, রইল প্রণালী

বৈশাখ এখনও আসেনি। কিন্তু গরমের দারুণ, তপ্ত দিন হাজির হয়েছে। ফুলকপি, কড়াইশুঁটি, বিট, গাজর ছেড়ে বাজার ছেয়ে গিয়েছে পটলে। কিন্তু এই গরমে পটল ভাজা, আলু দিয়ে পটলের তরকারি কিংবা পটলের দোলমা কিছুই খেতে ইচ্ছে করছে না। পটল দিয়ে মাছের পাতলা ঝোল রাঁধতেই পারেন। কিন্তু সেই পদ আবার রুটি দিয়ে খেতে ভাল লাগবে না। ভাত বা রুটি দুটো দিয়েই খাওয়া যায় এমন একটি পদ হল পটলের তেলঝোল। রাঁধাও সহজ, আবার খুব বেশি সময়ও লাগে না। রইল প্রণালী।

উপকরণ:
পটল: ৮-১০টি
সর্ষের তেল: ৬ টেবিল চামচ
কালো জিরে: আধ চা চামচ
গুঁড়ো হলুদ: আধ চা চামচ
কাঁচালঙ্কা: ২টি নুন: স্বাদ অনুযায়ী চিনি: সামান্য ময়দা: ১ চা চামচ প্রণালী: ১) প্রথমে পটলের খোসা ছাড়িয়ে, লম্বা করে কেটে, ধুয়ে রাখুন। ২) কড়াইতে সর্ষের তেল দিন। গরম হলে কালো জিরে ফোড়ন দিন। ৩) এ বার কেটে রাখা পটলগুলো দিয়ে হালকা করে ভেজে নিন। সঙ্গে দু’টি কাঁচালঙ্কা দিয়ে দিতে পারেন। ৪) এ বার ছোট একটি পাত্রে সামান্য হলুদ মিশিয়ে নিন। পটল ভাজা হলে সেই মিশ্রণ পটলের মধ্যে দিয়ে দিন। নুন, চিনি দিয়ে নাড়তে থাকুন।
৫) ভাল করে কষিয়ে নিয়ে গরম জল ঢেলে দিন। ঝোল যদি একটু ঘন করতে চান, তা হলে গরম জল দেওয়ার আগে সামান্য একটু ময়দা গুলে দিয়ে দিতে পারেন।
৬) আরও কিছু ক্ষণ নাড়াচাড়া করে উপর থেকে সর্ষের তেল ছড়িয়ে নামিয়ে নিন।

পাউরুটি দিয়ে চটজলদি বানিয়ে ফেলুন ৩ সুস্বাদু খাবার

বাড়িতে আচমকা কোনও অতিথি এসে পড়লে বেশ মুশকিলে পড়তে হয়। সম্পর্কের সমীকরণ যেমনই হোক, বাড়িতে কেউ এলে তাকে তো আর খালি মুখে রাখা যায় না। হেঁশেলে পাউরুটি থাকলে কিন্তু চটজলদি নানা রকম পদ বানিয়ে ফেলতে পারেন। জেনে নিন, অল্প সময় খরচ করে পাউরুটি দিয়ে কী কী বানিয়ে ফেলতে পারেন।

ব্রেড উপমা: কড়াইতে সাদা তেল গরম করে তাতে পেঁয়াজ কুচি, কারিপাতা, সর্ষে এবং চিরা কাঁচালঙ্কা দিয়ে মিনিট খানেক নাড়াচাড়া করে নিন।
তার পর তাতে কুচনো বিন্স আর গাজর দিয়ে ২ থেকে ৩ মিনিট নাড়াচাড়া করুন। এর পর তাতে স্বাদ মতো নুন এবং হলুদ গুঁড়ো দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিন। একটি বাটিতে সামান্য চিনি দিয়ে দই ফেটিয়ে নিয়ে দিয়ে দিন কড়াইয়ে। এ বার ছোট ছোট টুকরো করে কেটে রাখা পাউরুটির টুকরোগুলি কড়ায় দিয়ে আরও ২ থেকে ৩ মিনিটের জন্য ভেজে নিন। পাউরুটির টুকরো যেন মুচমুচে হয়ে যায়। কড়া থেকে নামানোর আগে রোস্টেড চিনাবাদাম এবং পাতিলেবুর রস ছড়িয়ে দিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন ব্রেড উপমা।

ব্রেড হালুয়া: পাউরুটির ধারগুলি বাদ দিয়ে ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিন। এ বার ফ্রাইং প্যানে ঘি গরম করে পাউরুটির টুকরোগুলি লাল করে ভেজে নিন। ভাজা হয়ে এলে ওর মধ্যে একে একে ঘন করে রাখা দুধ, এলাচ গুঁড়ো, চিনি মিশিয়ে ভাল ভাবে নাড়তে থাকুন। মিশ্রণটি ঘন হয়ে এলে কনডেন্সড মিল্ক দিয়ে নাড়াচাড়া করুন। মিশ্রণটি হালুয়ার মতো হয়ে গেলে উপর থেকে ঘিয়ে ভেজে রাখা কাজু, কিশমিশ, আমন্ড ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

গার্লিক টোস্ট: একটি পাত্রে অনেকখানি মাখন নিয়ে তার সঙ্গে চিলি ফ্লেক্স, অরিগ্যানো, ধনেপাতা আর অনেকটা রসুন কুচি ভাল করে মিশিয়ে একটি মিশ্রণ বানিয়ে নিন। এ বার পাউরুটির উপর মিশ্রণটি মাখিয়ে নিয়ে তার উপর অনেকটা চিজ দিয়ে দিন। ফ্রায়িং প্যানে মাখন গরম করে পাউরুটিগুলি সেঁকে নিন ভাল করে। কফির সঙ্গে পরিবেশন করতে পারেন গরমাগরম গার্লিক টোস্ট।

রোগা হতে ভরসা রাখুন ডাবের জলে

শীতে ওজন বেড়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। কিন্তু গরমে সেই ভয় নেই। বরং শীতের বেড়ে যাওয়া ওজন গরমে কমিয়ে ফেলতে পারেন। তবে তার জন্য জিমে গিয়ে ঘাম ঝরাতে হবে না। কারণ, গরমে রাস্তায় বেরোলে এমনিতেই ঘাম ঝরে। তার চেয়ে বরং বাড়তি ওজন কমিয়ে ফেলতে ভরসা রাখতে পারেন ডাবের জলে। চৈত্রের গরমে ডাবের জল হল মন আর প্রাণের আরাম।

তীব্র গরমে ডাবের জলে চুমুক দিলে নিমেষে সমস্ত ক্লান্তি কেটে যায়। তবে ক্লান্তি দূর করা ছাড়াও ডাবের জল ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। কী ভাবে?

১) ডাবের জল শরীরের আর্দ্রতা বজায় রাখে। যা রোগা হওয়ার প্রথম ধাপ। ভিতর থেকে আর্দ্র না থাকলে ওজন বাড়ে। বেড়ে যাওয়া ওজন কমাতে তাই জল বেশি করে খাওয়া জরুরি। জলের ঘাটতি মেটায় ডাবের জল। ডাবের জলে থাকা ইলেক্ট্রোলাইট উপাদান শরীরের সজীবতা হারাতে দেয় না।
২) রোগা হবেন বলে অনেকেই সারা দিনে ঘন ঘন চুমুক দেন বাজারচলতি ফলের রসে। ফলের রস হলেও এ ধরনের পানীয়ে বাড়তি চিনি মেশানো থাকে। যার ফলে ওজন বেড়ে যেতে পারে। পরিবর্তে ডাবের জল খেতে পারেন। ডাবের জলে ক্যালোরির পরিমাণ অত্যন্ত কম। ফলে তা ওজন ঝরাতে সাহায্য করে। ৩) ডাবের জলে রয়েছে পটাশিয়াম, ভিটামিন সি, ক্যালশিয়ামের মতো উপাদান। এই প্রতিটি উপাদান বিপাকহার বৃদ্ধি করে। হজম ঠিকঠাক হলে বেশি খেয়ে ফেললেও ওজন বেড়ে যাওয়ার ভয় নেই। শরীর চনমনে রাখতেও ডাবের জল উপকারী। ৪) ঘন ঘন খাবার খাওয়ার ইচ্ছেকে দমন করে ডাবের জল। ডাবের জল পেট ভর্তি রাখে দীর্ঘ ক্ষণ। বারে বারে খাবার খেতে ইচ্ছা করে না। ফলে ওজন বেড়ে যাওয়ারও ভয় নেই।

মহাকাশে রেস্তোরাঁ, চমক ২০২৫-এ

“আজ ম্যায় উপর, আসমাঁ নীচে...”। ৯০-এর দশকের কবিতা কৃষ্ণমূর্তির সেই গান আজ এক্কেবারে সত্যি! পায়ের নীচে আকাশ, আরও অনেক নীচে সাদা-নীল রঙা পৃথিবী, শূন্যে ভাসমান এক রেস্তরাঁর রিক্লাইনিং চেয়ারে হেলান দিয়ে সুখের পানীয়তে চুমুক দিতে কেমন লাগবে? সেই স্বাদের সন্ধান দিতে পৃথিবীর স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে ভাসমান এক রেস্তরাঁ খুলছে নিউ ইয়র্কের “স্পেসভিআইপি” নামে একটি পর্যটন সংস্থা।

বিশ্বের অন্যতম খ্যাতনামা এক ড্যানিশ শেফকে নিয়োগও করে ফেলেছে তারা। সামান্য কিছু কাজ বাকি। অতিথিদের স্বাগত জানাতে তাই অপেক্ষা আরও একটি বছরের।

“স্পেসভিআইপি” তাদের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে রেস্তরাঁর বেশ কিছু ছবি শেয়ার করেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, রেস্তোরাঁটি দেখতে হবে অনেকটা বেলুনের মতো। ছ’ঘণ্টার জন্য সেই হাইটেক স্পেস-বেলুনে মহাকাশ-সফরে নিয়ে যাওয়া হবে অতিথিদের। তবে পকেটের জোর থাকতে হবে। মাথাপিছু খরচ প্রায় ৫ লক্ষ ডলার। তাতে অবশ্য কিছু আটকাচ্ছে না। “স্পেসভিআইপি” জানিয়েছে, তাদের ঘোষণার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বুকিং সংক্রান্ত অসংখ্য প্রশ্ন আসতে শুরু করেছে। অনেকেই জানতে চাইছেন, এই সফরে নাম লেখাতে কোথায় সাইন আপ করতে হবে।

আপাতত ছ’জন অতিথির জন্য টেবল থাকছে রেস্তরাঁয়। চারপাশে বড় বড় জানলা, চোখ চলে যাবে সুদূরে। ভূপৃষ্ঠ থেকে ১ লক্ষ ফুট উচ্চতায় বসে সূর্যোদয় দেখতে দেখতে খাবার উপভোগ করতে পারবেন অতিথিরা। ওয়াইফাই-ও থাকবে। ফলে কেউ চাইলে মহাকাশ থেকেই লাইভস্ট্রিম করতে পারবেন, বন্ধুদের সঙ্গে কিংবা পরিবারের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন। বিশ্বের অন্যতম সেরা ড্যানিশ রেস্তোরাঁ “অ্যালকেমিস্ট”-এর শেফ রাসমুস মাঙ্ক মেনু তৈরি করছেন। এখনও মেনু চূড়ান্ত হয়নি, তবে ৩২ বছর বয়সি শেফ জানিয়েছেন, বিস্ময়ে ভরা ওই মহাকাশ সফরের মতো মেনুতেও স্বাদে-গন্ধে চমক থাকবে ষোলোআনা। উদ্ভাবনী চিন্তায় থাকছে “এরোসল-ইনস্পায়ারড” খাবার, “এনক্যাপসুলেটেড অ্যারোমা”। মাঙ্ক জানিয়েছেন, খরচ অনেকটাই বেশি, তবু মানুষের মধ্যে প্রবল উতাহ। তাঁর কথায়, “এই সফরের বিপুল খরচ সম্পর্কে আমরা ওয়াকিবহাল। তবে এটাই প্রথম যাত্রা কি না, তাই এতটা দামি।” মাঙ্ক নিজেও প্রথম সফরে অংশ নেবেন। জানিয়েছেন, ভবিষ্যতে আরও অনেক সফর হবে। টিকিটের দাম ধীরে ধীরে কমবে। আরও বেশি মানুষ এই অভিজ্ঞতা উপভোগ করতে পারবেন।

“স্পেসভিআইপি”-র প্রতিষ্ঠাতা রোমান চিপোরুখা বলেন, “ইতিমধ্যে কয়েক ডজন আবেদন জমা পড়েছে আমাদের কাছে। সকলেই প্রবল উতাহী। কিন্তু আমাদের কাছে মাত্র ছ’টি আসন রয়েছে। আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে যাত্রী-তালিকা চূড়ান্ত করা হবে।”

মহাকাশে ভাসমান বেলুন-রেস্তরাঁটি নির্মাণ করেছে “স্পেস পারসপেকটিভস”। অতিথিদের কোনও বিশেষ প্রশিক্ষণ নিতে হবে না। জানা গিয়েছে, রকেট নয়, একটি স্পেস বেলুনের সাহায্যের এক ধরনের ক্যাপসুলে বসিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে যাত্রীদের। প্রযুক্তিটির পিছনে রয়েছে আমেরিকান মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা। আগামী মাস থেকে পরীক্ষামূলক উড়ান শুরু হবে।

তবে শুধু “স্পেসভিআইপি” নয়, ২০২৫ সালের পর্যটন-বাজারে তাদের প্রতিযোগীরাও হাজির। গত বছরই ফ্রান্সের একটি সংস্থা “জেফাল্টো” ঘোষণা করেছিল, তারা মহাকাশ-রেস্তরাঁ খুলতে চলেছে। তাদের দেওয়া খরচ খতিয়ান তুলনায় অনেকটাই কম একটি টিকিটের দাম ১ লক্ষ ৩২ হাজার ডলার।

রুটি-পরোটার সঙ্গে আচার চাই-ই চাই?

আচার খেতে ভালবাসেন না, এ রকম মানুষ পাওয়া মুশকিল। রুটি-পরোটার সঙ্গে আচারের একটু স্বাদ অন্য মাত্রা এনে দেয়। আবার আচার দিয়ে যদি মুড়ি মাখেন, তার স্বাদেও কিন্তু জিভে জল আসতে বাধ্য। আচার বানানোয় ঠাকুমা-দিদিমারা ছিলেন সিদ্ধহস্ত। মোটামুটি সব বাড়িতেই খোঁজ করলে লঙ্কার আচার, আমের আচার, তেঁতুলের আচার, একটা না একটা মিলতই।

সেই আচারের যা অপূর্ব স্বাদ! অনেক স্মৃতি উস্কে দেওয়া সেই রকম আচার বাড়িতে বানাতে চান? কী ভাবে বানাবেন তার প্রণালী সহজলভ্য, তবে আচার বানাতে গেলে বেশ কিছু জিনিস খেয়াল রাখতে হয়। বাড়িতে ঠাকুমা-দিদিমারা যখন আচার বানাতেন, তাঁরা কিন্তু এগুলি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতেন। তবেই না সেই আচারের অমন স্বর্গীয় স্বাদ হত! জেনে নিন, আচার বানাতে গেলে কী কী নিয়ম মেনে চলতেই হবে।

১) আচার বানাতে গেলে যে তেল বা মশলা প্রয়োজন, সেটা একদম টাটকা হওয়া দরকার। কারণ পুরনো হয়ে যাওয়া তেল বা মশলা ব্যবহার করলে আচার নষ্ট হয়ে যাবে। ২) ভাল আচার তৈরি করতে গেলে যে কোনও তেল ব্যবহার করলে চলবে না। সরষের তেল দিয়েই সবচেয়ে ভাল আচার তৈরি করা যায়। আবার অলিভ অয়েল দিয়ে যেমন আচার তৈরি করাই যায় না।
৩) আচার তৈরি করার সময় মশলা ও সব্জি-সহ বাকি উপাদান মেশানোর জন্য হাতের ব্যবহার না করে কাঠের হাতা বা চামচ ব্যবহার করা উচিত।
৪) আচার তৈরির সব উপাদান যদি ঠিক মতো না মেশে তা হলে আচার ভাল হবে না। তাই আচার বানানোর সময় এটি মাথায় রাখা দরকার।
৫) আচার অনেক দিন রেখে দেওয়া যায়। আচার রাখার জন্য কাচের বয়াম সবচেয়ে ভাল। কাচে না রাখলে স্টিলের পাত্রেও রাখতে পারেন। তবে কাঁসা বা তামার পাত্রে আচার রাখবেন না।

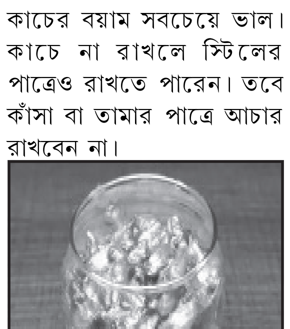

রোদে বেরিয়ে সারা গায়ে ট্যান পড়েছে?

জেল, ক্রিম, পাউডার, সানস্ক্রিন রোদের হাত থেকে ত্বক রক্ষা করতে কোনও কিছু বাদ দিচ্ছেন না! তা সত্ত্বেও দেহের খোলা অংশে ট্যান পড়ছেই। বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে এক বার সানস্ক্রিন মেখে বেরিয়ে পড়লে তা সারা দিন ধরে একই রকম ভাবে কাজ করতে পারে না। প্রয়োজনে দু’-তিন বার ব্যবহার করতে হয়।

যদি তা না করতে পারেন, সে ক্ষেত্রে সানবার্ন হবে, ট্যানও পড়বেই। তবে সেই দাগ তুলতে ঘন ঘন সালোঁয় ছোটার সময় হয় না, তা ছাড়া খরচের দিকটাও তো ভাবতে হবে বইকি। রূপচর্চা নিয়ে দীর্ঘ দিন ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন শাহনাজ হুসেন। তাঁর মতে, ট্যানের সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে নামী-দামি প্রসাধনী নয়, অ্যালো ভেরাই যথেষ্ট। তবে ত্বক থেকে পোড়া দাগ তুলতে গেলে শুধু বাজার থেকে কেনা অ্যালো ভেরা জেল নয়, তার সঙ্গে মিশিয়ে নিতে হবে কয়েকটি উপাদান। ১) অ্যালো ভেরা জেল বা শাঁসের সঙ্গে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস ভাল করে মিশিয়ে নিন। মুখ পরিষ্কার করে নিয়ে এই মিশ্রণ মেখে রাখুন। মিনিট দশেক পর জল দিয়ে ধুয়ে ফেললেই রোদে পোড়া ত্বক থেকে দাগ উঠে যাবে। তবে স্পর্শকাতর ত্বকে এই মিশ্রণ মেখে রেখে দিলে তা অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠতে পারে। ২) স্পর্শকাতর ত্বক থেকে রোদে পোড়া দাগ তুলতে অ্যালো ভেরা জেলের সঙ্গে ১ টেবিল চামচ বেসন এবং ২ চা চামচ টক দই মিশিয়ে একটি মিশ্রণ তৈরি করুন। মিনিট ১৫ মুখে মেখে রেখে দিন। পুরোপুরি শুকোনোর প্রয়োজন নেই। তার পর জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। ৩) অ্যালো ভেরা জেলের সঙ্গে এক চিমটে হলুদ গুঁড়ো মিশিয়ে নিন। চাইলে সামান্য একটু বেসন দেওয়া যেতে পারে। এই মিশ্রণ ভাল করে মিশিয়ে মুখে মেখে রাখুন মিনিট ১৫। শুকিয়ে গেলে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।
৪) অতিরিক্ত শুষ্ক ত্বক থেকে রোদে পোড়া দাগ তোলার জন্য অ্যালো ভেরা জেলের সঙ্গে মধু এবং ডিমের সাদা অংশ মিশিয়ে নিন। মুখে মিনিট ২০ মেখে রাখুন এই প্যাক। শুকিয়ে গেলে দল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। ৫) তৈলাক্ত ত্বক থেকে সানবার্ন বা ট্যান তোলার জন্য অ্যালো ভেরা জেলের সঙ্গে শসার রস, পাকা পেঁপে ভাল করে মিশিয়ে নিন। মুখে, হাতে, গলায় এবং ঘাড়ে মেখে রাখুন আধ ঘণ্টা মতো। নিয়মিত এই মিশ্রণ মাখতে পারলে সমস্যার সমাধান হবে সহজেই। পেঁপেতে থাকা অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট ত্বকে জেল্লা আনবে।

লেমন পেপার চিকেন

কাজ থেকে নানা জনের নানা রকম বায়নক্কা সামলাতে গিয়ে নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড়। তার মধ্যে বাড়ির সবচেয়ে খুদে সদস্যটি বায়না ধরেছে, সে সকালের রান্না করা চিকেন খাবে না। সারা দিন খাটাখাটনি করে ভেবেচিন্তে নতুন পদ মাথা থেকে বার করার ধৈর্য এখন আর নেই। তার মন রাখতে বাইরে থেকে খাবার অর্ডার দিয়ে আনানোই যায়।

কিন্তু রোজ রোজ বাইরের খাবার খাওয়ার অভ্যাস ভাল নয়। তা হলে কী করবেন? ফ্রিজে যেটুকু মাংস পড়ে আছে, তা দিয়ে চট করে বানিয়ে ফেলতে পারেন লেমন পেপার চিকেন। রইল তার প্রণালী।

উপকরণ:
মুরগির মাংস: ৪০০ গ্রাম
টক দই: ১ কাপ ধনেপাতা কুচি: ২ টেবিল চামচ আদা-রসুন বাটা: ১ টেবিল চামচ
লেবুর রস: ২ টেবিল চামচ
গোলমরিচের গুঁড়ো: ১ টেবিল চামচ- প্যাপেরিকা গুঁড়ো: ১ চা চামচ- মিক্সড হার্বস: ১ চা চামচ
মাখন: ১ টেবিল চামচ
নুন: স্বাদমতো
প্রণালী: ১) একটি বড় পাত্রে মুরগির মাংস নিয়ে তাতে দই, নুন, লেবুর রস, প্যাপেরিকা, গোলমরিচের গুঁড়ো মিশিয়ে ভাল করে মাখিয়ে নিন। ২) এ বার মুরগির মাংসের পাত্রটি ফ্রিজে তুলে রাখুন। আধ ঘণ্টা পর ফ্রিজ থেকে বার করে নিন। ৩) একটি ননস্টিক প্যানে মাখন গরম করে আদা-রসুন বাটা দিয়ে ভাল করে ভেজে নিন। এর মধ্যে ম্যারিনেট করা চিকেন দিয়ে ভাল করে কষিয়ে নিন। ৪) এ বার ঢাকা তুলে আবার কিছুটা গোলমরিচ, প্যাপেরিকা আর মিক্সড হার্বস মিশিয়ে নিন। তার পর ঢাকা দিয়ে মাংস সেদ্ধ হতে দিন।
৫) সেদ্ধ হয়ে এলে উপর থেকে ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে গ্যাস বন্ধ করে দিয়ে মিনিট পাঁচেক ঢেকে রাখুন। ভাত কিংবা রুটির সঙ্গে খেতে মন্দ লাগবে না।

আড্ডার আসর জমাতেই নয়, কফির আছে আরও গুণ

অফিসের কাজের মাঝে ক্লান্তি এক নিমেষে কেটে যায় এক কাপ কফিতে চুমুক দিলেই। বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা হোক কিংবা প্রিয়জনের সঙ্গে একান্তে সময় কাটানো সঙ্গে কফি থাকলে জমে যায় আড্ডার আসর। তবে কফি মনের যত্ন নেওয়ার পাশাপাশি রূপচর্চাতেও সমান জনপ্রিয়। কফি মাস্ক চুল এবং ত্বকের জন্যও দারুণ উপকারী।

তবে কফির ব্যবহার শুধু এটুকুতে সীমাবদ্ধ নয়। কফি কিন্তু ঘরোয়া কাজেও ব্যবহার করা যায়। বিশেষ করে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে কফি সত্যিই দারুণ উপকারী। অনেক সময়েই বাড়িতে রাখা কফির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যায়, তখন সেই কফি ফেলে না দিয়ে ব্যবহার করে ফেলতে পারেন বিভিন্ন কাজে। জেনে নিন, কোন কোন ঘরোয়া কাজে ব্যবহার করে ফেলতে পারেন কফি।

১) ফ্রিজে দুর্গন্ধ দূর করতে কফিতে ভরসা রাখতেই পারেন। একটা কাপে কিছুটা কফি রেখে দিন ফ্রিজের মধ্যে। সব দুর্গন্ধ টেনে নিয়ে কফি ফ্রিজকে দুর্গন্ধ মুক্ত রাখবে।
২) কফি দিয়ে আপনার পোষ্যেরও যত্ন নিতে পারেন আপনি। পোষ্যকে স্নান করানোর পর তার উপর কিছুটা কফি পাউডার ছড়িয়ে দিন। কফির কড়া গন্ধ পোষ্যকে পোকামাকড় থেকে নিরাপদ রাখবে।
৩) নিজের বাগানের গাছেরও যত্ন নিতে পারেন এই কফি দিয়ে। জলের সঙ্গে মিশিয়ে বা জৈব সারের সঙ্গে মিশিয়েও দিতে পারেন। এতে মাটির নাইট্রোজেন বৃদ্ধি পায়। গাছের বৃদ্ধিও ভাল হয়। তবে কফির মাত্রা যেন খুব বেশি না হয়, লক্ষ রাখবেন।
৪) রান্না করার সময়ে কড়াই থেকে মশলা, খাবার ছিটকে এসে গ্যাসের উপর পড়েই। সেগুলি শুকিয়ে গিয়ে গ্যাসের গায়ে এমন ভাবে লেগে থাকে যে, সহজে পরিষ্কার করা যায় না। সে ক্ষেত্রে চোখ বন্ধ করে ভরসা রাখতে পারেন কফির উপরে। গ্যাস অভেনের গায়ে কফি গুঁড়ো মাখিয়ে রেখে দিন আধঘণ্টা মতো। তার পর গরম জলে স্ক্রাবার ডুবিয়ে গ্যাসের গায়ে ঘষতে থাকুন। ময়লা উঠে যাবে।
৫) কফি দিয়ে কাঠের আসবাবপত্রও খুব ভাল পরিষ্কার করা যায়। কফি জলে গুলে একটি কাপড়ের সাহায্যে সেটা কাঠের আসবাবের উপরে লাগিয়ে দিন। পরিষ্কারও যেমন হবে, একসঙ্গেই আসবাবের রংও টিকে থাকবে।

মঙ্গলবার পশ্চিম আসনের প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেবের সমর্থনে বাড়ি বাড়ি প্রচারে কর্পোরেটর রত্না দত্ত সহ অন্যান্যরা।

দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের জোট আইএনডিআই, দেশ লুট ছাড়া তাঁদের কোনও লক্ষ্য নেই : অমিত শাহ

বেঙ্গালুরু, ২ এপ্রিল (হি.স.): দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের জোট আইএনডিআই, দেশ লুট ছাড়া তাঁদের আর কোনও লক্ষ্য ও মিশন নেই। কটাক্ষের সুরে বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। একইসঙ্গে অমিত শাহ বলেছেন, ২৩ বছরেরও বেশি সময় ধরে, প্রধানমন্ত্রী মোদী অত্যন্ত নিষ্ঠা ও স্বচ্ছতার সঙ্গে দেশের সেবা করে চলেছেন। মঙ্গলবার কর্ণাটকের বেঙ্গালুরুতে শক্তি কেন্দ্র প্রমুখ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সেখানে তিনি বলেছেন, 'একদিকে আমরা প্রধানমন্ত্রী মোদীজির দুর্দান্ত এবং শক্তিশালী নেতৃত্বে নির্বাচনে লড়ছি।

অন্যদিকে, ''পরিবর্তবাদী'' এবং দুর্নীতিবাজ আইএনডিআই জোট যুদ্ধক্ষেত্রে। আমি সমগ্র দেশের প্রায় ৬০ শতাংশ রাজ্য পরিদর্শন করেছি, এবং যেখানেই গিয়েছি, আমি মানুষজনকে বলতে শুনেছি ''মোদী, মোদী, মোদী''।'

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আরও বলেছেন, 'নরেন্দ্র মোদীজি ২৩ বছর ধরে মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী হিসাবে কাজ করেছেন। এই ২৩ বছরে বিরোধীরা মোদীজির বিরুদ্ধে ২৩ পয়সাও দুর্নীতির অভিযোগ আনতে পারেনি। মোদীজি স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করে উদাহরণ তৈরি করেছেন।' অমিত শাহ আরও বলেছেন, 'আগের দু''টি নির্বাচনের সময় আমি কর্ণাটকের জনগণকে তাঁদের ভালবাসা এবং সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ জানাতে চাই। ২০১৪ সালে, বিজেপি কর্ণাটকে ৪৩ শতাংশ ভোট পেয়ে ১৭টি আসন জিতেছিল। ২০১৯ সালে বিজেপি কর্ণাটকে ৫১ শতাংশ ভোট পেয়ে ২৫টি আসন জিতেছে। এইবার, আমি কর্ণাটকের জনগণকে কর্ণাটকের সমস্ত ২৮টি আসন দিয়ে আমাদের আশীর্বাদ করার জন্য অনুরোধ করছি।'

কেন্দ্রীয় সরকার তদন্তকারী সংস্থাগুলির অপব্যবহার করছে শচীন পাইলট

রাজস্থান, ২ এপ্রিল (হি.স.) : কেন্দ্রীয় সরকার তদন্তকারী সংস্থাগুলির অপব্যবহার করছে, এই মন্তব্য করেন কংগ্রেস নেতা শচীন পাইলট। মঙ্গলবার রাজস্থানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি একথা বলেন।

তিনি এদিন কেন্দ্রের বিজেপির সরকারকে নিশানা করেন। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার তদন্তকারী সংস্থাগুলির অপব্যবহার করছে। সেইসঙ্গে মোদী সরকার বিরোধীদের কণ্ঠস্বরকেও দমন করছে। কিন্তু এসব করে কোনও লাভ নেই, কারণ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে 'আইএনডিআই' জোট রাজস্থানের ২৫টি আসনেই জয়লাভ করবে।

লোকসভা নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ পর্যবেক্ষক নিয়োগ কমিশনের

কলকাতা, ২ এপ্রিল (হি.স.) : লোকসভা নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করেছে নির্বাচন কমিশন। লোকসভা নির্বাচনের দিকে নজর রাখতে পশ্চিমবঙ্গ সহ ৬ টি রাজ্যে দুই ধরনের পর্যবেক্ষক, বিশেষ পর্যবেক্ষক ও পুলিশ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করেছে নির্বাচন কমিশন। মঙ্গলবার এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কমিশন এই তথ্য জানিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও বিহার, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ ও ওড়িশায় পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। কমিশন অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস অনিলকুমার শর্মাকে পশ্চিমবঙ্গে লোকসভা নির্বাচনের জন্য বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক হিসাবে নিয়োগ করেছে। কমিশন সাধারণত নির্বাচনের সময় রাজ্যগুলিতে বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করেছে। অনিলকুমার শর্মা পশ্চিমবঙ্গের ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময় একজন বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ মনে করছেন, এই প্রাক্তন আইপিএসের অভিজ্ঞতার কারণেই লোকসভা নির্বাচনে তাঁকে পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

জবলপুরে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা

জবলপুর, ২ এপ্রিল (হি.স.) : ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা মঙ্গলবার মধ্যপ্রদেশের জবলপুরে পৌঁছেছেন। তিনি এখানে মানস ভবনে আয়োজিত জনসভায় যোগ দেবেন। তারপর তিনি বিজেপির রানিতালের কার্যালয়ে পৌঁছে জবলপুর বিভাগের ইনচার্জদের কোর কমিটির বৈঠকে যোগ দেবেন। মঙ্গলবার দিল্লি থেকে বিমানে দুপুর ১২টার দিকে জবলপুরের দুমনা বিমানবন্দরে পৌঁছন জেপি নাড্ডা। বিজেপির রাজ্য সভাপতি বিষ্ণুদত্ত শর্মা, মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের পিডব্লুডি মন্ত্রী রাকেশ সিং এবং অন্যান্য আধিকারিকরা বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান। এরপরে তিনি মানস ভবনের উদ্দেশ্যে রওনা হন, যেখানে তিনি জনসভায় ভাষণ দেবেন। সম্মেলনের পর শাহদোলও যাবেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নাড্ডা।

বিয়ের প্রস্তাবে অসম্মতি, যুবতীকে লোহার রড দিয়ে মারলো যুবক, আশঙ্কাজনক অবস্থা যুবতীর

মুম্বই, ২ এপ্রিল (হি. স.): বিয়ের প্রস্তাব খারিজ করায় যুবতীর ওপর নৃশংসভাবে হামলা চালালো মুম্বইয়ের এক যুবক। যুবতী আশঙ্কাজনক অবস্থায় তিনি আইসিইউতে ভর্তি। অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মহম্মদ হারুন ইদ্রিশ নামে ওই যুবক বছর ৩০-এর এক মহিলাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু তাতে সম্মতি দেননি ওই যুবতী। তারপরেই রেগে গিয়ে মহিলার ওপর লোহার রড নিয়ে চড়াও হয় ওই যুবক। শরীরে বেশ কয়েকবার জোরে আঘাত করে সে। এরপর অচৈতন্য অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন যুবতী। পুলিশ যুবতীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে। তিনি আশঙ্কাজনক অবস্থায় আইসিইউ-তে ভর্তি আছেন। অভিযুক্ত যুবককে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করেছে কুরার থানার পুলিশ। তাকে ৪ এপ্রিল পর্যন্ত পুলিশি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

স্থানের নাম পরিবর্তনের নিরর্থক প্রচেষ্টা, ভারত স্পষ্টভাবে চিনকে বলল- অরুণাচল অবিচ্ছেদ্য অংশ

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল (হি.স.): অরুণাচল প্রদেশের ৩০টি জায়গার চিনা নামকরণের তীব্র নিন্দা করেছে ভারত। ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেছেন, অরুণাচল প্রদেশের কিছু জায়গার নাম বদল করে ইতিহাসকে বিকৃত করা সম্ভব নয়। অরুণাচল প্রদেশ ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে তিনি উল্লেখ করেন। উল্লেখ্য, সম্প্রতি চিন অরুণাচল প্রদেশের বেশ কিছু জায়গার নাম বদল করার উদ্যোগ নিলে ভারত তার তীব্র প্রতিবাদ

কংগ্রেস তোষণে এতটাই নিমগ্ন যে জাতীয় স্বার্থের কথা ভাবতেই পারে না : প্রধানমন্ত্রী

রুদ্রপুর, ২ এপ্রিল (হি.স.): কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আবারও তোষণের রাজনীতির অভিযোগ আনলেন বিজেপি নেতা তথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলাবার উত্তরাখণ্ডের রুদ্রপুরের নির্বাচনী জনসভা থেকে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'কংগ্রেস তোষণে এতটাই নিমগ্ন যে জাতীয় স্বার্থের কথা ভাবতেই পারে না। এই কংগ্রেসই অনুপ্রবেশকারীদের উৎসাহিত করে। কিন্তু বিজেপি যখন সিএএ-র মাধ্যমে মা ভারতীতে বিশ্বাসীদের ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রদান করে, তখন কংগ্রেস সবচেয়ে বেশি কষ্ট হয়।'

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'জরুরী ব্যবস্থার মানসিকতা সম্পন্ন কংগ্রেসের গণতন্ত্রে আর বিশ্বাস নেই। ভারতকে অস্থিতিশীলতা ও নৈরাজ্যের দিকে নিয়ে যেতে চায় কংগ্রেস।'

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'দুর্নীতি প্রতিটি দরিদ্র ও মধ্যবিত্তের অধিকার কেড়ে নেয়, কিন্তু আমি কাউকে দরিদ্র ও মধ্যবিত্তের অধিকার কেড়ে নিতে দেব না। আমি বলি- দুর্নীতি দূর করুন। আর তাঁরা বলছেন- দুর্নীতিবাজদের বাঁচান। কিন্তু তাঁদের ভয় পায় না মোদী। প্রত্যেক দুর্নীতিবাজের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে এবং তৃতীয় মেয়াদের শুরুতে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আরও জোরালো আক্রমণ হবে।'

বসিরহাটে প্রচারে খামতি রাখছে না তৃণমূল ময়দানে নেমে পড়লেন হাজি নুরুল ইসলাম

বসিরহাট, ২ এপ্রিল (হি.স.): বসিরহাটে নির্বাচনী প্রচারে খামতি রাখছে না তৃণমূল কংগ্রেস, ময়দানে নেমে পড়লেন হাজি নুরুল ইসলাম।

তৃণমূল এবার তারকা প্রার্থী নুসরত জাহানকে এই আসনে আর টিকিট দেয়নি। তাঁর জায়গায় ফিরিয়ে আনা হয়েছে এই আসনের প্রাক্তন সাংসদ হাজি নুরুল ইসলামকে। মঙ্গলবার সকাল সকাল হাজি নুরুল পৌঁছে যান সুন্দরবন এলাকায়। হিঙ্গলগঞ্জের সুন্দরবন লাগোয়া দুলদুলিতে ভোটের প্রচার সারেন হাজি নুরুল। তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে এলাকায় প্রচারের পাশাপাশি, বাইক র‍্যালিও ছিল।

নুরুল বলেন, "২০০৯ সালে বসিরহাটের সাধারণ মানুষ-সহ সুন্দরবন লাগোয়া হিঙ্গলগঞ্জের প্রত্যন্ত এলাকার মানুষ আমার পাশে ছিল। আমিও ২০০৯ সালে আয়লা ঝড়ের পরে বসিরহাটের প্রত্যন্ত এলাকার আয়লায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের সঙ্গে ছিলাম, পাশে ছিলাম।

এ বারও বসিরহাটবাসী-সহ সুন্দরবন এলাকার মানুষ আমার পাশে থাকবেন এবং আমিও তাঁদের পাশে থাকব। জেতার ব্যাপারে আমি একশো ভাগ আশাবাদী।'

তিহাড় জেলে প্রথম রাতে ঘুম এল না কেজরির, চা ও ধ্যানে শুরু মঙ্গলের সকাল

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল (হি.স.): দিল্লি আবগারি দুর্নীতি মামলায় অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে রাউস অ্যাভিনিউ আদালত। আপাতত ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত তিহাড় জেলেই থাকতে হবে তাঁকে। সোমবার বিকেলে কেজরিওয়াল তিহাড়ে প্রবেশ করেন।

তিহাড়ের জেলে দু'নম্বর সেলে ঠাঁই হয়েছে তাঁর। তবে জেল সূত্রে খবর, তিহাড়ে বিনিদ্র রাত কাটিয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। সকাল কেটেছে ধ্যান এবং যোগব্যায়াম করে।

সূত্রের খবর, তিহাড়ের প্রথম রাত ভাল কাটেনি কেজরির। কিছুক্ষণ মাত্র ঘুমোতে পেরেছেন তিনি। কেজরিকে সোমবার বিকেলে তিহাড়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ডাক্তারি পরীক্ষা করে দেখা যায়, তাঁর শরীরে শর্করার মাত্রা ৫০-এর নীচে নেমে গিয়েছে। চিকিৎসকের পরামর্শে তাঁকে ওষুধ দেওয়া হয়। এর পর বিকেলে চা এবং রাতে বাড়ির তৈরি খাবার পরিবেশন করা হয়েছিল এএপি প্রধানকে। সূত্রের খবর, তিহাড়ের কক্ষে কেজরিওয়ালকে একটি গদি, একটি কম্বল এবং দু'টি বালিশ দেওয়া হয়েছে। তবে সোমবার রাতে কিছুক্ষণ মাত্র ঘুমিয়েছিলেন তিনি।

ছত্তিশগড়ের বিজাপুরে এনকাউন্টারে নিকেশ ৮ মাওবাদী, অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার

রায়পুর, ২ এপ্রিল (হি.স.): ছত্তিশগড়ের বিজাপুর জেলায় নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে নিকেশ হয়েছে ৮ মাওবাদী।

এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র। এক দিন আগেই, সোমবার সুকমা জেলায় নিকেশ হয়েছিল এক মাওবাদী।

আর মঙ্গলবার বিজাপুরে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে নিকেশ হয়েছে ৮ মাওবাদী।

পুলিশ জানিয়েছে, এনকাউন্টারস্থল থেকে একটি এলএমজি স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র/বিজিএল লঞ্চার এবং অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে।

বস্তার রেঞ্জের আইজি পি সুন্দররাজ বলেছেন, মঙ্গলবার বিজাপুর জেলার গাঙ্গালুর থানার অধীনে কেন্দ্র-করচোলি বনাঞ্চলের কাছে নিরাপত্তা বাহিনী এবং নকশালদের মধ্যে গুলি বিনিময়ের পরে মোট ৮ নকশালের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

নকশালদের বিরুদ্ধে এই অভিযানে সামিল ছিল বিজাপুর ডিআরজি, সিআরপিএফ, এসটিএফ এবং কোবরা দল। ঘটনাস্থল থেকে একটি এলএমজি অস্ত্র, বিজিএল লঞ্চার এবং অন্যান্য অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়েছে। তল্লাশি অভিযান চলছে।

এ বার বৌবাজারেও ভেঙে পড়ল পুরনো বাড়ি; কেউ আহত হননি, হয়েছে ক্ষয়ক্ষতি

কলকাতা, ২ এপ্রিল (হি.স.): কলকাতায় আবার বাড়ি ভেঙে পড়ল। এবার ঘটনাস্থল উত্তর কলকাতার বৌবাজার। মঙ্গলবার সকালে বৌবাজারের রামকানাই অধিকারী লেনের একটি পুরনো বাড়ির দেওয়াল সমেত ঘরের একাংশ আচমকা হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, পুরনো ওই বাড়ির লাগোয়া বাড়িতে প্রোমোটারির কাজ চলছিল। ভাঙা হচ্ছিল সেই বাড়িটি। কাজ চলাকালীনই মিস্ত্রিরা তাঁদের বাড়ির দেওয়ালে আঘাত করে। অভিযোগ, তাতেই দেওয়াল সমেত ঘর হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে।

উল্লেখ্য, গত ১৭ মার্চ রাতে দক্ষিণ কলকাতার গার্ডেনরিচ এলাকায় ভেঙে পড়েছিল একটি নির্মীয়মাণ বহুতল। সেই ঘটনায় ১২ জনের মৃত্যু হয়। দিন কয়েক আগে দমদমের কাছে বিরাটিরও একটি বাড়ির কার্নিস ভেঙে মারা যান এক জন মহিলা। আর এ বার উত্তর কলকাতার বৌবাজারেও ভেঙে পড়ল বাড়ি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বাড়িটি ভেঙে পড়লেও কেউ আহত হননি। তবে কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

পাইলটরা ছুটিতে, ভিস্তারা এয়ারলাইন্সের একাধিক উড়ান বাতিল

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল (হি. স.): ভিস্তারা এয়ারলাইন্সে পাইলট সঙ্কট। যার জেরে মঙ্গলবার সকালে দেশ জুড়ে ভিস্তারার ৩৮টি বিমান বাতিল হয়েছে। এখনও অবধি মুম্বই থেকে ১৫টি, দিল্লি থেকে ১২টি এবং ১১টি বিমান বাতিল হয়েছে বেঙ্গালুরু থেকে। প্রসঙ্গত, সোমবারই ৫০টির বেশি বিমান বাতিলের পাশাপাশি ১৬০টি বিমান দেরিতে উড়েছিল।

দিল্লিতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মার্সিডিজের ধাক্কায় আহত ৬

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল (হি. স.): দিল্লিতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মার্সিডিজের ধাক্কায় আহত হলেন ৬ জন। মঙ্গলবার ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে এনেছে পুলিশ। সিসিটিভি ফুটেযে দেখা যায়, ৩১ মার্চ একটি বিলাসবহুল মার্সিডিজ নিয়ে সোজা এক দোকানে ধাক্কা দেন ওই গাড়ির চালক। গাড়ির ধাক্কায় ভেঙে গুঁড়িয়ে যায় দোকানটি।

দিল্লির কাশ্মীরি গেট এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। ৬ জন আহত হয়েছেন এই দুর্ঘটনায়। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, অভিযুক্ত গাড়ির চালক পরাগ মাইনি নেশাগ্রস্থ ছিলেন না। তবে এবিষয়ে বিস্তারিত জানতে তাঁর রক্ত পরীক্ষা করা হচ্ছে। অভিযুক্ত চালককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাঁর মার্সেডিজ গাড়িটিও হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ।

সোপোর থেকে গ্রেফতার সন্ত্রাসবাদীদের ৩ সাহায্যকারী

বারামুল্লা, ২ এপ্রিল (হি.স.) : জম্মু ও কাশ্মীরের সোপোর থেকে সন্ত্রাসবাদীদের সাহায্য করার অভিযোগে ৩ জনকে গ্রেফতার করলো নিরাপত্তা বাহিনী। মঙ্গলবার, নিরাপত্তা বাহিনী ৩ সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে। তাদের কাছ থেকে একটি পিস্তল ও অন্যান্য নিষিদ্ধ সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলিশের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, নিরাপত্তা বাহিনী ৩ জন ব্যক্তিকে পালানোর চেষ্টা করতে দেখে। তখনই তাদের সন্দেহ হওয়ায় পিছু নিয়ে ধরে ফেলে নিরাপত্তা বাহিনী। তাদের নাম, ফয়সাল আহমেদ কাচরু, আকিব মেহরাজ কনা এবং আদিল আকবর গোজরি। তাদের কাছ থেকে একটি পিস্তল, মোবাইল ফোন ও অন্যান্য অপরাধমূলক সামগ্রী উদ্ধার করা হয়। ৩ জনের বিরুদ্ধেই আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

'ভুল বিজ্ঞাপন' বিতর্কে সুপ্রিম কোর্টে হাজিরা রামদেব ও আচার্যের, নিঃশর্ত ক্ষমা চাইলেন যোগগুরু

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল (হি.স.): পতঞ্জলি সংস্থার 'ভুল বিজ্ঞাপন' মামলায় নির্দেশ অমান্য করা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের নিন্দার মুখে পড়লেন যোগগুরু বাবা রামদেব। যোগগুরুকে তীব্র ভৎসর্না করেছে শীর্ষ আদালত। পতঞ্জলির ঔষধি পণ্যের বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপনের জন্য সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অমান্য করার জন্য যোগগুরু রামদেব সুপ্রিম কোর্টের কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। এ বিষয়ে পরবর্তী শুনানি হবে আগামী ১০ এপ্রিল, সেই দিন পতঞ্জলির ম্যানেজিং ডিরেক্টর (এমডি) তথা যোগগুরু রামদেবের সহযোগী আচার্য্য বালকৃষ্ণকে সুপ্রিম কোর্টে হাজির থাকতে বলা হয়েছে।

গত মাসে সংস্থার 'ভুল বিজ্ঞাপন' নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে 'নিঃশর্ত ক্ষমা' চেয়েছিলেন পতঞ্জলির ম্যানেজিং ডিরেক্টর (এমডি) আচার্য্য বালকৃষ্ণ। তবে সেই ক্ষমা চাওয়া নিয়ে আদালত খুশি নয় বলেও জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। মঙ্গলবার পতঞ্জলির 'অসত্য বিজ্ঞাপন' মামলায় সশরীরে সুপ্রিম কোর্টে হাজিরা দেন রামদেব ও বালকৃষ্ণ। সেখানেই শীর্ষ আদালতের ভৎসর্নার মুখে পড়তে হয় রামদেবকে। যদিও আদালতের নির্দেশ অমান্য নিয়ে আদালতে ক্ষমাও চান রামদেব। যোগগুরুর আইনজীবী হাত জোড় করে আদালতকে বলেন, "আমরা ক্ষমা চাইতে চাই এবং আদালত যা বলবে তা মানতে প্রস্তুত।" সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, রামদেব এবং বালকৃষ্ণের বিরুদ্ধেও মিথ্যা সাক্ষ্যের মামলা শুরু করতে হবে। সুপ্রিম কোর্ট আরও বলেছে, নথিগুলি সংযুক্ত করা হয়েছে (হলফনামার সঙ্গে), কিন্তু নথিগুলি পরে তৈরি করা হয়েছে। এটি মিথ্যাচারের একটি পরিষ্কার বিষয়। আমরা আপনার জন্য দরজা বন্ধ করছি না, তবে আমরা যা উল্লেখ করেছি তা আমরা বলছি। সুপ্রিম কোর্ট রামদেব এবং বালকৃষ্ণকে এক সপ্তাহের মধ্যে নতুন হলফনামা দাখিলের শেষ সুযোগ দিয়েছে।

সিংহভাগ ২০০০ টাকার নোটই ব্যাঙ্কের কাছে ফিরে এসেছে: রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল (হি. স.): প্রায় ৯৮ ভাগ ২০০০ টাকার নোটই বাজার থেকে উঠে গেছে বলে জানাল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। গত বছরের ১৯ মে সরকারি সিদ্ধান্তের পর ২০০০ টাকার নোট বাজার থেকে তুলে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। প্রায় সিংহভাগ ২০০০ টাকার নোট বাজার থেকে তুলে নেওয়া সম্ভব হলেও, পুরোটা এখনও হয়নি।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক জানিয়েছে ২০০০ টাকা মূল্যের নোটের পরিমাণ ২৯ মার্চের শেষে ৮ হাজার ২০২ কোটিতে পৌঁছেছে। গতবছর মে মাসে বাজারে তিন লক্ষ ৫৬ হাজার কোটি টাকা মূল্যের নোট ছিল। ইতিমধ্যেই ৯৭.৬৯ শতাংশ নোট ব্যাঙ্কের কাছে ফিরে এসেছে।

প্রসঙ্গত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ঘোষণা করেছিল, ৭ অক্টোবরের মধ্যে যেকোনও ব্যাঙ্কে ২০০০ টাকার নোট জমা করতে হবে। এরপর ব্যাঙ্কের ১৯টি শাখায় এই নোট জমা করা শুরু হয়।

তবে এখনও যাদের কাছে ২০০০ টাকার নোট রয়েছে, তারা ওই ১৯টি শাখায় ভারতীয় ডাক বিভাগের মাধ্যমে নোট জমা দিতে পারবেন।

কালীমন্দিরে পূজার্চনা বসিরহাটের রেখার, জয় নিয়ে আশাবাদী "ঘরের মেয়ে"

বসিরহাট, ২ এপ্রিল (হি.স.): রীতিমতো জমে উঠেছে বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচনী প্রচার। মঙ্গলবার বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভার টাকি ফুলেশ্বরী কালীমন্দিরে পুজো দিয়ে ভোটপ্রচার শুরু করলেন রেখা পাত্র। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জেলা নেতৃত্ব। রেখা পাত্র এদিন বলেন, "ঘরের মেয়ের সম্মান রক্ষা করবেন বসিরহাটের মানুষ। আমার বিশ্বাস, বসিরহাটের মানুষ আমার পাশেই থাকবেন।'

রেখা আরও বলেছেন, 'বসিরহাটের মানুষই আমাকে জেতাবেন। আর আমি জেতার পরে বসিরহাটের মানুষের ঘরের মেয়ে হয়ে থাকব। বসিরহাটের প্রতিটা মানুষ আমার পরিবারের মতো। তাঁদের পরিবারের সুখ-দুঃখ আমি নিজের সুখ-দুঃখের সঙ্গে ভাগ করে নেব।"

মঙ্গলবার এনএসএস ইউনিটের উদ্যোগে আমার প্রথম ভোট দেশের জন্য শীর্ষক র‍্যালি আয়োজিত হয়।

সিইও সকাশে ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা ২ এপ্রিল।। ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের এক প্রতিনিধি দল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের অফিসে মুখ্য আধিকারিক পুণিত আগারওয়ালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ভোট প্রক্রিয়া চলাকালে সাংবাদিকদের অধিকার সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানান।

মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে প্রদেয় স্মারকলিপিতে বিগত দিন গুলির তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে ভোট গ্রহণের দিন এবং গণনা কেন্দ্রে সাংবাদিকদের বিশেষ করে একাংশের কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা কর্মী ও ভোট গ্রহণ কর্মীদের অপ্রত্যাশিত হস্তক্ষেপের বিষয়গুলি তুলে ধরা হয়। সাংবাদিকরা পেশাগত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে নির্বাচন দপ্তরের ইতিবাচক হস্তক্ষেপ দাবি করেন। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। ভোট প্রক্রিয়ায় গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের বলিষ্ঠ ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি। রাজ্যের দুটি লোকসভা ও একটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে সংবাদ মাধ্যম ও সাংবাদিকদের সার্বিক সহযোগিতার আহ্বান করেছেন তিনি। এদিকে ,নির্বাচন দপ্তর কর্তৃক সাংবাদিকদের প্রদেয় পরিচয়পত্রগুলি ইতিমধ্যে প্রস্তুত করে তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের কাছে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি। শীঘ্রই সেগুলি সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকদের হাতে পৌঁছে দেওয়া হবে। মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক ভোটের দিন সাংবাদিকদের যেকোনো ধরনের অভিযোগ থাকলে তা সঙ্গে সঙ্গে জানানোর জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

আগরতলা ইমিগ্রেশনের সার্ভারের ত্রুটির কারণে যাত্রী পারাপার ব্যাহত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ এপ্রিল।। আগরতলা ইমিগ্রেশনের সার্ভারের ত্রুটির কারণে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া স্থলবন্দর দিয়ে ৪ ঘণ্টার জন্য যাত্রী পারাপার ব্যাহত হয়েছিল।

আজ সকাল ৮টা থেকে ১১টা পর্যন্ত যাত্রী পারাপার বন্ধ ছিল। এর ফলে বন্দরের ইমিগ্রেশনে ১২জন যাত্রী ত্রিপুরায় প্রবেশের অপেক্ষায় আটকা পড়েছিলেন।

আগরতলা ইমিগ্রেশনের সার্ভারে ত্রুটি দেখা দিয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। ত্রুটি সারানোর জন্য কারিগরি টিমকে খবর দেওয়া হয়েছিল।

তালিকাপুঞ্জ

● আটের পাতার পর

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া সম্ভাব্য মিথ, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রায়শই জিজ্ঞাস্য প্রশ্ন এবং সংশ্লিষ্টদের জন্য বিভিন্ন তথ্য প্রদান করে। এই রেজিস্টারটি নিয়মিত ভাবে আপডেট করা হবে।

সংশ্লিষ্ট সবাইকে যেকোনো ক্ষেত্র বা মাধ্যমে পাওয়া কোনো সন্দেহজনক তথ্য 'মিথ ভার্সাস রিয়েলিটি রেজিস্টার'-এর সঙ্গে মিলিয়ে যাচাই করার জন্য উৎসাহিত করা হয়উ এই মঞ্চটি বিভিন্ন তথ্য যাচাই করতে, ভুল তথ্যের ছড়িয়ে পড়া রোধ করতে এবং ২০২৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময় মূল বিষয়গুলি সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানতে ব্যবহার করা যেতে পারে। ব্যবহারকারীরা রেজিস্টার থেকে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও তথ্য শেয়ার করে নিতে পারেন।

যুবকের মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর

ভেঙ্গে পড়ে পরিবারের লোকজন। বিলোনিয়া হাসপাতাল থেকে প্রসেনজিৎ মুহুরীর মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হয় তার নিজ বাসভবন গজারিয়া দেবীপুর এলাকায়। মৃতঃ দেহ নিয়ে যাওয়ার পর পরিবারের লোক জনসভা আত্মীয় পরিজন বন্ধু-বান্ধব চোখের জলের শেষ বিদায় জানায় প্রসেনজিৎ মুহুরী কে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

উত্তরপ্রদেশের বারাবাঙ্কিতে স্কুল বাস উল্টে মৃত্যু ৪ শিশুর, আহত ২৫

বারাবাঙ্কি, ২ এপ্রিল (হি.স.) : উত্তরপ্রদেশের বারাবাঙ্কিতে স্কুল বাস উল্টে ৪ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ২৫ জন। উত্তরপ্রদেশের বারাবাঙ্কি জেলার সালারপুর গ্রামের কাছে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় একটি স্কুল বাস উল্টে ৪ শিশুর মৃত্যুর মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে।জানা গিয়েছে, এই দুর্ঘটনায় ৪ শিশুর মৃত্যু হয়েছে এবং ২৫ জন শিশু আহত হয়েছে। শিশুরা পিকনিক করে লখনউ থেকে স্কুল বাসে ফিরছিল। রাস্তায় এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। আহত সকল শিশুকে স্থানীয় কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে ভর্তি করা হয়েছে। এদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাদের জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সত্যেন্দ্র কুমার এবং পুলিশ সুপার দীনেশ কুমার সিং ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন। এএসপি সিএল সিনহা জানান, দুর্ঘটনায় ৪ জন শিশুর মৃত্যু হয়েছে। ত্রাণ ও উদ্ধার তৎপরতা চলছে। কম্পোজিট স্কুলের পড়ুয়ারা পিকনিক করতে লখনউ গিয়েছিল, ফেরার সময় এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

সাংবাদিক নিগ্রহের মূল অভিযুক্ত জেল হাজতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২ এপ্রিল।। মঙ্গলবার বিকালে আরও এক সমাজবিরোধীকে গ্রেপ্তার করেছে বিশালগড় থানার পুলিশ।বিশালগড়ের সাংবাদিক প্রসেনজিৎ রায়ের ওপর প্রাণঘাতী হামলার মূল অভিযুক্ত বিন্দু রায়কে জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে আদালত। বুধবার ধৃত সুজিৎ নম: কে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

ঘটনাটি ঘটে সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় বিশালগড় মোটরস্ট্যান্ড এলাকায়। সাংবাদিক প্রসেনজিৎ রায়ের ওপর প্রাণঘাতী হামলা চালায় বিশালগড় আমবাগান এলাকার কুখ্যাত সমাজবিরোধী বিন্দু রায়, উনার ছেলে পুলক রায়, সুজিৎ নম:, বিদ্যুৎ রায়। লোহার রড নিয়ে আঘাত করে। সাংবাদিক মাথা নুইয়ে নেওয়ায় প্রাণে বেঁচে যায়। বিন্দু রায়ের ভাই বিদ্যুৎ রায় সাংবাদিককে প্রাণে মারার হুমকি দেয়।

উপস্থিত সাংবাদিকদের সহযোগিতায় আক্রান্ত সাংবাদিককে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নেয়া হয়। আক্রমনকারীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে বিক্ষোভ শুরু করে মহকুমার সাংবাদিকরা। একসময় রাস্তা অবরোধ শুরু করে। পুলিশের পক্ষ থেকে গ্রেপ্তারের আশ্বাস পেয়ে অবরোধ প্রত্যাহার করে নেয় সাংবাদিকরা।

এসডিপিও পান্নালাল সেন এবং ওসি রানা চ্যাটার্জির তৎপরতায় কিছুক্ষণের মধ্যে মূল অভিযুক্ত বিন্দু রায়কে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। মঙ্গলবার তাকে আদালতে সোপর্দ করে তদন্তকারী অফিসার। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দন্ডবিধির ৩৪১/৩২৬/৩০৭/৫০৬/৩৪ ধারায় মামলা গ্রহণ করেছে পুলিশ।

আসামী পক্ষের আইনজীবীর জামিনের আবেদন খারিজ করে অভিযুক্ত বিন্দু রায় কে আগামী ১০ এপ্রিল পর্যন্ত জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে আদালত। এ পর্যন্ত দুই জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বাকি দুষ্কৃতকারীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে মঙ্গলবার রাজ্যের ডিজিপি''র নিকট ডেপুটেশন দিয়েছে ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস এসোসিয়েশন। এসোসিয়েশনের রাজ্য কমিটির সভাপতি বিজয় পাল সম্পাদক সুনীল দেবনাথের নেতৃত্বে পুলিশ মহানির্দেশকের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করে দোষীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি জানান।

অন্যদিকে এদিন সাংবাদিকদের এক প্রতিনিধি দল দ্বিতীয় দফায় ওসি রানা চ্যাটার্জির সঙ্গে কথা বলে অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। প্রতিনিধি দলে ছিলেন আগরতলা প্রেস ক্লাবের প্রাক্তন সম্পাদক প্রণব সরকার সহ বিশালগড়ের সাংবাদিকরা। জানা গিয়েছে মূল অভিযুক্ত বিন্দু রায় হাউজিং বোর্ডে কর্মরত সরকারি কর্মচারী। অফিস কামাই করে বেআইনি ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। তার স্থাবর সম্পদের পরিমাণ প্রায় পঞ্চাশ কোটি। আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন সম্পদের মালিক সে। এ কারণে যা ইচ্ছে তা করে যাচ্ছে বিন্দু এবং তার পুত্র পুলক রায় সহ সাঙ্গপাঙ্গরা।

সিস্টেমেটিক ভোটার্স এডুকেশন অ্যাণ্ড ইলেক্টোরাল পার্টিসিপেশন ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সচেতনতা কর্মসূচি ও মতবিনিময় সভা

আগরতলা।। ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ সিস্টেমেটিক ভোটার্স এডুকেশন অ্যাণ্ড ইলেক্টোরাল পার্টিসিপেশন - ২০২৪ (এসভিইইপি) এর উপর এক সচেতনতা কর্মসূচি ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১-ত্রিপুরা পশ্চিম সংসদীয় আসনের জেলা নির্বাচন আধিকারিক তথা পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা কার্যালয়ের উদ্যোগে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক পুনীত আগরওয়াল সচেতনতা কর্মসূচি ও মতবিনিময় সভার উদ্বোধন করে বলেন, সংসদীয় নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণকে আরও বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ভারতের নির্বাচন কমিশন ২০০৯ সাল থেকে এই কর্মসূচি আয়োজন করে আসছে। নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় ধনী, দরিদ্র, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের ভোট দেওয়ার অধিকার রয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় সামাজিক সমতা স্থাপিত হয়। তিনি ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে নিজে ভোট দেওয়ার পাশাপাশি পাড়া প্রতিবেশী যারা ভোটদানে বিরত থাকেন তাদের ভোট প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করতে আহ্বান জানান। এছাড়াও এদিন 'আমি ভারতের ভোটদাতা' শীর্ষক এক তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও পরিবেশন করে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য গঙ্গাপ্রসাদ প্রোসাইন, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার, অতিরিক্ত জেলাশাসক প্রশান্ত বাদল নেগি, অতিরিক্ত জেলাশাসক সজল বিশ্বাস, অতিরিক্ত জেলাশাসক চারুল ভার্মা, এসভিইইপি-র আইকন পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার ও মিঠুন দেববর্মা সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অধ্যাপিকাগণ। এদিনের কর্মসূচিতে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একটি ওপেন ক্যইজ অনুষ্ঠিত হয়। পরে অতিথিগণ ১-ত্রিপুরা পশ্চিম সংসদীয় আসনের জন্য পতাকা নাড়িয়ে একটি প্রচার গাড়ির যাত্রার সূচনা করেন।

রণক্ষেত্র

● আটের পাতার পর

মালিক দপ্তরকে না জানিয়ে মৃত হাতির ময়না তদন্ত করেছেন। তাছাড়াও উনি জানান যে, হাতির মালিকের ব্যাপারে সমস্ত কিছু দপ্তরের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকদের নজরে নেওয়া হয়েছে। দপ্তরের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা নিশ্চয়ই এব্যাপারে পদক্ষেপ নেবেন বলে জানান। অন্যদিকে গ্রামবাসীরা তাদের দাবিতে অনড় থাকায় বন দপ্তরের পক্ষ মৃত হাতিটিকে মাটির নীচ থেকে তোলেনি এবং মৃত হাতির দাঁত না নিয়ে খালি হাতে ফিরে আসেন বলে হিরনজয় রিয়াং জানান।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

তবে বর্তমানে সরকার প্রকৃত অর্থে সবকা সাথ, সবকা বিশ্বাসের নীতিতে ভিত্তি করে কাজ করে চলেছে বলে টিংকু রায় দাবি করেন।

সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা করতে গিয়ে প্রার্থী কৃতি সিং উপস্থিত সকলের কাছে আশীর্বাদ প্রত্যাশা করে আগামী দিনে কাজ করার সুযোগ দাবি করেন।

কল্যাণপুরের লোটাস কমিউনিটি হলে আজকের এই মতবিনিময় সভা ঘিরে উপস্থিত সকলের মধ্যে দারুন উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। তবে বিদ্যুৎ যন্ত্রণায় নাকাল হতে হয়েছে সকলকেই। বিশেষ করে যেভাবে মুখ্যমন্ত্রীর সভায় এভাবে বিদ্যুৎ যন্ত্রণা তৈরি হয়েছে তা নিয়ে একরাশ প্রশ্ন চিহ্নও তৈরি হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্বকে সঙ্গে নিয়ে ডিফু আসনে মনোনয়ন পেশ বিজেপিপ্রার্থী অমরসিং টিসুর

ডিফু (অসম), ২ এপ্রিল (হি.স.) : ছয় নম্বর ডিফু লোকসভা জনজাতি সংরক্ষিত আসনের বিজেপি প্রার্থী অমরসিং টিসুর মনোনয়ন পত্র পেশ পর্বে অংশীদার হতে ডিফু এসেছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা। সকাল ১১ টায় মুখ্যমন্ত্রী বিটিসি চিফ প্রমোদ বড়োকে নিয়ে হেলিকাপ্টার যোগে ডিফু উপস্থিত হয়ে ডিফু সরকারি উচ্চ মাধ্যমিক বালক বিদ্যালয়ের খেলার মাঠে একটি বিশাল জনসভায় ভাষণ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

ভাষণে হিমন্তবিশ্ব শর্মা তিনটি পাহাড়ি জেলার প্রতিটি ঘরে অরুণোদয় প্রকল্পকে নিয়ে যাওয়ার কথা উল্লেখ করেন। বিজেপি প্রার্থী অমরসিং টিসুকে অনুষ্ঠানের জামাই অ্যাখ্যা দিয়ে তৃতীয়বারের জন্য নরেন্দ্র মোদীকে প্রধানমন্ত্রী পদে বসানোর জন্য অমরসিং টিসুকে তিন লক্ষের অধিক ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, ২০১৯ সালে বিজেপি প্রার্থী দুই লক্ষ ত্রিশ হাজার ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছিলেন। এবার অমরসিং টিসু তিন লক্ষের বেশি ভোটে জয়ী হবেন বলে দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, বিজেপি সরকার গঠন হবেই এবং নরেন্দ্র মোদী তৃতীয়বারের জন্য দেশের প্রধানমন্ত্রী হবেন। বলেন, তিনটি পাহাড়ি জেলাতে উন্নয়ন মূলক কাজের ধারা অব্যাহত থাকবে এবং রেশন কার্ড থাকা প্রতিটি ঘরে অরুণোদয় প্রকল্প পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পশ্চিম কার্বি আংলং, কার্বি আংলং ও ডিমা হাসাও জেলায় প্রত্যেক পরিবারে অরুণোদয় প্রকল্প প্রদানের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, তিনটি পাহাড়ি জেলায় শিক্ষার মান উন্নত করার জন্য মাধ্যমিক উত্তীর্ণ সকল ছাত্রীকে দশ হাজার টাকা প্রদান করার বিপরীতে স্নাতক শ্রেণিতে নাম ভর্তি করা ছাত্রীদের জন্য বারো হাজার পাঁচশো টাকা ও বিশ্ব বিদ্যালয়ে ভর্তি করা ছাত্রীদের পঁচিশ হাজার টাকা প্রদান করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেন।২০২৪ সালের মধ্যে ডিফুতে রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে, রেশন কার্ড থাকা পরিবারগুলির প্রধানদের জন্য বিমা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ডিফু, হাফলং ও তিনটি পাহাড়ি জেলাতে বিশ হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের কাজ চলছে এবং তার জন্য ইতিমধ্যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে বলে দাবি করে বিরোধী এপিএইচএলসি দলের নেতা জন ইংতি কাথারের কঠোর সমালোচনা করে দলটির কোনও জায়গায় সরকার নেই বলে দলটিকে দুধ না দেওয়া গরুর সঙ্গে তুলনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনটি পাহাড়ি জেলায় এখন সবাই শান্তিতে রয়েছেন বলে দাবি করেন ড় শর্মা। তাছাড়া কর্কট রোগের চিকিৎসালয় নির্মাণের কথা নিজের বক্তব্যে উল্লেখ করে বলেন, কার্বি আংলং জেলায় বিগত বছরে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এসেছেন। তবে রাষ্ট্রপতি প্রতিকূল আবহওয়ার দরুন ডিফুতে উপস্থিত হতে পারেননি। আগামী বছর কার্বি যুব মহোৎসবে রাষ্ট্রপতিকে আমন্ত্রণ জানানো হবে বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন কার্বি যুব মহোৎসবকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের উৎসবে রূপান্তরিত করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা কংগ্রেস ও এপিএইচএলসি দল টায়ার ইঞ্জিন না থাকা গাড়ির সঙ্গে তুলনা করে কংগ্রেস দলে আজকের দিনে কিছু নেই বলে উল্লেখ করে এই দলকে ভোট দেওয়া মানে ভোট খারাপ করা বলে কটাক্ষ করেন।

পাহাড়ি জেলাতে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকার কথা দাবি করে বিভিন্ন জেলায় সংখ্যালঘু মানুষের বিজেপি দলে যোগদান করা নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নয়নে সরকার বহু প্রকল্প গ্রহন করেছে বলে মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী।তারপর প্রায় তিন কিলোমিটার পথে রোড শো করে মুখ্যমন্ত্রী অমরসিং টিসুকে নিয়ে ডিফু জেলা আয়ুক্তের কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে মনোনয়ন পত্র দাখিল করেন। মনোনয়ন পত্র দাখিল করার সময় অমরসিং টিসুর সঙ্গে অনান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কার্বি-আংলং স্বশাসিত পরিষদ ও উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যবাহী সদস্য ক্রমে তুলিরাম রংহাং ও দেবোলাল গার্লর্সো।

গামাইবাড়িস্থিত কৃষি দপ্তরের কোল্ড স্টোরেজ পুনরায় চালু করায় খুশি কৃষকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২ এপ্রিল।। দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকা গামাইবাড়িস্থিত কৃষি দপ্তরের কোল্ড স্টোরেজ''টি পুনরায় চালু করা হয়েছে। অবহেলাজনিত কারণে ২০১৮ সালের পূর্বে যান্ত্রিক গোলযোগের ফলে মেশিন বিকল হয়ে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তেলিয়ামুড়ার গামাইবাড়িস্থিত কৃষি দপ্তরের কোল্ড স্টোরেজ''টি। মূলত এই কোল্ড স্টোরেজ''টিতে গোটা তেলিয়ামুড়া মহকুমা সহ এর সন্নিহিত এলাকাগুলির আলু চাষিরা আলু সংরক্ষণ করে রাখতেন এবং এই সংরক্ষিত আলু দিয়ে আলু চাষিরা সারা বছর বিভিন্ন বাজার গুলিতে আলুর চাহিদা পূরণ করতেন।

বিগত সরকারের আমলে বন্ধ হয়ে পড়া এই স্টোরেজটি''কে আলু চাষীদের স্বার্থের কথা চিন্তা করে পুনরায় চালু করার কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি বিগত বাম সরকার। কিন্তু বর্তমান রাজ্য সরকার বরাবরই রাজ্যের কৃষকদের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। রাজ্যে ২০১৮ সালে সরকার পরিবর্তনের পর তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায় আলু চাষীদের স্বার্থের কথা চিন্তা করে এই কোল্ড স্টোরেজ''টিকে পুনরায় চালু করার জন্য প্রচেষ্টা শুরু করেন এবং কৃষি দপ্তর থেকে এই কোল্ড স্টোরেজ''টিকে চালু করার জন্য অর্থ বরাদ্দ হয়।

পরবর্তীতে বর্তমান তেলিয়ামুড়া মহকুমা কৃষি তত্ত্বাবধায়ক ডক্টর সুব্রত রায়ের পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে এই কোল্ড স্টোরেজ''টি পুনরায় আলু চাষীদের জন্য চালু করা হয়। এ বিষয়ে বলতে গিয়ে তেলিয়ামুড়া মহকুমা কৃষি তত্ত্বাবধায়ক ডক্টর সুব্রত রায় জানান,চাষিরা তাদের আলু কৃষি দপ্তরের স্থানীয় বি.এল.ডব্লিউ স্টোরে যোগাযোগের মাধ্যমে এই কোল্ড স্টোরেজটি''তে এনে সংরক্ষণ করে রাখতে পারবে।

তাছাড়া তিনি আরো জানান, যদি এই কোল্ড স্টোরেজটি''তে চাষিরা তাদের আলু সংরক্ষণ করে তাহলে তাদের প্রতি ছয় মাসে কুইন্টাল প্রতি ১৬০ টাকা দিতে হবে এবং ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে কুইন্টাল প্রতি ১৯০ টাকা ধার্য করা হয়েছে।এই কোল্ড স্টোরেজ''টি পুনরায় চালু হওয়াতে আলু চাষীরা বিশাল উপকৃত হবে।

আহত ৬

● প্রথম পাতার পর

লোকজন। তখন সে প্রানে বাঁচতে চিৎকার চেঁচামেচি করলে ছুটে আসে ছোট ভাইয়ের স্ত্রী ও সন্তানরা। আর কিছু বুঝে উঠার আগেই বড় ভাইয়ের স্ত্রী দেওরের মাথায় দা দিয়ে কোপ বসালে স্বামীকে বাঁচাতে এসে স্ত্রী মিনা বেগমের মাথায় কোপ বসে।

এমনকি ছোট ভাই ও তার তিন সন্তান আয়েশা বেগম(১৮), জাকির আহমেদ(১৫) এবং বারিউল আহমেদ(১১)-কে লাঠিসাটা দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। এদিকে দুপক্ষের ধস্তাধস্তিতে দায়ের কোপে আহত হয় বড় ভাইও। পরবর্তীতে ধর্মনগর দমকল অফিসে খবর গেলে দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থল থেকে আহত ছোট ভাই, তার স্ত্রী ও তিন সন্তানকে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের চিকিৎসা শুরু করেন। তবে ছোট ভাইয়ের স্ত্রীর আঘাত গুরুতর হওয়ায় বর্তমানে জেলা হাসপাতালে তার চিকিৎসা চলছে।

অপরদিকে বড় ভাই ছমস উদ্দিনের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। সাথে এদিন সন্ধ্যায় ছোট ভাই ছাদ উদ্দিন ধর্মনগর থানায় সৎ বড় ভাই ছমস উদ্দিন, বাবা মানিক মিয়া, বোন জামাতা ফয়জুল হক ও বৌদি লীলা বেগমের নামে লিখিত মামলা রুজু করে। আহতরা জানায়, তাদের উপর আক্রমনকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি যেন প্রদান করা হয়।

তাছাড়া তাদের গলা থেকে তিনটি রুপোর চেইন, মোবাইল ইত্যাদি আক্রমণকারীরা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। ঘটনার তদন্তক্রমে আইন অনুযায়ী কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

মহিলা

● প্রথম পাতার পর

করতে পারে বলে বিভিন্ন মহল থেকে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে। তাতে রাজ্যের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিঘ্নিত হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে। স্বাভাবিক কারণেই বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর।

বিপ্লব

● প্রথম পাতার পর

দিত না। ২০১৮ সালে ত্রিপুরায় বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর জনগণ মুক্তির শ্বাস নিতে পেরেছেন।

এদিন তিনি বলেন, সিপিএমের রাজত্বে বহু কংগ্রেস কর্মী ঘর ছাড়া হয়েছেন, বহু কংগ্রেস কর্মী খুন হয়েছেন। আজ রাজ্যে বামগ্রেসের মিতালি হয়েছে। ত্রিপুরার দুইটি লোকসভা আসনে ইন্ডিয়া ব্লকের প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

এদিন তিনি কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনের নাম না নিয়ে একহাত নিয়েছেন। এদিন তিনি বলেন, এখন নির্লজ্জের মত আলোচনা করে সিপিএমের কার্যালয় থেকে বের হন। তাহলে এত বছর যাবৎ ত্রিপুরাবাসীর উপর অত্যাচার করার দরকার কি ছিল। কংগ্রেসের করার সুবাদে সিপিএম তাঁদের কাজ থেকে বিপিএল কার্ড ছিনিয়ে নিত।

এদিন তিনি বলেন, সিপিএম কখনো মহিলাদের সম্মানের চোখে দেখত না। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মহিলাদের স্বনির্ভর করতে প্রায়স চালিয়ে যাচ্ছেন। বিজেপি সরকারের কাছে সবচেয়ে বেশি মহিলা কর্পোরেটর ,সংসদ,বিধায়ক রয়েছে। সিপিএম ও কংগ্রেসের কাছে মহিলাদের কোনো স্থান নেই।

সুদীপের

● প্রথম পাতার পর

পদ্ম ফুল ফুটেছে। কারণ, ছত্তিশগড়ে সম্পত্তি বিবাদে জারি পড়েছেন প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মনের বোন ও ভগ্নিপতি। তাই সিবিআই -এর থেকে বাঁচানোর জন্য প্রদ্যোত বিজেপিতে সামিল হয়েছেন।

তাঁর আরও কটাক্ষ, বোন ও ভগ্নিপতিকে বাঁচাতে গিয়ে তীপ্রসাদের বিক্রি করে দিয়েছেন প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মন। যাঁরা স্বার্থের জন্য তীপ্রসাদের ভুলে গিয়েছেন তাঁদের লোকসভা নির্বাচনে ভোট দেওয়া কি প্রয়োজন আছে। শুধু ভোট পাওয়ার জন্য এতদিন ধরে তীপ্রসাদের ব্যবহার করে গিয়েছে।এদিন নির্বাচনী জনসভায় বিরোধী দলনেতা জীতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার গণতন্ত্রের কাঠামোকে নষ্ট করে দিয়েছে।আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে তাদের ধোকাবাজি, প্রতারণা, কালোটাকা এবং আরও অসৎ উপায়ে ক্ষমতায় আসার চেষ্টা করছে। দেশে তারা হিটলারের, ফ্যাসিবাদী ও একনায়কতন্ত্র সরকার তৈরী করার চেষ্টা করছে।এদিন তিনি বলেন, আমাদের দায়িত্ব আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে কেন্দ্রে নতুন সরকার গড়তে হবে। কেন্দ্রে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসলে সমাজের প্রত্যেক অংশের লোক সঠিকভাবে জীবনযাপন করতে পারবেন।

দিল্লিতে বাড়িতে আগুন লেগে বাথরুমে আটকে মৃত্যু হল দুই বোনের

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল (হি.স.) : বাড়িতে আগুন লেগে বাথরুমে আটকে গিয়ে দুই বোনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে দিল্লির সদর বাজার এলাকায়। মৃত দুই বোনের নাম গুলশানা (১৪), এবং আনায়া (১২)। জানা গিয়েছে, প্রথমে তাঁদের বাড়ির একটি ঘরে আগুন লাগলে তাঁরা বাথরুমে আটকে পড়ে। আগুন এতটাই ছড়িয়ে পড়েছিল যে দুই বোন বাথরুম থেকে বের হতে পারেনি।আগুন লাগার পর দমকল বিভাগকে খবর দেওয়া হয়। দমকলের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, আমরা মঙ্গলবার দুপুর ২টো নাগাদ আগুন লাগার খবর পাই। তারপরই তৎক্ষণাৎ আমরা এসে উপস্থিত হই। দমকলের ৫টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজে হাত দিলেও শেষরক্ষা হয়নি। দুই বোনকে বাঁচানো যায়নি। কিন্তু কিছু জনকে বাড়িটি থেকে বের করা সম্ভব হয়েছে। ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ মনোজ কুমার মীনা ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন।

৪ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র জমা

করিমগঞ্জ (অসম) ২ এপ্রিল (হি.স.) : আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে করিমগঞ্জ লোকসভা আসনে মঙ্গলবার পর্যন্ত মোট চারজন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা করেছেন। এতে গত ৩০ মার্চ এসইউসিআই দলের প্রার্থী প্রজ্জ্বল সুদীপ দেব ও নির্দল প্রার্থী দিলীপ কুমার মনোনয়ন পত্র জমা করেন। পাশাপাশি মঙ্গলবার এআইইউডিএফ দলের প্রার্থী শাহাবুল ইসলাম চৌধুরী এবং নির্দল প্রার্থী বিনয় কৃষ্ণ রায় মনোনয়ন পত্র জমা করেন।

মমতার সরকার সংখ্যালঘুদের ব্যবহার করছে, তোপ বিজেপি প্রার্থী দেবাশিস ধরের

রামপুরহাট, ২ এপ্রিল (হি.স.) : মমতার সরকার সংখ্যালঘুদের ব্যবহার করছে, এই ভাষাতেই তৃণমূলের ওপর আক্রমণ করেন বীরভূম লোকসভার বিজেপি প্রার্থী দেবাশিস ধর। তিনি মঙ্গলবার তারাপীঠ মন্দিরে মা তারার পুজো দেওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, মমতার সরকার সংখ্যালঘুদের ব্যবহার করছে, শীতলকুচি, বগটুই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তবে বিজেপি ক্ষমতায় এলে প্রশাসনিক ৫০ বছরের খোলনোলচে বদলে দেওয়া হবে।তিনি এদিন সকালে তারাপীঠ পৌঁছন তিনি। সঙ্গে ছিলেন বীরভূম সাংগঠনিক জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা, মহিলা মোর্চার সভা নেত্রী রশ্মি দে, জেলা নেতা নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। সাংবাদিকদের মুখোমুখি দেবাশিস ধর বলেন, 'এই দলদাস প্রশাসনের আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। আমরা সরকারে এলে প্রশাসনে পরিবর্তন আনব। প্রশাসনকে দলদাস হয়ে কাজ করতে হবে না। এবং এটা আমরা করেই ছাড়ব। আমরা চাই প্রশাসন মেরুদন্ড সোজা রেখে কাজ করুক। কারও পক্ষে কাজ করার প্রয়োজন নেই। এটা বর্তমান প্রশাসনিক আধিকারিকদের কাছে আমার বার্তা।'লোকসভা নির্বাচনে করিমগঞ্জ আসনে আজ মঙ্গলবার এআইইউডিএফ প্রার্থী সাহাবুল ইসলাম চৌধুরী মনোনয়ন পেশ করেছেন। দলীয় সুপ্রিমো মৌলানা বদরুদ্দিন আজমলের উপস্থিতিতে এদিন করিমগঞ্জের জেলাশাসক তথা রিটানিং অফিসার মৃদুল যাদবের হাতে তিনি তাঁর মনোনয়নপত্র পেশ করেছেন।

মনোনয়নপত্র দাখিল করার সময় তাঁর সাথে ছিলেন দলীয় বিধায়ক হাফিজ বসির আহমেদ কাসিমী, বিধায়ক করিম উদ্দিন বড়ভুইয়াঁ, বিধায়ক জাকির হুসেন লস্কর, বিধায়ক হাজি নিজাম উদ্দিন চৌধুরী, বিধায়ক সুজাম উদ্দিন লস্কর সহ করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি জেলা এআইইউডিএফ সভাপতিযথাক্রমে আজিজুর রহমান তালুকদার, আফজাল হোসেন লস্কর, দলের করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি জেলা কমিটির পদাধিকারী সহ দলীয় কর্মকর্তারা।মনোনয়ন পেশ করে দু-লক্ষের বেশি ভোটে জয় নিয়ে আশা প্রকাশ করেন প্রার্থী সাহাবুল ইসলাম চৌধুরী।

টি-টোয়েন্টি লীগ শুরুতেই অঘটন পোলস্টারকে হারিয়ে ইউ. বিএসটি জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। টিসিএ-এর টি-২০ লিগ শুরুতেই যেন অঘটন ঘটে গেল। পোলস্টারকে হারতে হলো, তাও ছয় উইকেটের ব্যবধানে। দুর্দান্ত জয় দিয়ে সূচনা ইউনাইটেড বিএসটি-র। শতদীপ সাহার বিষাক্ত বোলিং। আর এতেই কুপোকাৎ হয়ে গেল পোলস্টার ক্লাব। টিসিএ পরিচালিত সমীরণ চক্রবর্তী মেমোরিয়াল টি ২০ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে মঙ্গলবার এমবিবি স্টেডিয়ামে ঘটলো এই ঘটনা। ম্যাচে ইউনাইটেড বিএসটি ক্লাব ৬ উইকেটের ব্যবধানে হারিয়ে দিলো পোলস্টার ক্লাবকে। টস জিতে পোল স্টার শিবির প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। তবে সুযোগটাকে কাজে লাগাতে পারলো না দলীয় ব্যাটসম্যানরা। স্পস্ট করে বললে, ইউনাইটেড বিএসটি-র বোলার শতদীপ সাহার বিষাক্ত বোলিংয়ের সামনে অসহায় ভাবে আত্মসমর্পণ করে বসলো পোলস্টারের ব্যাটসম্যানরা। ব্যাটে পোলস্টার ১৬.৫ ওভার খেলে সব কটি উইকেটের বিনিময়ে স্কোরবোর্ডে সংগ্রহ করে মাত্র ৫৭ রান। ব্যাটে একমাত্র পৌরুষ মিশ্রা ২৬ রান করতে সক্ষম হয়। এছাড়া, আর একজন ব্যাটসম্যানও ভরসা যোগাতে পারেনি। বোলিংয়ে ইউনাইটেড বিএসটি-র পক্ষে একা শতদিপ সাহা ৪ ওভার বল করে ১২ রান দিয়ে ৫ টি উইকেট ভেঙে দেয় বিপক্ষের। এছাড়া, ওঙ্কার দুটি এবং একটি করে উইকেট নেয় মতি ত্রিপুরা, মনজিত দাস ও নীতিশ কুমার সাহানিরা। পাল্টা খেলতে নেমে ইউনাইটেড বিএসটি দল ১৮.১ ওভারেই ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের রান হাসিল করে নিলো। ব্যাটে ইউনাইটেড বিএসটি-র পক্ষে এস এ সিন্ধে ২৪, সায়ন্তন দেববর্মা ১৮ রানে নট আউট থেকে দলকে জয় এনে দিতে সক্ষম হলেন। সুবাদে আসরে নিজেদের প্রথম খেলায় গুরুত্বপূর্ণ জয় ছিনিয়ে নিলো ইউনাইটেড বিএসটি দল। দুর্দান্ত বোলিং এর সৌজন্যে শতদীপ পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের স্বীকৃতি।

এবার স্ফুলিঙ্গকে হারালো জেসিসি সুপার ডিভিশনের জবাব টি-২০ লিগে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। মোক্ষম জবাব জয়নগর ক্রিকেট ক্লাবের। এবার হারালো স্ফুলিঙ্গ ক্লাবকে। বিপুল মজুমদার স্মৃতি সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে দুই ম্যাচে পরাজয়ের সরাসরি জবাব দিয়েছে মঙ্গলবারে জেসিসি। ৪৫ রানে জয়। অনিকেত শর্মা-র দুরন্ত বোলিং। মূলতঃ অনিকেতের কাছেই আটকে গেলো স্ফুলিঙ্গ ক্লাব। জয় দিয়েই আসর শুরু করলো জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব। ৪৫ রানে জয় পেলো বিশ্বজিৎ পালের জে সি সি। সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-২০ ক্রিকেটে। পুলিস ট্রেণিং আকাদেমি মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে জে সি সি-র গড়া ১৪৬ রানের জবাবে স্ফুলিঙ্গ ১০১ রান করতে সক্ষম হয়।

বিজয়ী দলের অনিকেত শর্মা ৪ উইকেট পেয়েছেন। দুপুরে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে জে সি সি নির্ধারিত ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৪৬ রান করে। দলের পক্ষে হিমাংশু সিং ১৬ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩০, নিরুপম সেন ২৩ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৬, রিমন সাহা ১৪ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬,ইন্দ্রজিৎ দেবনাথ ১৪ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ এবং অভিনব ভাট ১৭ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ রান করেন।স্ফুলিঙ্গের বৈভব পাল ২৪ রানে ৩টি এবং দ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য ২৬ রানে ২ টি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে অনিকেত শর্মার দুরন্ত বোলিংয়ে নির্ধারিত ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ১০১ রান করে স্ফুলিঙ্গ। দলের পক্ষে অপূর্ব বিশ্বাস ২৩ বল খেলে ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩১(অপ:),অখন্ড সিং ১১ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ এবং দলনায়ক অজয় সরকার ২১ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ রান করেন। জে সি সি-র অমিকেত শর্মা ১৫ রানে ৪ টি এবং ইন্দ্রজিৎ দেবনাথ ১৬ রানে ২টি উইকেট দখল করেন।

জয় দিয়ে সূচনা কসমোপলিটনের টি-২০ ক্রিকেটে হারালো মৌচাককে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয় দিয়ে যাত্রা শুরু করলো কসমোপলিটন ক্লাব। টিসিএ পরিচালিত সমীরণ চক্রবর্তী টি ২০ ক্রিকেটের আসরে মঙ্গলবার জয় দিয়ে সূচনা ঘটালো টি আই টি মাঠে। ৬ উইকেটের ব্যবধানে কসমো শিবির হারিয়ে দিলো মৌচাককে। টস জিতে কসমোপলিটন ক্লাব প্রথমে ফিল্ডিং করে। ব্যাট করতে নেমে মৌচাক ক্লাব নির্ধারিত ২০ ওভারে ৭ উইকেটের বিনিময়ে স্কোরবোর্ডে সংগ্রহ করে ৯৭ রান। ব্যাটে দলের পক্ষে প্রীতম দাস সর্বাধিক ২৮ রান করে।

এছাড়া দেবাংশু দত্ত ১৭, বিশাল খোখার অপরাজিত ১৬, রোহন বিস্বাসের অপরাজিত ১০ রান উল্লেখযোগ্য। অতিরিক্ত থেকে দল ভরসা পায় ১৫ রানের। বল হাতে কসমোপলিটনের পক্ষে দুটি করে উইকেট নেয় সৌরভ কর ও চন্দন রায়। একটি করে উইকেট নেয় ধনবীর সিং ও আয়ুশ চৌহান। পাল্টা খেলতে নেমে কসমো শিবির ১৩.১ ওভারে মাত্র ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। বিজয়ী দলের পক্ষে শ্রুজন আঠয়ালে ৬৪ রানে অপরাজিত থেকে দলকে জয় এনে দিতে সক্ষম হলেন। তাকে ভরসা দেয় বিক্রম দেবনাথ ১১। এছাড়া অতিরিক্ত সাহেব যোগায় ১৩ রানের ভরসা। সুবাদে অনায়াসেই জয় হাসিল করে নিলো কসমোপলিটন ক্লাব। দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ের সৌজন্য স্বরূপ শ্রুজন পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব।

সমীরণ চক্রবর্তী টি-২০ : চলমানকে হারিয়ে লীগ অভিযান শুরু সংহতির

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। টি-২০ ক্লাব লীগের আসর শুরু। প্রথম ম্যাচে জয়ের স্বাদটায় আলাদা। চলমানের বাঁধা টপকে জয় দিয়ে টি ২০ আসর শুরু করলো সংহতি ক্লাব। পিটিএ গ্রাউন্ডে মঙ্গলবার সংহতি ক্লাব মুখোমুখি হয় চলমান সংঘের। ম্যাচে সংহতি দল ৬ উইকেটের ব্যবধানে হারিয়ে দিলো চলমান সংঘকে। টস জিতে সংহতি শিবির প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাট করার সুযোগটাকে মোটামুটি কাজে লাগায় চলমানের ব্যাটসম্যানরা। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে চলমানের স্কোর দাঁড়ায় ১০১ রানে। ব্যাটে চলমানের পক্ষে রাহুল হোসেন ২১, রঞ্জিত দেববর্মা ১৮, কৃষ্ণ কমল আচার্য ১৬, সোমেন মহান্তি ১৭ রান করে। অতিরিক্ত থেকে ১২ রান পায় দল। বোলিংয়ে সংহতির পক্ষে সঞ্জয় মজুমদার ৩ টি উইকেট পান। এছাড়া, ২ টি করে উইকেট নেয় অমরেশ দাস ও চিরঞ্জিত পাল। দুর্দান্ত চার চারটি ক্যাচ ধরেন উইকেট রক্ষক জয়দ্বীপ বনিক। জয়ের জন্য সংহতির সামনে টার্গেট দাঁড়ায় ১০২ রানের। যাকে পাল্টা খেলতে নেমে দল ১৮.১ ওভারেই ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায় সংহতি ক্লাব। বিজয়ী দলের হয়ে ব্যাট হাতে জয়দীপ বণিক ৩০, সম্রাট সূত্রধর ৩৪, শ্রীদাম পাল ১৮, সপ্তজিত দাস ১৬ রানে অপরাজিত থেকে দলকে জয় এনে দিতে সক্ষম হয়। বোলিংয়ে চলমান সংঘের পক্ষে একটি করে উইকেট নেয় কৃষ্ণধন নমঃ, দ্বিপায়ন দাস ও সহেল দেববর্মারা। উল্লেখ্য ফিল্ডিং এবং ব্যাটিং, দারুন পারফরম্যান্সের সৌজন্যে জয়দীপ বণিক কে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব দেওয়া হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্টার ডিপার্টমেন্ট ফুটবল ঘিরে ব্যাপক সাড়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত ফুটবল টুর্নামেন্ট ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার মাঝে খেলাধুলার বাস্তবায়ন, নিঃ সন্দেহে তা অন্য মাত্রা বয়ে এনেছে। মঙ্গলবার প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় দিনে একে একে আটটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। দিনের প্রথম খেলায় পলিটিক্যাল সায়েন্স বিভাগ ২-০ গোলে গণিত বিভাগ দলকে হারায়। ক্রমান্বয়ে পরবর্তী ম্যাচগুলোতে এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট ৪-০ গোলে ককবরক ডিপার্টমেন্টকে আইএমডি ব্রোকোড ১-০ গোলে স্কলার্স কে, স্যোশিওলজি ২-০ গোলে জেএমসিকে, এমবিএ টিম এক-শূন্য গোলে বিবিএ টিমকে, রুরাল স্টাডিজ ২-০ গোলে আইএমডি ৬ষ্ঠ সেমিস্টার টিমকে, ফিলোসফি ডিপার্টমেন্ট টীম ছয়-শূন্য গোলের বড় ব্যবধানে বি-ভোকাল টিমকে পরাজিত করে। মহিলা বিভাগের খেলায় ফিজিক্যাল এডুকেশন বি টিম ৩-০ গোলে কমার্স টিমকে হারিয়ে দেয়। প্রথমবারের মতো আয়োজিত আন্তঃ ডিপার্টমেন্ট ফুটবল টুর্নামেন্টে ছেলেদের বিভাগে ২৪ টি দল অংশগ্রহণ করেছে এবং খেলছে। মেয়েদেরও চারটি দল। সেভেন এ সাইড ইন্টার ডিপার্টমেন্ট দিবারাত্রি ফুটবল প্রতিযোগিতা, সোমবারে উদ্বোধন করেন উপাচার্য প্রফেসর গঙ্গা প্রসাদ প্রৌসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর চিন্ময় রায় সহ অন্যান্য অধ্যাপক ও আধিকারিকরা। উদ্বোধনী ম্যাচে আইএমডি ২-০ গোলে পরাজিত করে হিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট কে। মেয়েদের বিভাগে ফিজিক্যাল এডুকেশন এ দল পরাজিত করে ফাইভ ডিপার্টমেন্ট ইলেভেন কে ২-০ গোলে।

Scholarship সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি

ত্রিপুরা তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তরের Post Mertric/ Pre-Metric Scholarship সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি ২৩শে ডিসেম্বর ২০২৩, ৩রা ফেব্রুয়ারি ও ২ রা মার্চ ২০২৪ সংবাদপত্রে প্রকাশিত চূড়ান্ত তারিখের পরিপ্রেক্ষিতে যে সকল ছাত্র/ছাত্রী ২০২৩-২৪ ইং শিক্ষাবর্ষের জন্য National Scholarship Portal (www.scholarship.gov.in) এর মাধ্যমে online application করেছেন অথচ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান online verfication করেনি , উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের INO দের জানানো যাচ্ছে যে আগামী ৭ই এপ্রিল ২০২৪ মধ্যে যেন Institute verification শেষ করে নেন।

উপরে উল্লেখিত সময়ের মধ্যে www.scw.tripura.gov.in করতে না পারলে এবং স্কলারশীপ থেকে বঞ্চিত হলে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না।

বিস্তারিত বিবরনের জন্য তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তর গোর্খাবস্তি, আগরতলা যোগাযোগ দ্ধরা যেতে পারে।

ওয়েব সাইটঃ www.scw.tripura.gov.in দূরভাঃ ০৩৮১ ২৩২-৩৩৬৩

অধিকর্তা
তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার।

ICA/D-07/24

রাজ্য অনূর্ধ-৯ দাবা প্রতিযোগিতা জমজমাট, শীর্ষে ছয় দাবাড়ু

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। শীর্ষে রয়েছে ৩ জন দাবাড়ু। রাজ্য অনূর্ধ-৯ দাবা প্রতিযোগিতার বালক বিভাগে। এছাড়া বালিকা বিভাগে শীর্ষে রয়েছে ৩ জন দাবাড়ু। রবিবার এন এস আর সি সি-র দাবা হলঘরে দুদিনব্যাপী রাজ্য আসর শুরু হয়। তাতে বালক বিভাগে ২৪ জন এবং বালিকা বিভাগে ১০ জন দাবাড়ু অংশ নেয়। প্রথম দিনে হয় ৩ রাউন্ডের খেলা। বালক বিভাগে ৩ রাউন্ডে পুরো ৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে মেট্রিক্স চেস আকাদেমির কানিষ্ক চৌধুরি, পীতম্বর দেবনাথ এবং আদ্রুশ কর্মকার। আড়াই পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে রুদ্রায়ন কর্মকার। ২ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থান রয়েছে শুভায়ন দাস, অর্পন দে, সৌরনীল দত্ত, দেবরাজ ভট্টাচার্য্য, শতনু পাল এবং রোহিল সাহা। বালক বিভাগে শেষ ২ রাউন্ডের খেলা হবে সোমবার। বালিকা বিভাগে এদিন ৩ রাউন্ডের খেলা হয়। তাতে আড়াই পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে নাভিয়া দে, নীলাক্ষী দেবনাথ এবং অদ্রিজা সাহা। ২ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে মেট্রিক্স চেস আকাদেমির শিবাদ্রিতা দেবনাথ, দেড় পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে মেট্রিক্স চেস আকাদেমির অবান্তিকা চক্রবর্তী এবং এস দিলসাদ। সোমবার সকালে হবে শেষ রাউন্ডের খেলা। আসর পরিচালনা করছেন নির্মল দাস।

ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনায় বিশ্ববিদ্যালয়ে স্পোর্টস ফেস্ট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার মাঝে খেলাধুলার বাস্তবায়ন, নিঃসন্দেহে তা অভিনন্দন যোগ্য। প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। আগামীকালও বেশ কয়েকটি ম্যাচ রয়েছে। ফুটবল টুর্নামেন্ট বলে কথা।ছেলেদের ২৪ টি দল অংশগ্রহণ করে। মেয়েদেরও চারটি দল। সেভেন এ সাইড ইন্টার ডিপার্টমেন্ট দিবারাত্রি ফুটবল প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন উপাচার্য প্রফেসর গঙ্গা প্রসাদ প্রৌসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর চিন্ময় রায় সহ অন্যান্য অধ্যাপক ও আধিকারিকরা। উদ্বোধনী ম্যাচে আইএমডি ২-০ গোলে পরাজিত করে হিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট কে। মেয়েদের বিভাগে ফিজিক্যাল এডুকেশন এ দল পরাজিত করে ফাইভ ডিপার্টমেন্ট ইলেভেন কে ২-০ গোলে। আগামীকাল দুটি বিভাগে মোট আটটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। ক্রীড়া প্রতিযোগিতামূলক এই উৎসবকে কেন্দ্র করে ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটিতে ব্যাপক সহ উদ্দীপনারও তৈরি হয়েছে।

কেরল ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক রবি আচান প্রয়াত

কোচি, ২ এপ্রিল (হি.স.) : প্রয়াত হলেন রবি আচান। তিনি কেরল রাজ্যের প্রথম ক্রিকেট অলরাউন্ডার ছিলেন। ১৯২৮ সালের ১২ মার্চ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। রবির ক্রিকেটে সক্রিয় সময়কাল ছিল ১৯৫২ থেকে ১৯৭০ সাল। রঞ্জি ট্রফি খেলেছেন ৪১ বছর বয়স পর্যন্ত। তাঁর কেরিয়ারের সর্বোচ্চ স্কোর ৭০ যা আসে ১৯৬৯ সালে মাদ্রাজের বিরুদ্ধে তিরুনেলভেলিতে। তিনি কেরল ক্রিকেটের প্রথম অলরাউন্ডার যিনি এক হাজার রান ও ১০০ উইকেট নিয়েছিলেন। ৯৬ বয়সে তিনি চলে গেলেন। রবি এমন এক সময়ে ক্রিকেট খেলতেন যখন কেরলের রঞ্জি দলগুলির একটিও প্রশিক্ষণ শিবির ছিল না। কেরলের বাইরে রঞ্জি ট্রফি খেলতে গেলে অসংরক্ষিত বগিতে ভ্রমণ করতেন। তিনি কেরল ক্রিকেটের উন্নতির জন্য একটি বড়

ঘরোয়া টি-২০ ক্লাব লীগ ক্রিকেটে বিসিসি-কে হারিয়ে ব্লাডমাউথের শুরু

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-২০ ক্লাব লীগ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছে মঙ্গলবার থেকে। জয় দিয়ে দারুন সূচনা ব্লাড মাউথেরও।

আকাশ ও নিরুপম সেন চৌধুরীর নির্ভরযোগ্য ব্যাটিং। একই সঙ্গে রবির অলরাউন্ড পারফরম্যান্স। সব মিলে ব্লাডমাউথ ক্লাবের কাছে আটকে গেল বিসিসি দল। টস জিতে ব্লাডমাউথ দল টিআইটি গ্রাউন্ডে প্রথমে ব্যাটিং করে। নির্ধারিত ২০ ওভারে ১ উইকেট হারিয়ে ব্লাডমাউথ ক্লাবের স্কোর দাঁড়ায় ১৫০ রানে।

ব্যাট হাতে দলের পক্ষে রবি কার্তিকেয় ২৪ রানী আউট হলেও আকাশের অপরাজিত ৬৪ ও নিরুপম সেন চৌধুরী অপরাজিত ৪০ রান দলকে চ্যালেঞ্জিং স্কোর এনে দেয়।

বিসিসির পক্ষে একমাত্র উইকেটটি নেয় সম্রাট বিশ্বাস। পাল্টা খেলতে নেমে বিসিসি দল ১৯.৩ ওভারে ১০ উইকেট হারিয়ে ১১৩ রানই করতে সক্ষম হয়।

দলের হয়ে প্রাঞ্জল দেব ১৯, পরমজিত ঘোষ ২৮, প্রলয় দাস ১৯ রানে নট আউট থাকলেও তা দলের পরাজয় রুখতে পারেনি। বিজয়ী দলের হয়ে বোলিংয়ে রবি ৪টি, আকাশ ৩টি এবং একটি করে উইকেট নেয় দেবরাজ দে ও নবীন সিংরা। ব্যাটে বলে অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে আকাশ পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

সিনিয়র মহিলাদের ইন্টার জোনাল ক্রিকেট সেমিফাইনাল আজ থেকে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ-ই আগামীকাল থেকে শুরু হচ্ছে। ভারতীয় ক্রিকেট কন্টোল বোর্ড আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের ইন্টার জোনাল মাল্টি ডে ট্রফি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের প্রথম সেমিফাইনালে আগামীকাল থেকে নর্থ জোন খেলবে ইস্ট জোনের বিরুদ্ধে। খেলাটি হবে পুনের ক্রিকেট ক্লাব গ্রাউন্ডে। একই সময় থেকে পুনের আমবি-তে ডি ওয়াই পাতিল একাডেমি গ্রাউন্ডে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে সাউথ জোন এবং ওয়েস্ট জোন পরস্পরের মুখোমুখি হবে। দুটি ম্যাচের বিজয়ী দুই দল ৯ এপ্রিল থেকে ফাইনালে খেলবে। এদিকে, গত বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হওয়া কোয়াটার ফাইনাল ম্যাচে ইস্ট জোন ইনিংস সহ ১২০ রানের ব্যবধানে নর্থ-ইস্ট জোনকে পরাজিত করে সেমিফাইনালে প্রবেশ করেছে। একই সময়ে ওয়েস্ট জোন এবং সেন্ট্রাল জোনের মধ্যে অপর কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচটি ড্র-তে নিষ্পত্তি হলেও প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার সুবাদে ওয়েস্ট জোন সেমিফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছিল।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

জাগরণ 3 April 2024, Wednesday আগরতলা ৩ এপ্রিল ২০২৪ ইং, ■ ২০ চৈত্র ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, বুধবার
■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

বিদ্যুতের দাবিতে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২ এপ্রিল।। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণপুরে অবস্থানকালীন সময়ে কল্যাণপুর থানাধীন লক্ষীনারায়ণ পুর পঞ্চায়েত এর গৌরাঙ্গ টিলার উত্তর আলেপসায় বিদ্যুৎ এর দাবিতে পথ অবরোধ এ বসে সাধারণ জন গন। তাদের দাবি চার পাঁচ দিন ধরে তারা বিদ্যুৎ হীন অবস্থায় আছেন। নেই পানীয় জল। কিছু সময় বিদ্যুৎ এলেও হটাৎ তা এতো বেশী ভোল্টেজ এর হয় যার কারণে অনেকের বৈদ্যুতিন জিনিস পত্র পুড়ে যায়। খোয়াই কল্যাণপুর তেলিয়ামুড়া সড়ক অবরোধের খবর পেয়ে সেখানে ছুটে যান খোয়াই এর মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট মেঘা জৈন। কল্যাণপুর বিদ্যুৎ নিগম থেকে ছুটে আসেন সিনিয়র ম্যানেজার নিহার রঞ্জন দাস। মহকুমা শাসক সকলকে লিখিত ভাবে অভিযোগ দিতে বলেন। এর পরেই অবরোধ প্রত্যাহার হয়। এই পথ অবরোধ এর ফলে রাস্তার দুই দিকেই প্রচুর গাড়ি জমে যায়। রাস্তায় কচি কাচা রাও প্লে কার্ড নিয়ে জড়ো হয়।

উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রদেশ সভাপতির ভোট প্রচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ এপ্রিল।। ৭ রামনগরের উপ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিজেপি মনোনীত প্রার্থী দীপক মজুমদারেরে সমর্থনে রামনগর এলাকায় বাড়ি বাড়ি ভোট প্রচারে গিয়েছেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য। এদিন ভোট প্রচারে বের হয়ে সাংবাদিকের মুখোমুখি হয়ে রাজীব ভট্টাচার্য্য আশা প্রকাশ করেন, এই এলাকা থেকে দুই হাত তুলে মানুষ আর্শীবাদ দিচ্ছে।সাথে তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে বলেন,মানুষের মধ্যে স্বতঃ স্ফূর্ততা লক্ষ্য করা যাচ্ছে তাতে স্পষ্ট যে উপনির্বাচনে এই কেন্দ্রে ভারতীয় জনতা পাটি বিপুল ভোটে নিশ্চিত জয়ী হবেন। এদিন তিনি আরও বলেন, দেশে যতোই বিরোধী দলের জোট হোক না কেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিকল্প কেউ নেই। বিরোধী দলরা দূর্নীতিতে নিমজ্জিত। ভোটারদের বক্তব্য, সমস্ত দিক বিবেচনা করে ভোট বাক্সে মত প্রকাশ করা হবে।

চুরি যাওয়া বাইক উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২ এপ্রিল।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার গঙ্গানগরের জঙ্গল থেকে উদ্ধার হয়েছে চুরি যাওয়া একটি বাইক। নাজিম উদ্দিনকে জিজ্ঞাসাবাদের ফলেই এই বাইক উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। কুখ্যাত ত্রাস সৃষ্টিকারী চোর ওরফে ডাকাত নাজিম উদ্দিনকে জেরা করে তার কথা অনুযায়ী উত্তর গঙ্গানগর থেকে একটি সদ্য চুরি হওয়া পালসার বাইক উদ্ধার হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে ধর্মনগর থানার ওসি জানান, ২৭মার্চ ধর্মনগরের হুরুয়া গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে একটি পালসার ২২০ বাইক চুরি হয়েছিল। পুলিশ চুরি যাওয়া বাইকটির মামলা নথিভুক্ত করে তল্লাশি চালাচ্ছিল। এরই মধ্যে ২৯ মার্চ ভোরে উত্তর জেলা তথা ত্রিপুরা রাজ্যের ত্রাস সৃষ্টিকারী ডাকাত তথা চোর নাজিমুদ্দীনকে অস্ত্র সহ গ্রেপ্তার করতে সমর্থহয় উত্তর জেলার পুলিশ। উত্তর জেলার পুলিশ নাজিমুদ্দিন এবং তার সঙ্গী সাথীদের জিজ্ঞাসা বাদে উত্তর গঙ্গা নগরের জঙ্গল থেকে চুরি যাওয়া ২২০ বাইক টিকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। এক এক করে আরো অনেক গোপন চুরি যাওয়া দ্রব্য

ভোটের মুখে পানীয় জলের দাবিতে থানার দ্বারস্থ হলেন গ্রামবাসীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২ এপ্রিল।। ভোটের মুখে পানীয় জলের দাবিতে থানায় হাজির হয়েছেন গ্রামবাসীরা। ঘটনাটি ঘটেছে উনকোটি জেলার কৈলাসহর মহকুমার জলাই গ্রামে। এই গ্রামটি চন্ডিপুর বিধানসভা কেন্দ্রে অবস্থিত।

জলাই গ্রামের কিছু অংশে বাম আমলে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্তা করা হয়েছিল। কিন্তু রাস্তা প্রসস্ত করতে গিয়ে জল সরবরাহের পাইপ কেটে দেওয়া হয়। ফলে পানীয় জল সরবরাহ মুখ থুবড়ে পড়ে। জলাই গ্রামবাসী একাধিকবার জল সরবরাহ দপ্তরের কাছে লাইন সারাই করার জন্য দাবী জানিয়েছিল। এরপর জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছিল।এই ক্ষেত্রেও কোন কাজ হয়নি।

তাই এলাকাবাসী মধু দেব, রাধিকা গোপ, রিনা পাল, সুচিত্রা ঘোষরা একত্রিত হয়ে কৈলাসহর থানায় এসে হাজির হয়। পানীয় জল সরবরাহ স্বাভাবিক করে তোলার জন্য থানা পুলিশের হস্তক্ষেপ দাবী করা হয়।

শুধু তাই নয় পুলিশ ও যদি কোন ব্যবস্থা গ্রহন না করে সেই ক্ষেত্রে আরো বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার হুমকি দেওয়া হয়।

এদিকে আজ পানীয় জল ও বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধানের দাবিতে কৈলাসহর কুমারঘাট প্রধান সড়ক অবরোধ করা হয়। পানিবাজার এলাকার বাসিন্দারা এই আন্দোলন সং ঘটিত করে।পানীয়জল, বিদ্যুৎ সমস্যার পাশাপাশি কৈলাসহর মহকুমার রাস্তা ঘাটের বেহাল অবস্থা। মাত্র পাঁচদিন পূর্বে বাবুরবাজার হীরাছড়া সড়ক অবরোধ করা হয়। গাড়ির ট্রায়ার জ্বালিয়ে এলাকাবাসী আন্দোলন সংঘটিত করে। একাংশ কর্মীদের দায়িত্ব জ্ঞানহীনতার কারনেই এধরনের সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে বলে দাবি দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের।

নির্বাচনী প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের পর্যবেক্ষক ভূপেশ চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া , ২ এপ্রিল।। আসন্ন লোকসভা নির্বাচন ২০২৪ উপলক্ষে পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের ভোট প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে বিলোনিয়া আসেন পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের পর্যবেক্ষক ভূপেস চৌধুরী।

সেখানে তিনি ভোট গ্রহণ প্রস্তুতি, ভোট গ্রহণ কেন্দ্র পরিদর্শন, ভোট গ্রহণ কর্মীদের সাথে ভোটের প্রস্তুতি, এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে সাক্ষাৎ এবং ভোটের কাজে নিযুক্ত বিভিন্ন ব্লকের বি ডি ও ও মাইক্রো অবজারভারদের সাথে মিলিত হন। ওনার সাথে উপস্থিত ছিলেন, জেলা ভোট পর্যবেক্ষক নিবন্ধন আধিকারিক ডক্টর সিদ্ধার্থ শিব জয় সওয়াল, মহকুমা শাসক রিঙ্কু লাথার, পুলিশ সুপার অশোক কুমার সিনহা সহ ভোটের কাজে নিযুক্ত অধিকারিকগণ।

পর্যবেক্ষক ভূপেশ চৌধুরী প্রথমে যান বিলোনিয়া কলেজ স্কয়ার অগ্নিবিনা কমিউনিটি হলে। সেখানে তিনি ভোটের কাজে নিযুক্ত মাইক্রো অবজারভারদের সাথে কথা বলেন। সেখান থেকে তিনি চলে আসেন বিলোনিয়া বালিকা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যেখানে ভোট গণনা হবে। তিনি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন এবং সন্তোষ প্রকাশ করেন।

তারপরেই অবজারভার শ্রী চৌধুরী চলে আসেন সার্কিট হাউসে সেখানে তিনি ভোটগ্রহণ কর্মী ছাড়াও কথা বলেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সাথে। সেখানে এক পর্বে কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে ভোট চলাকালীন সময়ে এক বিধানসভা ক্ষেত্রের ভোটার যেন অন্য বিধানসভা ক্ষেত্রে যেতে না পারে তার যেন ব্যবস্থা করা হয়।

এদিকে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রশাসনিক আধিকারিকরা জানিয়েছেন, এখন পর্যন্ত পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ, নির্বাচনকে নিয়ে নিরাপত্তার পুরো বন্দোবস্ত করা হয়েছে। সব মিলিয়ে এখন পর্যন্ত নির্বাচন সম্পর্কিত বিষয়গুলি নিয়ে যে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তাতে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। আজকের এই সফরে শ্রী চৌধুরীর সাথে ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রের পুলিশ পর্যবেক্ষক আর শিব কুমার।

সাংবাদিক আক্রান্ত, ডিজিপিকে ডেপুটেশন টি ডব্লিউ জে এর

নিজস্ব প্রতিনিধি,আগরতলা, ২ এপ্রিল।। বিশালগড়ে কর্মরত সাংবাদিক প্রসেনজিৎ রায়ের উপর হামলার ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তার ও কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের এক প্রতিনিধি দল মঙ্গলবার রাজ্য পুলিশের মহা নির্দেশকের উদ্দেশ্যে মহানির্দেশকের কার্যালয়ে স্মারকলিপি প্রদান করে। পুলিশের মহানির্দেশকের অনুপস্থিতিতে আইজি (আইনশৃঙ্খলা)সৌমিত্র ধরের কাছে স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয়। আইজি (আইন-শৃঙ্খলা) সৌমিত্র ধর সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে নিরাপত্তার বিষয় নিয়ে সহমত পোষণ করেন।

তিনি জানান, বিশালগড়ে সাংবাদিক আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় ইতিমধ্যেই দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অপর তিনজনকে গ্রেফতার করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় যুক্তদের কেউই রেহাই পাবে না বলেও তিনি স্পষ্টভাবে বার্তা দেন। নির্বাচন প্রক্রিয়া চলাকালে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।

সিইও সকাশে ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা ২ এপ্রিল।। ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের এক প্রতিনিধি দল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের অফিসে মুখ্য আধিকারিক পুণিত আগারওয়ালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ভোট প্রক্রিয়া চলাকালে সাংবাদিকদের অধিকার সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানান।মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে প্রদেয় স্মারকলিপিতে বিগত দিন গুলির তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে ভোট গ্রহণের দিন এবং গণনা কেন্দ্রে সাংবাদিকদের বিশেষ করে একাংশের কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা কর্মী ও ভোট গ্রহণ কর্মীদের অপ্রত্যাশিত হস্তক্ষেপের বিষয়গুলি তুলে ধরা হয়।সাংবাদিকরা পেশাগত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে নির্বাচন দপ্তরের ইতিবাচক হস্তক্ষেপ দাবি করেন। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। ভোট প্রক্রিয়ায় গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের বলিষ্ঠ ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি। রাজ্যের দুটি লোকসভা ও একটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে সংবাদ মাধ্যম ও সাংবাদিকদের সার্বিক সহযোগিতার আহ্বান করেছেন তিনি।এদিকে ,নির্বাচন দপ্তর কর্তৃক সাংবাদিকদের প্রদেয় পরিচয়পত্রগুলি ইতিমধ্যে প্রস্তুত করে তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের কাছে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি। শীঘ্রই সেগুলি সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকদের হাতে পৌঁছে দেওয়া হবে। মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক ভোটের দিন সাংবাদিকদের যেকোনো ধরনের অভিযোগ থাকলে তা সঙ্গে সঙ্গে জানানোর জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

জোলাইবাড়ী মন্ডলের ৩৯ নং বুথে আলোচনাসভা ও যোগদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২ এপ্রিল।। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি মনোনিত প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করার লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে জোলাইবাড়ী বিজেপির মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং। মন্ডলস ভাপতির উদ্দ্যোগে প্রতিনিয়ত লোকজনেরা বিরোধী শিবির থেকে দলত্যাগ করে বিজেপিতে যোগদান করছে। রাজ্যসরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মসূচীগুলি খুব সহজে কোনো প্রকার আন্দোলন ছারা লোকজনের কাজে পৌঁছে দিচ্ছে জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া ও জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপির মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং। এই দুইজনের অক্লান্ত পরিশ্রমে জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের সার্বিক উন্নয়ন হচ্ছে। এইসকল উন্নয়নদেখে প্রতিনিয়ত লোকজন বিরোধী শিবির থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে। এরইমধ্যে লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রতিনিয়ত লোকজন পদ্মশিবিরে যোগদান করছে। মঙ্গলবার মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং এর নেতৃত্বে জোলাইবাড়ী বিধানসভাকেন্দ্রের ৩৯ নং বুথে পশ্চিম পিলাক এলাকায় লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। আজকের এই আলোচনাসভার মাধ্যমে রাজ্যসরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর কথা জনসন্মুখে তুলে ধরা হয়। তার পাশাপাশি রাজ্য ও কেন্দ্রের সার্বিক উন্নয়নে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি মনোনিত প্রার্থীকে বিপুলভোটে জয়যুক্ত করারজন্য বিশেষ আহব্বান জানানো হয়। আজকের এই আলোচনাসভা শেষে ৬ পরিবারের ২০ জন ভোটার সি পি আই এম ত্যাগ করে বিজেপিতে যোগদান করেন। নবাগতদের দলীয় পতাকা দিয়ে বরন করে নেন মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং। বিজেপির উদ্দ্যোগে আয়োজিত আজকের এই আলোচনাসভা ও যোগদান সভায় উপস্থিত ছিলেন মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং, বিজেপির দক্ষিন জেলার সহসভাপতি চাথাইমগ , কৃষান মোর্চার মন্ডল সভাপতি সুজিত দত্ত, যুব নেতৃত্ব পুলক ভৌমিক সহ অন্যান্যরা।

ভাতিজার নেশা বানিজ্যে পুলিশের জালে ফাঁসলেন কাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২ এপ্রিল।। গোপন খবরের ভিত্তিতে বিপুল পরিমাণ নেশা সামগ্রী উদ্ধার করে কলমচৌড়া থানার পুলিশ। মঙ্গলবার বিকেলে কলমচৌড়া থানার অন্তর্গত রহিমপুর পঞ্চায়েত এলাকার চার নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা জনৈক গোলাম মোস্তফার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ৫৭৯ বোতল ইসকফ উদ্ধার করে পুলিশ। যার বাজার মূল্য আনুমানিক আড়াই লক্ষাধিক টাকা বলে জানা গেছে।

এইদিনে অভিযান কালে উপস্থিত ছিলেন কলমচৌড়া থানার ওসি প্রশান্ত কুমার দে, সাব ইন্সপেক্টর সৈকত দাস, সাব ইন্সপেক্টর সুপ্রতিম দে, অসীম ভৌমিক সহ পুলিশ ও টিএসআর জওয়ানরা।

সূত্রে খবর, উদ্ধারকৃত নেশা সামগ্রী গুলোর প্রকৃত মালিক হলেন গোলাম মোস্তফার বড় ভাইয়ের ছেলে অর্থাৎ তার ভাতিজা সবুজ মিয়া এবং অপর এক নিকট আত্মীয় উজ্জ্বল হোসেন। তারা দীর্ঘ দিন যাবত এমন নেশা বানিজ্যের সাথে যুক্ত রয়েছেন বলে খবর।

ফলে অন্যান্য দিনের মতো নিজেদের সেই নেশা সামগ্রী গুলো বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে আনলে তার কাকা অর্থাৎ গোলাম মোস্তফাকে না জানিয়ে তার বাড়ির অব্যবহৃত ঘরে রেখে দেয়। ফলে কোনো এক মাধ্যমে পুলিশ খবর পেয়ে অবৈধ নেশা সামগ্রী সহ বাড়ির মালিক গোলাম মোস্তফাকে কলমচৌড়া থানায় তোলে নিয়ে আসে। যদিও সেই ক্ষেত্রে প্রকৃত আসামীরা গা ঢাকা দেয়। উল্লেখ্য, কাকা গোলাম মোস্তফা রহিমপুর পঞ্চায়েত এলাকার রেশন ডিলার।

তিনি সেই এলাকায় সরকারি ভাবে রেশন পরিচালনা করে থাকেন। কিন্তু নিজের ভাতিজার এমন অপকর্মে তাকে খেসারত দিতে হবে তা তিনি বুঝে উঠতে পারেন নি। এই দিকে পুলিশ বাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়ায় বাড়ির মালিক গোলাম মোস্তফা, (পিতা আনু মিয়া) এবং সবুজ মিয়া, (পিতা হারুন মিয়ার) বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে মামলা নেওয়া হয়েছে। তবে এই ঘটনায় আরও একাধিক নাম জড়িত রয়েছে বলে ধারনা করা হচ্ছে।

গাড়ি উল্টে গুরুতর আহত ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ এপ্রিল।। সাউন্ড সিস্টেম বোঝাই গাড়ি উল্টে গিয়ে আহত হয়েছেন তিনজন। গুরুতর আহত অবস্থায় তাদের বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে গেছেন স্থানীয়রা। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার বিকেলে বিশালগড় থানাধীন গোকুলনগর এলাকায়।

ঘটনার বিবরনে জানা গেছে, জয়ন্ত সরকার, রুপম দেবনাথ ও পার্থ প্রতিম ভট্টাচার্য নামে তিন যুবক একটি ছোট মালবাহী গাড়ি নিয়ে যাওয়ার পথে মাঝরাস্তায় গাড়িটি উল্টে যায়। এতে গুরুতর আহত হয়েছেন গাড়িতে থাকা তারা তিনজনই। তরিঘড়ি প্রত্যক্ষদর্শিরা তাদের উদ্ধার করে বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে গেলে প্রাথমিক চিকিৎসা পর তাদের মধ্যে দুইজনকে জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়। বাকি একজনের চিকিৎসা চলছে বিশালগড় হাসপাতালে।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২ এপ্রিল।। ছাতিয়ান টিলা হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ অনন্তহীন। অন্যত্র বদলি করার জন্য এসএম সি কমিটি এবং এলাকার অভিভাবকগ জেলা শিক্ষা অধিকারিকের নিকট আবেদনপত্র পেশ করেন।

বক্সনগর আর ডি ব্লকের অন্তর্গত ছাতিয়ান টিলা হাই স্কুলটি ১৯৫৪ সালে স্থাপিত হয়েছিল। উত্তর কলম চৌড়া গাঁও পঞ্চায়েত অন্তর্গত রোডের পাশেইকুলটি অবস্থিত। ছাতিয়ানটিলা হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শান্তামনি দেববর্মার বির:দ্ধে শতশত অভিযোগ রয়েছে।

শিক্ষা হচ্ছে জাতির মের:দন্ড, আর শিক্ষকরা মানুষ তৈরির করার কারিগর। আর বর্তমানে কিছু শিক্ষক নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য হারিয়ে ফেলেছে তাদের শিষ্টাচার নম্রতা ভদ্রতা। আর শিক্ষকতার মহান পেশাকে কলঙ্কিত করছে স্কুল ফাঁকি, মিড ডে মিলের টাকা আত্মসাথ,স্কুল উন্নয়নের টাকা নিজের পকেটেস্ত করে, ভোয়া বিল, ভ্যাভার বানিয়ে আত্মসাৎ করছে ছাত্র-ছাত্রীদের টাকা। এমনই অভিযোগ ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে।

এই হেন পরিবেশ পরিস্থিতিতে বিদ্যালয়ের এস এম সি কমিটি এবং অভিভাবকরা হেডমাস্টার কে ফোন করলে,উনি ফোন ধরেন না। এসএমসি কমিটি এবং পঞ্চায়েত বডি মিটিং এর কথা বললে উনি এড়িয়ে চলে যান এখন পর্যন্ত এস এম সি কমিটির নিয়ে কোন মিটিংয়ে হয়নি।

স্কুলের খেলাধুলার সামগ্রী থাকা সত্ত্বেও ছেলেমেয়েরা খেলতে পারে না, প্রতি বছর সরকার থেকে ভ্রমণ শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে ছাত্র-ছাত্রীদের টাকা আসে সেই টাকা পর্যন্ত উনি পকেটে করেন।

অবিলম্বে এই প্রধান শিক্ষককে বদলির দাবি উঠেছে। সরকারের নিকট দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য অনুরোধ করেন অভিভাবক মহল, এবং সঠিক তদন্ত সাপেক্ষে অবিলম্বে সরকার যাতে ওনার শাস্তি প্রদান করেন তার ও দাবি জানানো হয়েছে।

ভুল তথ্যের বিরুদ্ধে লড়াই, নির্বাচন কমিশন চালু করল 'কাহিনি বনাম বাস্তবতার তালিকাপঞ্জি'

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল : চলতি সাধারণ নির্বাচনের অংশ হিসেবে ভুল তথ্য ছড়িয়ে পড়ার বিরুদ্ধে লড়াই করতে এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সততা বজায় রাখতে ভারতের নির্বাচন কমিশন (ইসিআই) একটি কাহিনি বনাম বাস্তবতার তালিকাপঞ্জি' বা 'মিথ ভার্সাস রিয়েলিটি রেজিস্টার' চালু করেছে। নয়াদিল্লির নির্বাচন সদনে মঙ্গলবার ২ এপ্রিল মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শ্রী রাজীব কুমার এবং নির্বাচন কমিশনার শ্রী জ্ঞানেশ কুমার ও শ্রী সুখবীর সিং সান্ধু এর সূচনা করেন। নির্বাচন কমিশনের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের https-mythvsreality.eci.gov.in. মাধ্যমে 'মিথ ভার্সাস রিয়েলিটি রেজিস্টার' উপলব্ধ হবে। সর্বশেষ ফাঁস করা ফেক বা ভুল তথ্য এবং বহুল জিজ্ঞাস্যগুলোকে (এফ.এ.কিউ.) সংযুক্ত করতে রেজিস্টারের বাস্তব তথ্য ও বিষয়গুলোকে নিয়মিত আপডেট বা হালনাগাদ করা হবে। নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে ভুল তথ্যের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য নির্বাচন কমিশনের চলতি প্রচেষ্টার মধ্যে এই মিথ

ভার্সাস রিয়েলিটি রেজিস্টারের সূচনা একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘন্ট ঘোষণার সময় সাংবাদিক সম্মেলন করে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শ্রী রাজীব কুমার অর্থ, পেশীশক্তির ব্যবহার এবং নির্বাচনী আচরণ বিধির লঙ্ঘনের পাশাপাশি ভুল তথ্যকেও সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের প্রতিকূল হিসেবে চিহ্নিত করেন। ভুল তথ্য ও মিথ্যা বয়ানের বিস্তার বিশ্বের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেই ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের বিষয় হয়ে উঠেছেউ এই প্রেক্ষাপটে নির্বাচন কমিশনের এই উদ্ভাবনী ও সক্রিয় পদক্ষেপটি ভোটদাতাদের নির্বাচনী প্রক্রিয়া জুড়ে সঠিক ও যাচাইকৃত তথ্য পাওয়া সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এক উদ্যোগ। 'মিথ ভার্সাস রিয়েলিটি রেজিস্টার'টি নির্বাচনের সময়ে প্রচারিত বিভিন্ন কাহিনি ও মিথ্যা দূর করতে প্রকৃত তথ্যের একটি ভাণ্ডার হিসেবে কাজ করে। যার ফলে ভোটদাতারা তথ্যবহুল সিদ্ধান্তগ্রহণে সক্ষম হন। এই মঞ্চটি সম্পূর্ণ ব্যবহার-বান্ধব পদ্ধতিতে তৈরি করা হয়েছে, যেখানে ইভিএম/ভিভিপ্যাট, ভোটার তালিকা/ভোটার পরিষেবা, নির্বাচন পরিচালনা এবং অন্যান্য বিষয়ে বিভিন্ন মিথ্যা কাহিনি ও ভুল তথ্যের বিষয়গুলোকে সংযুক্ত করা হয়েছে। এই রেজিস্টারটি ইতোমধ্যেই প্রকাশ হওয়া নির্বাচন সংক্রান্ত ভুল তথ্য, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মৃত হাতির দাঁত নিয়ে রণক্ষেত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২ এপ্রিল।। মৃত হাতির দাঁত নিয়ে বন দপ্তর এবং গ্রামবাসীদের মধ্যে তমুল বাক বিতন্ডার জেরে রণক্ষেত্র হয়ে উঠে কৈলাসহরের মূর্তিছড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। সংশ্লিষ্ট এলাকায় তীব্র আতঙ্ক বিরাজ করছে। জানা গেছে, মূর্তিছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস মূর্তিছড়া চা বাগান এলাকায় হাতি হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে মারা যায়। হাতিটি মারা যাবার পর হাতির মালিক পশু চিকিৎসক নিয়ে গিয়ে মৃত হাতির ময়না তদন্ত করিয়ে নেয়। পরবর্তী সময়ে গ্রামবাসীরা হিন্দু রীতিনীতি মেনে মৃত হাতিটির পূজা পাঠ করে মাটিতে বড় গর্ত করে সেই গর্তের মধ্যে মৃত হাতিটিকে রেখে মাটি চাপা দেয়।

হাতির মালিক কৈলাসহরের ইরানী এলাকার বাসিন্দা। মৃত হাতিটি মাটির গর্তে রেখে মাটি ভরাট করার সময় কৈলাসহরের বন দপ্তরের দুইজন কর্মী ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃত হাতির দাঁত কেটে আনার জন্য বলে। তবে বন দপ্তরের কর্মীদের পাত্তাই দেয়নি গ্রামবাসীরা।

পরবর্তীতে বন দপ্তরের কর্মীরা বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে মূর্তিছড়া গ্রামে গিয়ে মৃত হাতিটিকে মাটির নীচ তুলে মৃত হাতিটির দাঁত কেটে আনার জন্য কথা বলাতেই বাঁধে বিপত্তি। বন দপ্তরের কর্মীদের মধ্যে ছিলেন কৈলাসহর মহকুমার বন আধিকারিক হিরনজয় রিয়াং, কৈলাসহরের অতিরিক্ত মহকুমাশাসক নব কুমার জমাতিয়া, চন্ডীপুর বন দপ্তরের রেঞ্জ অফিসার শৈলেন মালাকার, গৌরনগর বন দপ্তরের রেঞ্জ অফিসার সুমন ভৌমিক কৈলাসহর থানার বিশাল পুলিশ, টি.এস.আর সহ বি.এস.এফ জওয়ানরা।প্রশাসনের এতবড় জাম্বু টিম দেখে গ্রামবাসীরাও উত্তেজিত হয়ে উঠে এবং পুরো গ্রামের মানুষ একত্রিত হয়ে প্রশাসনের সম্মুখীন হয়। গ্রামবাসীরা স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দেয়, কোনো ভাবেই মাটির নীচ থেকে মৃত হাতিটি তোলা যাবেনা। আর যদি, মৃত হাতিটি মাটির নীচ থেকে তোলে মৃত হাতির দাঁত কেটে নিয়ে যেতে হয় তাহলে মৃত হাতিটিকে এই জায়গায় অর্থাৎ মূর্তিছড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় মৃত হাতিকে মাটির নীচে রাখা যাবেনা। মৃত হাতিকে অন্য এলাকায় নিয়ে যেতে হবে।এতে পরিস্থিতি প্রচন্ড উত্তপ্ত হয়ে উঠে। গ্রামবাসীরা এও জানান যে, বিগত দেড় বছরের মধ্যে মূর্তিছড়া চা বাগান এলাকায় আরও দুইটি হাতি কাজ করার সময় মারা গেছে। এনিয়ে মোট তিনটি হাতি মূর্তিছড়া চা বাগান এলাকায় মারা গেছে। গ্রামবাসীরা মূর্তিছড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাটিকে হাতিদের "পূর্ণ ভূমি এবং স্বর্গ-দ্বার" বলেও উল্লেখ করেন। এই এলাকাটি হাতিদের পূর্ণ ভূমি এবং স্বর্গ-দ্বার না হলে একের পর এক হাতি কেন এই এলাকায় এসে মারা যেত বলে প্রশ্ন করেন গ্রামবাসীরা।গ্রামবাসীরা মৃত হাতিকে গনেশ রুপে নিষ্ঠার সহিত পূজা পাঠও করেছে। গ্রামবাসীরা সবার সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে গ্রামে একটি গনেশ মন্দির স্থাপন করবেন বলেও জানান। গনেশ মন্দির নির্মানে হাতির মালিকও সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন বলেও জানান গ্রামের বাসিন্দা রাম চন্দ্র কৌরী।

অন্যদিকে গ্রামবাসী সূত্রে জানা যায় যে, হাতির মালিক হাতিকে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাওয়া দাওয়া না করিয়ে অতিরিক্ত কাজ করানোর ফলে হাতিটি মারা গেছে। তাছাড়া হাতিটির মৃত্যুর পর হাতির মালিক বন দপ্তরকে কোনো কিছু না জানিয়ে নিজের মরজিমাফিক পশু চিকিৎসক নিয়ে মৃত হাতির ময়না তদন্তও করিয়ে নেয়। হাতির মালিকের এহেন কান্ড জ্ঞানহীন কাজ করার পরও বন দপ্তরের পক্ষ থেকে হাতির মালিকের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের পদক্ষেপ না নিয়ে বন দপ্তরের আধিকারিকরা উল্টো মৃত হাতির দাঁত কেটে নিয়ে যাবার জন্য রীতিমতো যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেয়।

এব্যাপারে কৈলাসহর মহকুমা বন দপ্তরের আধিকারিক হিরনজয় রিয়াং-কে জিজ্ঞেস করলে হিরনজয় রিয়াং নিজেও স্বীকার করেন যে, হাতির ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।